অর্থাৎ

এই অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীধামের কোন্ কোন্
স্থানে কোন্ কোন্ দেবতা ও তীর্থ
বিরাজমান আছেন তত্তৎস্থান
দর্শনবিধি সম্বলিত উহা-
দিগের উৎপত্তি বিবরণ

এবং

কাশীখণ্ডের সারসংগ্রহ

শ্রীশিবপ্রসন্ন মৈত্রেয় বিদ্যাভূষণ প্রণীত

ও

শ্রীযুক্ত বাবু ছোটেলাল বর্ম্মণ,
শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও
শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত

অমর মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।
দশাশ্বমেধ ঘাট কাশীধাম।
সাং ১৩০৩ সাল।

মূল্য ।৹ আট আনা]   [ডাক মাশুল ৵০ দুই পয়সা

অবতরণিকা।

সৌন্দর্য্য রত্নাকর, অমিত বলশালী, দৈত্যদর্পখর্ব্ব-কারী, দেবসেনাপতি, শঙ্করতনয়, ষড়াননের মুখ বিনিসৃত অমৃতায়মান স্কন্দপুরাণ হইতে, কাশীখণ্ড নামক গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে; ইহা একখানি সুবিস্তৃত ধর্ম্ম শাস্ত্র। ইহাতে অনেকানেক সারগর্ভ্ভ উপাখ্যান, ইতি-হাস, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রকরণ, সামুদ্রিকপ্রকরণ, স্মৃত্যুক্ত আ-চার ব্যবহার এবং এই অবিমুক্তক্ষেত্রস্থ যাবতীয় তীর্থের উৎপত্তি বিবরণ সহ তাহাদিগের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহার কবিত্বের সহিত, আধুনিক অলঙ্কার বৈচিত্র্যময়, কোন কাব্যই সমতুল্য হইতে পারে না।

অষ্টাদশ পুরাণ রচয়িতা, ভারত কবিকূলচূড়ামণি, বিদ্বৎসম্প্রদায়ের আদর্শপুরুষ মহর্ষি পরাশরতনয় বেদব্যাসের অমৃতস্যন্দনী লেখনী হইতেই ইহার অভাবনীয় কাব্যলালিত্য প্রকটিত হইয়াছে। তিনি ইহাতে কতই দুর্জ্ঞেয় অথচ রত্নসমতুল্য, অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহা পাঠ করিলে, ধর্ম্ম অনুসন্ধিৎসুজনগণেরা বহুকালের সংশয়ান্ধকার অপনোদন হইয়া, তৎসহ, জ্ঞান প্রভাকরের সুবিমল জ্যোতি দ্বারা, বিবেকপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

এই কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদ যাহা এ পর্য্যন্ত ২।১ খানি প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার বৃহদায়তন ও মূল্যাধিক্যতা প্রযুক্ত সাধারণের পাঠোপযোগী হয় নাই। বিশেষত ঐ সকল পুস্তক যে ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে উহার আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে, এই কাশী ক্ষেত্রের দেবতা ও তীর্থাবলীর কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অর্থলিপ্সু পথদর্শক ও দেব পূজকগণও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সকল যাত্রীকগণকে সকল তীর্থ দর্শন করায় না। অধিকাংশ অজ্ঞ পুরোহিতগণও এই স্থানের বিশেষ ২ বিবরণ অবগত নহেন। তাঁহারা নবাগত তীর্থদর্শকদিগকে যাহা বলেন, তাহারা তাহাই সত্য বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ অন্তঃকরণে ভ্রান্তিবীজ রোপণ করিয়া থাকে। সুতরাং যাহার বীজই ভ্রান্তি সমুদ্ভুত, তাহাতে কোন সুফল প্রত্যাশা করা যায় না।

এই সুবিশাল ভারত রাজ্যের যাবতীয় হিন্দুধর্ম্মানুরাগী অধিবাসী গণ যে যতই দূরদেশে অবস্থান করুক না কেন, তাহার জীবনকাল মধ্যে অন্ততঃ একবারও এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র দর্শনে, এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে। অনেকানেক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রতিবর্ষেই এই স্থানে এক একবার আগমন করিয়া থাকেন এবং কতিপয় স্বধর্ম্মোৎসাহী মহাত্মাব্যক্তি নিজ নিজ স্বদেশবাস নিরানন্দ কর, বিবেচনায়; এই আনন্দকানন ৺বিশ্বেশ্বর রাজধানীকেই পরমানন্দদায়ক ও পারলৌকিকসুখ-

নিধান বোধে এই স্থানেই বাস করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তন্মধ্যে অতিস্বল্প লোকেই ইহার সকল তীর্থ বিবরণ অবগত আছেন।

উপরোক্ত ঐ সকল অভাব দূরীকরণ মানসে, আমরা সমধিক যত্ন ও আয়াসের সহিত এই "কাশীদর্শন" নামক গ্রন্থখানি সংকলন করিয়া, সাধারণে প্রকাশিত করিলাম। কি ধনী, কি নির্ধন, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলের পক্ষেই ইহা পাঠোপযোগী হয়, ইহাই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ তদ্দ্বারা কেহই অন্ধবিশ্বাসে আবদ্ধ থাকিবেন না, বরং যথার্থ নিগূঢ় মর্ম্মাবধারণ করিয়া, এই সুবিমল হিন্দুধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীয়মান পূর্ব্বক দেশদেশান্তরে ইহার অনাময়ত্ব ও সুকীর্ত্তি প্রচারিত করিবেন।

বিশেষতঃ এই পুস্তকান্তর্গত তীর্থনির্ণয়, তীর্থ মাহাত্ম্য ও যাত্রা প্রকরণ এই তিনটী বিষয় সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ জ্ঞাতব্য এবং প্রয়োজনীয়। মনোযোগ পূর্ব্বক ইহা পাঠ করিলে অজ্ঞ ও প্রতারকগণ দ্বারা কখনই প্রতারিত হইতে হইবে না। ইহার যোগাভ্যাস ও আত্ম তীর্থ বিবরণ পাঠে, মুমূর্ষু, মোক্ষ প্রাপ্তিচ্ছু কুজনগণের অন্তঃকরণ হইতে পাপান্ধকার বিদূরীত হইয়া, উহা পরিণাম সুখকর কৈবল্যসূর্য্যেরপ্রভায় প্রভাসিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যদি ও ইহার মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আমাদিগকে, ইহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য অবধারিত করিতে হইল, কিন্তু ইহা পাঠ করিয়া যদি কোন দেশহিতৈষী, স্বধর্ম্মপ্রিয়, গুণগ্রাহী পাঠকের কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দ ও সন্তোষ লাভ হয়, তাহা হইলেই; আমাদিগের শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

"অসারংখলু সংসারে
সারমেব চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাংবাস, সতাংসঙ্গ,
গঙ্গাম্ভঃ, শম্ভুসেবনং॥"

এই ক্ষুদ্রপুস্তক মুদ্রাঙ্কণে, শ্রীযুক্ত ছোটেলাল বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ভুদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ বিশেষ সহায়তা করায়, গ্রন্থকার তাঁহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিলেন ইতি॥

বাঙ্গালীটোলা
কাশীধাম
১৭ই জ্যেষ্ঠ ১৩০৩ } শ্রীশিবপ্রসন্ন মৈত্রেয় বিদ্যাভূষণ।

সূচীপত্র।

আর একটি কথা।

সময়াভাবে পুস্তকাস্থ বর্ণাশুদ্ধি গুলি সংশোধিত হইল না, বোধ হয় দ্বিতীয় সংস্করণে উহা সংশোধিত হইবে। তজ্জন্য গ্রন্থকার ক্ষমাপ্রার্থী রহিলেন।

শ্রীশ্রীকাশীনাথ জয়তি।

"যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী
স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদ কর্ম্মণা॥"

মঙ্গলাচরণ।

ত্রিতাপনির্ম্মুক্ত, ভক্তনির্ব্বিঘ্নকারিণ, সর্ব্বগণাধিপতি, সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়ক, সর্ব্বাগ্রগণ্য, গজেন্দ্রবদন, ভবানীতনয়, বিঘ্নরাজ গণপতিকে আমরা নমস্কার করি। যিনি উদয় কালে ব্রহ্মা, মধ্যাহ্নে বিষ্ণু, এবং সায়াহ্নে রুদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। যিনি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই ভুবনে যাতায়াত করিতেছেন, সেই আদিত্যরূপী মহেশ্বরকে আমরা নমস্কার করি।

ত্রিজগন্মাতা, ত্রিতাপহারিণী, ত্রৈলোক্যবিজয়া, ত্রৈলোক্য সুন্দরী, ত্রিবর্গফলদায়িনী মহাদেবী ভগবতী; যিনি এই স্থানে চন্দ্রশেখরের ক্ষুন্নিবৃত্তিচ্ছলে; জীবগণের আহার যোজনা করিতেছেন, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি।

যে কাশী ভূতলস্থা হইয়াও স্বয়ং পৃথিবী, নহেন। যিনি অধঃস্থিতা হইয়াও স্বর্গ হইতে উচ্চতর। যিনি

অজ্ঞান চক্ষে এই ধরণী তলে আবদ্ধ হইয়াও মুক্তি দান করেন! যে স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, জীবগণ অবিনশ্বর মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। সেই সদা সুরগণসেবিতা, গঙ্গাতীর বিরাজিতা, শশিশেখরবিশ্বেশ্বর-বিশ্বনাথেররাজধানী, ত্রিলোকবিদিতা কাশী, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে বিঘ্ন হইতে রক্ষা করুন।

যাঁহার অনুকম্পাবলে সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস মহাকাব্য মহাভারতে নিজ কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া কবিকুলের শিরোরত্ন হইয়াছেন। যাঁহার কৃপায় রত্নাকর দস্যু, মহাকবি বাল্মিকী নামে অভিহিত হইয়াছেন। যাঁহার অনুগ্রহে কালিদাস, নবরত্ন শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যোৎসাহী জনগণের হৃদয়ানন্দ দায়ক কবিতা প্রকাশিতা করিয়া গিয়াছেন, এবং যাঁহার করুণাবিন্দু ব্যতিত কেহই বাক্য স্ফুরণ করিতে সমর্থ হয়েন না, সেই বাগ্বাদিনী, বীণাপাণি, সরস্বতীদেবীকে আমরা নমস্কার করিয়া, তাঁহারই অনুগ্রহে এই কার্য্যে অগ্রসর হইলাম।

কাশীধাম সৃষ্টি।

মহাপ্রলয়কালে সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাদিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। শূন্যময় নভোমণ্ডলে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রাদি অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। যখন অগ্নি, বায়ু, ভূতল ও অহোরাত্রি কিছুই ছিল না। সকলই অস্বতন্ত্র, বিপৎশূন্য, পরস্পর তেজো বিবর্জ্জিত

ছিল। যখন দ্রষ্টা, শ্রোতা, স্পৃষ্টা, রূপ, শব্দ এবং স্পৃশ্য বস্তু কিছুই ছিল না। গন্ধ, রূপ, রস এবং দিঙ্মুখ কিছুই ছিল না। এই প্রকার গাঢ় আবরণাত্মক অন্ধকারাচ্ছন্নতা কালে; একমাত্র ব্রহ্ম, যিনি বাক্য মনের অগোচর, যিনি নাম রূপাদিশূন্য; না স্থূল, না কৃশ, না লঘু, না গুরু, না হ্রস্ব, না দীর্ঘ; যাঁহার উপচয়, অপচয় নাই, যিনি তর্কের দ্বারা বিজ্ঞাত হয়েন না; বেদ ও চকিত ভাবে যাঁহাকে "অস্তি" বলিয়া অভিধান করেন; যিনি সর্ব্বত সর্ব্বদা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ স্বরূপ, অপ্রমেয়, অনাধার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, আরম্ভ ও শেষ শূন্য, আকৃতি বিহীন, নির্গুণ, যোগীগম্য, সর্ব্বব্যাপী, ও চৈতন্যময়; তিনি আপনার লীলা দ্বারা, আপনার মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন। তদনন্তর সেই সর্ব্বগ অব্যয় পরব্রহ্ম—মঙ্গলস্বরূপা, সর্ব্বজ্ঞানময়ী, সর্ব্বৈশ্বর্য্য যুক্তা, সর্ব্বগামিনী, সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপিণী, সর্ব্বদায়িনী, শুদ্ধস্বরূপা, ঈশ্বরীকে কল্পনা করিয়া, নিজ শরীরের অব্যাভিচারিণী মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন।

সেই সময়েই যুগপৎ, স্বপাদতল নির্ম্মিত, পরমানন্দ রূপ, পঞ্চক্রোশ পরিমাণ এই কাশীক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া ইহাতে বিহার পরায়ণ হইলেন। সেই অমূর্ত্ত পরব্রহ্ম আদি পুরুষই, বিশ্বেশ্বর এবং সেই প্রকৃতি প্রধানা, শ্রেষ্ঠা, মায়া, বিকৃতি বিবর্জ্জিতা ভগবতীই, অন্নপূর্ণা। এই কাশীক্ষেত্র প্রলয়কালেও কখন বিমুক্ত হইবে না,

এই জন্যই ইহাকে অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলে। যখন ভূমি বলয় ছিল না, যখন জলের উৎপত্তি হয় নাই, তখন শিবা ও শিবের সুখাস্পদ পর্য্যঙ্ক স্বরূপে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্র মোক্ষরূপ আনন্দের হেতু এই জন্য পিনাকী ইহার নাম আনন্দকানন রাখিয়াছেন। এই স্থানের এক পরম জ্যোতি বিকাশ হইয়াছিল তজ্জন্যই ইহার নাম কাশী হইয়াছে।

মণিকর্ণিকা বৃত্তান্ত।

তদনন্তর সেই ভূতভাবন ভগবানের অন্তঃকরণে এই রূপ একচিন্তার আবির্ভাব হইল, যে অপর একটী পুরুষ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করণের ভার অর্পণ করিব এবং চিন্তাতরঙ্গ দোলিত, সত্ব রূপ রত্নপূর্ণ, তমোরূপ গ্রাহসঙ্কুল, রজোরূপ বিদ্রুম মণ্ডিত, চিত্ত সমুদ্র স্থির করিয়া তাঁহার প্রসাদে আনন্দ কাননে সুখে অবস্থান করিব। জগদ্ধাতা বিভু ধূর্জ্জটী, চিৎস্বরূপ জগদ্ধাত্রীর সহিত এই রূপ স্থির করিয়া, সুধাস্রাবীনেত্র, আপনার বামাঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দ্বারা তাহা হইতে এক ত্রৈলোক্য সুন্দর পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তিনি সত্ত্বগুণে উদ্রিক্ত, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রতুল্য, ক্ষমাযুক্ত, অনুপম শ্রীমান, ইন্দ্রনীলকান্তি, পুণ্ডরীকাক্ষ, সুবর্ণ সম উজ্বল, ক্ষিপ্রহস্ত, পীতাম্বর পরিধৃত। তাঁহার নাভি হ্রদ হইতে একটী সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত ছিল।

সকল গুণের আধার, সকল কলার নিধি, ঐ সর্ব্বোত্ত-মের অনারোপিত নাম পুরুষোত্তম।

তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া, মহামহিমভূষণ মহাদেব কহিলেন হে অচ্যুত! তুমিই মহাবিষ্ণু বেদ তোমার নিশ্বাস, তাহা হইতেই তুমি সমস্ত অবগত হইবে এবং তদনুযায়ীক যথোচিত কার্য্য সকল সম্পাদন করহ।

বুদ্ধি তত্ত্বস্বরূপ মহেশ্বর সেই পুরুষোত্তমকে এই কথা বলিয়া ভগবতীর সহিত আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ভগবান বিষ্ণু, উক্ত মহেশ্বরাজ্ঞা মস্তকে করিয়া কিছু কাল ধ্যানাসক্ত থাকিলেন। পরে তপ-শ্চরণ মানসে স্বকীয় চক্রদ্বারা একটী পুষ্করিণী খনন করত, নিজ স্বেদ জলে উহা পূর্ণ করিয়া সেই পুষ্করিণী তীরে, অচল সদৃশ স্থির দেহান্তঃকরণে, পঞ্চাসৎ সহস্র বৎসর উগ্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাহাতে পূর্ণ কালে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, হৃষী কেশকে প্রজ্বলিত, হুতাশনবৎ সন্দর্শনে, পুলকিত চিত্তে, স্বীয় মস্তক আন্দোলন পূর্ব্বক কহি-লেন, হে মহাবিষ্ণো! তোমার আর তপস্যার প্রয়োজন নাই। তুমি নিজ অভিলষিত বর প্রার্থনাকর। ঐ সময় বিশ্বনাথের মণিভূষিত কর্ণভূষণ, যাহামণিকর্ণিকা নামে অভিহিত, তাহা ঐ চক্রপুষ্করণী সন্নিধানে পতিত হইয়া-ছিল। তাহাতেই এই স্থানকে মণিকর্ণিকা বলিয়া থাকে।

অতঃপর নারায়ণ নেত্রোন্মীলন করিয়া সম্মুখে বিশ্বেশ্বরকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে চন্দ্রশেখর! যদি আপনি আমার প্রতিপ্রসন্ন হইয়া থাকেন; তবে আমাকে এই বরপ্রদান করুন, যেন আমি সকল কর্ম্মে সকল স্থানে, ভবানীর সহিত আপনাকে দেখিতে পাই; আর আমার মন মধুকর সর্ব্বদা যেন ভবদীয় চরণারবিন্দেরমকরন্দমধুপানেউৎসুক হইয়া, ভ্রান্তি পরিহার পূর্ব্বক অবিচলিত থাকে। তাহাতে গিরিজাতনয়বৎসল, আশুতোষ, নারায়ণকে "তথাস্তু" বলিয়া; পুনশ্চ কহিলেন—হে জনার্দ্দন; তোমার তপস্যার মহত্ত্ব দর্শনে আমি মস্তক আন্দোলন করিয়াছিলাম, ঐ সময়ে আমার কর্ণভূষণ মণিকর্ণিকা এই স্থানে পতিত হইয়াছে। তজ্জন্য এই স্থানের নাম মণিকর্ণিকা হউক। নারায়ণ কহিলেন, হে পার্ব্বতীপ্রিয়! আপনার মুক্তাকুণ্ডল পতনে এই তীর্থ, যাবতীয় তীর্থ শ্রেষ্ঠ এবং ইহ লোকের মুক্তি ক্ষেত্র হউক। হে ভক্ত বৎসল! আমার আর একটী প্রার্থনা আপনি পূর্ণ করিয়া, চরিতার্থ করুন— উদ্ভিজ, স্বেদজ, জরায়ুজ ও অণ্ডজ এই চারিপ্রকার ভূত শ্রেণী মধ্যে, আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত যে কিছু প্রাণী সংজ্ঞক পদার্থ আছে; সেই সকলই এই কাশীক্ষেত্রে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করুক। আর হে শম্ভো! যে ব্যক্তি বিপুল ঐশ্বর্য্য, অতুল সম্পদ ও স্বকীয় আয়ুকে ক্ষণবিনাশী, ক্ষণভঙ্গুর জ্ঞানে, এই তীর্থে,

আগমন পূর্ব্বক সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, তর্পণ, দেবতা পূজা, গো, ভূমি, তিল, স্বর্ণ, অশ্ব, দীপ, অন্ন, বস্ত্র এবং কন্যাদান করিবে অথবা অগ্নিষ্টোম, ব্রতোৎসর্গ, বৃষোৎসর্গ, লিঙ্গাদি স্থাপন করিবে। তাহার (আত্মঘাত, অনাহার মৃত্যু জনিত পাপ, ব্যতিত) অন্যান্য সকল শুভকর্ম্ম মুক্তিরূপ সম্পদের কারণ হউক। সাংখ্য যোগ, আত্মাবলোকন, ব্রত, তপস্যা, দান ব্যতীতও এই স্থান, প্রাণীমাত্রের শ্রেয়স্কর হউক। সকল মুক্তি ক্ষেত্র সেবা করিলে যে ফল হয়, কাশীতে পঞ্চরাত্র মণি-কর্ণিকার সেবা করিলে সেই ফল হউক। অশ্বমেধ ও রাজসূয়যজ্ঞ করিলে যে পুণ্য হয়, সম্যক তুলাপুরুষ দানে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি দ্বারা যে পুণ্য হয়, শত শত তপশ্চরণ করিলে যে শ্রেয়ঃ লাভ হয়, ও অন্যস্থানে সর্ব্বস্বদানে যে সুকৃতি অর্জ্জিত হয়, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে দর্শনে ও যথা সাধ্য দান এবং সংযমচিত্ত বিশিষ্ট হইয়া ত্রিরাত্রে কাশীবাস করিলে সেই ফল ও পুণ্য হউক।

দেবাদিদেব মহেশ্বর, নারায়ণের এবম্প্রকার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রসন্ন বদনে কহিলেন "তথাস্তু"। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি বেদোক্ত মতে সকল সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস করিতে নিযুক্ত হইলে। কিন্তু যাহারা আপনাপন তপোবলে দর্পিত হইয়া, তোমার কিম্বা আমার অবমাননা করিবে, আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিব॥

গঙ্গা মহিমা।

পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশাবতংস মহাতেজা, পরমধার্ম্মিক, রাজা ভগীরথ, অশ্বমেধীয় অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষগণকে কপিলকোপানলে ভস্মীভূত শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগের উদ্ধার বাসনায়, স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে মর্ত্তে আনিবার জন্য কৃত নিশ্চয় মানসে, মন্ত্রীর উপর রাজ্য ভার বিন্যস্ত করিয়া, হিমালয়ে গমন পূর্ব্বক, বহুকাল গঙ্গার আরাধনা করিয়াছিলেন। যিনি শিবস্বরূপ দ্রেব-ময়ী মূর্ত্তি, যিনি শুদ্ধবিদ্যারূপা, শক্তিত্রয় সমন্বিতা, ও করুণাত্মিকা, যিনি আনন্দামৃতরূপিণী, ব্রহ্মাণ্ডের আধার ভূতা; যাঁহাকে মহেশ্বর বিশ্বরক্ষার জন্য লীলাক্রমে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন; তিনি ভিন্ন, ব্রহ্মশাপানল দগ্ধ এবং দুর্গতিগ্রস্থ প্রাণিগণকে স্বর্গ প্রদানে কে সমর্থ হইবে? গঙ্গাধর পাপিগণের প্রতি দয়া করিয়া বেদা-ক্ষর ও যোগোপনিষদের সার ভাগ নিষ্পীড়ন করিয়া এই সরিদ্বরাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মহাপরাক্রম-শালী ভগীরথ তাঁহাকে মর্ত্তে আনয়ন পূর্ব্বক উত্তর বাহিনী পথে এই কাশীস্থ মণিকর্ণিকায় স্থাপন করিয়া ছিলেন। তাঁহার মহিমা বর্ণন করা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহে-শ্বরেরও শক্ত্যাতীত। দেবাদিদেব কন্দর্পনাশক, কোন সময়ে নারায়ণের নিকট এই প্রকার কহিয়াছিলেন—হে লক্ষ্মীকান্ত! গঙ্গাই তীর্থ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা তীর্থ এবং

নদী সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা নদী। ইনি মহাপাতকীগণকেও স্বর্গ প্রদান করেন। স্বর্গে, মর্ত্তে এবং অন্তরীক্ষে—সর্ব্বত্র যে কোটী ২ তীর্থ আছে, তৎসমস্তই গঙ্গায় অবস্থিত। এই গঙ্গাতীরে তিলোদক মিশ্রিত পিণ্ড অথবা সতিল তর্পণ দান করিলে, তর্পয়িতার কোটীকুলস্থ পূর্ব্ব পুরুষ গণের মুক্তি লাভ হয়; কারণ ইহাতেই সমস্ত দেবগণ ও পিতৃগণ অবস্থিত আছেন। মৃত্যু প্রাপ্ত বান্ধবগণ, অপ-গণ্ডাবস্থায় মৃত, গর্ভেমৃত, অগ্নিদাহ মৃত, বিদ্যুৎপাতমৃত, চৌরনিহত, ব্যাঘ্র নাশিত, সর্ব্বপ্রকার শ্বাপদ কর্ত্তৃক নিহত, উদ্বন্ধন মৃত, পাতিত মৃত, আত্মঘাতী, আত্ম-বিক্রয়ী, চৌর, অযাজ্যযাজক, রসবিক্রয়ী, পাপরোগী, অগ্নিদাতা, বিষদাতা, গোঘাতী, সর্ব্বপ্রকার নিরয়গামী, নিকৃষ্ট জীব জন্তু, বৃক্ষযোনিপ্রাপ্ত, কৃতঘ্ন, গুরুঘ্ন, মিত্রদ্রোহী, স্ত্রীঘাতী, ও অসত্য পরায়ণ জীবগণও যথা বিধি গঙ্গাজল দ্বারা একবার মাত্র তর্পিত হইলেও, মুক্তি লাভ করে। ত্রৈলোক্যে যে কোন কামপ্রদ তীর্থ আছে, তৎসমস্তই কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গার সেবা করে। গঙ্গা সর্ব্বত্রই পাবনী এবং ব্রহ্মহত্যাদি সর্ব্ব প্রকার পাপ নাশিনী, বিশেষতঃ যথায় তিনি উত্তরবাহিনী হইয়া, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে বেষ্টন করিয়া অব-স্থিতা, তথায় শতগুণ ফল দায়িনী কারণ ব্রহ্মাদিদেবগণ, ঋষিগণ, এবং যাবতীয় পিতৃগণ সর্ব্বদা এই রূপ কহিয়া থাকেন যে "কাশীস্থা উত্তরবাহিনী গঙ্গাকে আমরা

যেন সর্ব্বদা দর্শন করি এবং ঐ জলে সন্তপ্ত হইয়া বিশ্বনাথ প্রসাদে যেন আমরা মুক্তি লাভ করি।”

হে হরে! পাপ বিক্ষিপ্তচেতাঃ সংসাররোগী অল্প-বুদ্ধি মানবগণের পক্ষে গঙ্গাই পরম ঔষধ। মনুষ্যগণের অস্থি গঙ্গাজলে যত কাল থাকে, তত সহস্র বৎসর তাহারা সাদরে স্বর্গধামে অবস্থিতি করে। কোন সময়ে কলিঙ্গদেশে বাহীক নামক কোন পাপাচারী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা তদ্দেশে দুর্ভিক্ষ প্রচার হওয়ায়, তাহার, তন্তুবায়িনী উপপত্নীর সহিত দেশান্তর পলায়ন কালে, ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক, নিহত মৃতদেহের বামপদ এক গৃধ্র হরণ করিয়া, আকাশ মার্গে উড্ডীন হইলে, আমিষা-ভিলাষী অপর এক গৃধ্রের সহিত তাহার যুদ্ধ হয়; ঐ সময়ে পাপাশক্ত বাহীক ব্রাহ্মণের পাদগুল্ফ গঙ্গায় পতিত হইয়াছিল। তাহাতেই তাহার স্বর্গ লাভ হইয়া-ছিল। অতএব গঙ্গার তুল্য পাপনাশিনী তীর্থ, আর ভূতলে, দ্বিতীয় নাই। ইনিই অদ্বিতীয়া। গরুড় দর্শনে সর্পগণ যে রূপ নির্ব্বিষ হয়, অরুণোদয়ে অন্ধকার যে রূপ পলায়ন করে, এবং অগ্নি যে রূপ ক্ষণমধ্যে তুলা রাশিকে ভস্মীভূত করেন। সেই রূপ গঙ্গা দর্শনে, স্পর্শনে, মানসিক, কায়িক ও বাচিক সর্ব্ব প্রকার পাপ বিনষ্ট হয় এবং অনন্ত কাল স্বর্গ বাস লাভ হয়। ইহাতে কোন সংশয় নাই॥

বারাণসী রহস্য।

এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে কি জন্য, বারাণসী, রুদ্রাবাস, মহাশ্মশান বলে, তাহা কথিত হইতেছে। ষড়ানন কহিলেন—জীবগণ বিবিধ পাপ কর্ম্ম করিয়া কাশীতে দেহত্যাগ করিলে, ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগের কর্ম্মবন্ধন উচ্ছেদ করত, মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইহাতে যোগাভ্যাস, বা তত্ত্ব জ্ঞানের কিছুই আবশ্যকতা হয় না। যত্নে হউক, অযত্নে হউক, কাশী মৃত্যু ঘটিলেই, ভগবান চন্দ্রশেখর, তারক ব্রহ্মনামের উপদেশ দিয়া, তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন। এই কাশীক্ষেত্রে দেহত্যাগই তপস্যা, দান ও নির্ব্বাণমুক্তিদায়ী পরম যোগ স্বরূপ। অতিপাতকীও কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গা প্রাপ্ত হইয়া হেলায় দেহত্যাগ করত, বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে ইন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, সকল ব্যক্তিকেই মুক্তিমার্গোন্মুখ দেখিয়া এইরূপে পুরীর রক্ষা বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাপীদিগের দুর্ম্মতি দলনী, দুষ্ট-প্রবেশ-নিবারিণী, মহাঅসিস্বরূপা অসি নদীকে ইহার দক্ষিণদিকে এবং ক্ষেত্র-বিঘ্ননাশিনী, দুর্ব্বৃত্তগণের স্বপ্রবৃত্তি-বিরোধিনী বরণানদীকে ইহার উত্তরদিকে স্থাপিত করেন। তদনন্তর ভগবান চন্দ্রমৌলী স্বয়ং ইহার পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার্থ দেহলী গণপতিকে আদেশ করিয়া ইহার পশ্চিম ভাগে স্থাপিত করেন। পূর্ব্বোক্ত

ঐ বরণা ও অসি নামক নদীদ্বয় মধ্যস্থা এই এজন্য ইহার নাম বারাণসী হইয়াছে।

এই কাশীতে দেহত্যাগ করিলে পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মার গতির কোন ইতর বিশেষ নাই। কারণ উষরক্ষেত্রে রোপিত বীজের ন্যায় তাহাদিগের কর্ম্মবীজ সকল হর-নেত্র-সম্ভূত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, অঙ্কুরিত হইতে পারে না। যাহারা কাশীবাসী তাহারা অতি সৌম্য, রুদ্রাক্ষ-মালারূপ ফণীন্দ্রভূষণে ভূষিত ও ত্রিপুণ্ড্ররূপ অর্দ্ধচন্দ্র-ধারী শিবপারিষদ রূপে গণ্য। মহেশ্বরের কৃপায় এই কাশীস্থ জলচর, স্থলচর প্রভৃতি যাবতীয় জন্তুই রুদ্র-রূপ ও দেহান্তে তাঁহাতেই বিলীন হয়। স্বর্গে বর্ষেষু নামে, অন্তরীক্ষে বার্তেষু নামে, এবং পৃথিবীতে অর্থেষী নামে, যে রুদ্রগণ অবস্থিত আছেন; এবং পূর্ব্বাদি চতু-র্দ্দিকে যে দশ দশটী রুদ্র আছেন, উর্দ্ধস্থিত ও পাতাল-স্থিত সমস্ত রুদ্র অপেক্ষা; এই কাশী বাসী রুদ্ররূপী জীবগণ শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্যই ইহাকে রুদ্রাবাস বলিয়া থাকে। অত্রস্থানীয় যে কোন বর্ণ বা তদিতর জীবকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলে, রুদ্রার্চ্চনার ফল লাভ হয়।

শ্মন্ শব্দের অর্থ, শব (মৃতদেহ), ও শান্ শব্দের অর্থ, শয়ন করা, সুতরাং শ্মশান শব্দের অর্থ শবের শয়ন স্থান হইল। মহাভূতগণ কল্পান্ত কালেও এই কাশীতে-শবরূপে শয়ন করিয়া থাকে এই জন্য কাশীকে মহা-শ্মশান বলে।

প্রলয়কালে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ভূমি জল মধ্যে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহ-ঙ্কার তত্ত্বে, ঐ অহঙ্কার ষোড়শ বিকার সহ বুদ্ধি সংজ্ঞক মহত্তত্ত্বতে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। পরে ঐ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি নির্গুণ পরমব্রহ্মে লয় হয়। এই পরম পুরুষই পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব; তিনিই জীব ও এই দেহরূপ গৃহের একমাত্র অধিপতি। ইহাকেই প্রাকৃতলয় বলিয়া থাকে। এই প্রলয়কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র কেহই বিদ্যমান থাকেন না। পরে মহাকাল মূর্ত্তি পরমেশ্বর সেই জীবকেও স্বকীয় রূপে অন্তর্হিত করেন। উক্ত মহাকাল মূর্ত্তি পরমেশ্বরই, মহা-বিষ্ণু, মহাদেব, ও পার্ব্বতীপতি নামে কথিত হন। দৈনন্দিন প্রলয়কালে বিনষ্ট জীবগণের অস্থিমালায় বিভূষিত ভগবান মহেশ্বর নিজ বিহার নগরী কাশী পুরীকে ত্রিশূলাগ্রভাগে স্থাপন করিয়া রক্ষা করিতে-ছেন; এই জন্য এই স্থানে কলিকালের প্রভাব নাই। বিশ্বনাথের অনুমতি ব্যতীত কেহই ইহাতে প্রবেশ করিতে, বাস করিতে, কিম্বা মৃত্যু লাভ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে না। পুবাকালে সেতুবন্ধ সন্নিহিত প্রদেশে মাতৃভক্ত, কৃষ্ণ-সেবা-পরায়ণ, ধনঞ্জয় নামে এক জন বণিক বাস করিত। যদিও সে ব্যক্তি যথার্থ ধার্ম্মিক ও সদাচারগামী ছিল, কিন্তু তাহার মাতা যৌবনাবস্থায় ব্যাভিচারিণী হইয়া নিজস্বামীকে সুখভোগ হইতে

বঞ্চিত করিয়াছিল। কালবশে উক্ত ধনঞ্জয় মাতা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, তাহার মুক্তি বাসনায়, ধনঞ্জয় মৃত মাতার অস্থি সঞ্চয় করিয়া, কাশী অভিমুখে যাত্রা করে। পথি মধ্যে পীড়িত হওয়ায় একজন ভারবাহীককে নিযুক্ত করিয়াছিল। পরে এই কাশীতে প্রবেশ করিয়াই খাদ্য দ্রব্য ক্রয়ার্থ আপণে গিয়াছিল। ইত্যবসরে উক্ত ভারবাহী, তাহার অজ্ঞাতে, যে পাত্র মধ্যে ধনঞ্জয় মাতার অস্থি রক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে বহুমূল্য রত্নাদি থাকা-সম্ভাবনায়, অপহরণ করিয়া এক বিজন বন মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া পলায়ন করে। পরে ধনঞ্জয় আপণ হইতে প্রত্যাগত হইয়া, ঐ অস্থিপাত্র অদর্শনে, ব্যাকুলিতান্তঃকরণে, ভারবাহীর আলয়ে যাইয়া, তাহাকে অনেক অর্থ দেখাইয়া; ঐ বন মধ্যে পাত্র অন্বেষণে আসক্ত হয়। কিন্তু কিছুতেই তাহা প্রাপ্ত না হইয়া, হতাশ্বাসে কাশীতে প্রত্যাগত হয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, ধনঞ্জয়-মাতার দুশ্চরিত্রতা-নিবন্ধন, তাহার অস্থি সমূহ বিশ্বনাথের অনুমতি ব্যতীত, কাশীধামে প্রবেশ করিয়াও, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্নিঃসারিত হইয়াছিল। অতএব পাপাচারী ব্যক্তি কখনই কাশী ভোগ প্রাপ্ত হইবে না॥

ইহ লোকে বারাণসী সাক্ষাৎ করুণারূপিণী যেহেতু ইনি সর্ব্বদাই জীবগণকে এই উপদেশ দিয়া থাকেন যে, হে জীব! তুমি এ জগতে অনেক জন্ম গ্রহণ করি-

য়াছ ও অনেকবার তীর্থ স্নানাদি করিয়াও মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছ; কিন্তু, কোন মতেই ঐকান্তিক শান্তি লাভ করিতে পার নাই। যদি তুমি আমায় অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে মোক্ষপদ লাভ করত শিবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে। অপরাপর তীর্থে প্রাণ ত্যাগ করিলে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই দেবাদি পদ লাভ হয়; কিন্তু এই বারাণসীতে প্রাণ ত্যাগে ব্রাহ্মণের কথা দূরে থাকুক, চণ্ডাল পর্য্যন্তও নির্ব্বাণ লাভ করে ॥

কালভৈরব প্রাদুর্ভাব।

যিনি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে সুপক্ক-বৃহৎ-রসালবৎ নিষ্পীড়ন করিয়া, মুহুর্ম্মুহুঃ দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন, এবং তাহার রসপান করিয়া উন্মত্তের ন্যায় উদ্ধত নৃত্য করিতেছেন; সেই অমঙ্গল নাশক মহাভৈরব ত্রিভুবনের মঙ্গল বিধান করুন।

সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা চতুর্ম্মুখ ও নারায়ণ চতুর্ভুজ হইলেও, মহেশ্বরের মহিমা কেহই অবগত নহেন। কারণ তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া, সকলেই পরমপতিকে জানিতে পারেন্ না। তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনাকে জানান, তবে ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে জানিতে পারেন, নতুবা স্বইচ্ছায় কেহই তাঁহাকে জানিতে পারেন না। সেই স্বাত্মারাম মহেশ্বর সর্ব্ব-

ব্যাপী হইলেও তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। মূঢ়গণই তাঁহাকে সামান্য দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে সুমেরু শিখরাসীন মহর্ষিগণ লোকেশ্বর পিতামহকে জিজ্ঞাসা করেন যে "কোন্ তত্ত্ব প্রধান ও অব্যয়" অর্থাৎ এ ত্রিভুবনের অধীশ্বর কে? তাহাতে তিনি আপনাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জগদ্যোনি, সয়ম্ভু ও অনাদি ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া, নারায়ণাত্মজ মহর্ষি ক্রতু হাস্য করিয়া কহিলেন, হে অজ! ভবাদৃশ যোগীর এবম্প্রকার মোহ ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করা উচিত নহে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া ত্রিজগতের জীবন থাকা অসম্ভব, কারণ আমিই পরমজ্যোতিঃ ও পরমগতি। আমিই লোকত্রয়কর্ত্তা, যজ্ঞ ও নারায়ণ স্বরূপ। এই রূপে বিধাতা ও ক্রতু মোহ বশতঃ পরস্পর বিরোধী হইয়া, তাহার মীমাংসা করণার্থ; বেদচতুষ্টয়কে জিজ্ঞাসা করায়, ঋগ্বেদ কহিলেন—জগতস্থ সমুদায় জীবগণ যাঁহার অন্তরে অবস্থিত, যাঁহা হইতে সমস্ত উদ্ভূত হইয়াছে, এবং যিনি " তৎ " শব্দবাচ্য; সেই রুদ্রই সর্ব্ব প্রধান। যজুর্ব্বেদ কহিলেন—যিনি নিখিল যাগ, যজ্ঞ ও যোগ দ্বারা আরাধিত ও যিনি আমাদিগের প্রমাণ স্বরূপ, সেই সর্ব্বদর্শী শিবই পরম তত্ত্ব। সামবেদ কহিলেন—যাঁহার জ্যোতিতে বিশ্ব উদ্ভাসিত হইতেছে ও যিনি এই বিশ্বমণ্ডলকে চক্রবৎ ভ্রমণ করাইতেছেন,

সেই ত্র্যম্বকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদনন্তর অথর্ব্ববেদ কহিলেন—ভক্তি সাধন বলে যাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় এবং যিনি কৈবল্য রূপী, দুঃখহর সেই শঙ্করই এক মাত্র পরম তত্ত্ব।

বেদচতুষ্টয়ের এই মীমাংসোক্তি শ্রবণে বিধাতাও ক্রতু হাস্য করিয়া কহিলেন, যে, পরমব্রহ্ম, সঙ্গ মুক্ত, তবে কি প্রকারে তিনি ভগবতীর সহিত নিরন্তর ক্রীড়ারত, ভস্মলিপ্তাঙ্গ, জটাধারী, বৃষবাহন, সর্পভুষণ, বিকটবেশ ও দিগম্বর; ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, তৎপরে তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রণবরূপী সনাতন তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং সহাস্য বদনে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—লীলাময়, রুদ্ররূপী মহেশ্বর স্বকীয় আত্মাতিরিক্ত পত্নীর সহিত, কখনই ক্রীড়া করেন না। তিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার জ্যোতিঃ স্বরূপ। ভগবতী তাঁহারই আনন্দরূপ শক্তি, তাঁহা হইতে ভিন্না নহেন।

এতদ্বাক্য শ্রবণেও, বিধাতার ও ক্রতুর অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত না হওয়ায় দ্যুলোকও ভূলোকের মধ্য ভাগ পরিপূর্ণ করিয়া একজ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত হইল এবং তন্মধ্যে হইতে এক পুরুষাকার মূর্ত্তি দেখা গেল। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে নয়ন গোচর করিয়া, কোপকষায়িত লোচনে বলিলেন, হে পুত্র। আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। তুমি পূর্ব্বে আমার ললাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলে এবং তৎকালীন রোদন করিয়াছিলে; তজ্জ-

ন্যই তোমার নাম রুদ্র। এক্ষণে তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে রক্ষা করিব।'

অনন্তর মহেশ্বর, পদ্মযোনির এতাদৃশ গর্ব্বিত বচন বিন্যাসে কোপান্বিত হইয়া, নিজ অঙ্গ হইতে এক ভীষণকায় ভৈরবাকৃতি পুরুষ সৃষ্টি করিলেন এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মার শাসন মানসে, তাঁহাকে বলিলেন—হে কাল ভৈরব! তুমি এই মায়ামুগ্ধ প্রজাপতিকে শাসন করহ। তোমাকে আমি এই বর দিতেছি যে, তুমি অদ্যাবধি কালের ন্যায় বিরাজিত থাকিবে, তজ্জন্য তোমার নাম "কালরাজ" হইল। তোমাকে কালও আশঙ্কা করিবে, তজ্জন্য তোমার নাম "কালভৈরব" হইল। তুমি রুষ্ট হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণের মর্দ্দন করিবে এই জন্য তোমার নাম "আমর্দ্দক" আর ক্ষণমধ্যে ভক্তগণের পাপ ভক্ষণ করিবে, তজ্জন্য তুমি "পাপভক্ষণ" নামে বিখ্যাত হইবে। আমার যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাশীধাম আছে, যে স্থানে যম বা তদনুচর গণের আধিপত্য নাই; তুমি সেই স্থানে আধিপত্য করিবে।

এই কালভৈরব মহেশ্বরের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া, বামহস্তাঙ্গুলির নখাগ্রদ্বারা ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিলেন, কারণ যে অঙ্গের দ্বারা পাপ করা যায়, তাহারই দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য। ইহাতে সকল দেবগণ ভীত হইয়া মহেশ্বরের বন্দনা করিতে লাগিলেন। তখন ভক্তবৎসল আশুতোষ পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে

আশ্বস্ত করিয়া, ঐ কাল ভৈরবকে কহিলেন, হে নীল লোহিত! তুমি ব্রহ্মার মস্তক ধারণ করত ব্রহ্মহত্যা পাপ অপনোদনের জন্য, কাপালিক ব্রত অবলম্বনে ভিক্ষা পূর্ব্বক বিচরণ কর। আর এই যে ব্রহ্মহত্যা-নাম্নী রক্তবর্ণা, জীহ্বাললনভীষণা, খর্পরধারিণী, ভীতি-প্রদায়িনী, শোনিতপায়িনীকে তোমার সহিত প্রেরণ করিতেছি; ইনি আমার বারাণসী ভিন্ন সর্ব্বস্থানেই তোমার অনুগমন করিবেন।

সেই ব্রহ্মহত্যার সংসর্গে কালভাবন, ভৈরব, কৃষ্ণ বর্ণ হইলেন ও দেবদেব ভবানীপতির আদেশে, কাপা-লিকরূপে ত্রৈলোক্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি সত্যলোক, কি ইন্দ্রলোক, কি বৈকুণ্ঠলোক, কোন স্থানেই সেই সুদারুণ ব্রহ্মহত্যা, কালভৈরবকে ত্যাগ করিল না এবং ঐ রুদ্ররূপী কালভৈরবও কিছু-তেই ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হইলেন না।

তৎপরে তিনি নারায়ণের নিকেতনে উপস্থিত হইলে, ভগবান গরুড়ধ্বজ, মহাদেবাংশসম্ভুত কালভৈরব কে যথাবিহিত অর্চ্চনা করিয়া, কহিলেন হে জগৎ পতে! কি কারণে আপনি, এই রূপ কাপালিক ব্রতা-বলম্বনে ত্রিজগতে বিচরণ করিতেছেন? তচ্ছ্রবণে শম্ভু কহিলেন হে বিষ্ণো! আমি নখাগ্রদ্বারা ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করায়, ব্রহ্মহত্যা আমাকে স্পর্শ করিয়াছে। তাহা দূরী করণার্থ আমি এই ব্রতাবলম্বনে ভিক্ষা করিয়া

বিচরণ করিতেছি। এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, জনার্দ্দন ঈষৎ হাস্য বদনে বলিতে লাগিলেন— হে সর্ব্ব বিজ্ঞান নায়ক! আপনার অশেষ লীলা, আমি এবং অপরাপর দেবগণ, কেহই আপনার মায়াকে অতিক্রম করিতে পারি না। আপনার আজ্ঞায় আমি স্বকীয় নাভিপদ্ম হইতে, কল্পে কল্পে কোটি কোটি ব্রহ্মা সৃজন করিতেছি। হে বিভো! সংহারকাল কাল উপস্থিত হইলে, আপনি যখন সমস্ত দেবতা, মুনি ও বর্ণাশ্রম বিশিষ্ট জীবগণকে সংহার করিবেন, তখন আপনার ব্রহ্মহত্যা কোথায় থাকিবে? হে ঈশ! আপনি পরমাত্মা পরমজ্যোতিঃ, ও স্বেচ্ছা মূর্ত্তিধারী; এই সমস্তই আপনার কৌতূহল মাত্র, নতুবা পরমেশ্বরের পরাধীনতা কোথায়? কতশত অতীত ব্রহ্মার অস্থিমালা আপনার কণ্ঠে শোভা পাইতেছে, আপনার আবার ব্রহ্মহত্যা পাপ কোথায়? যে ব্যক্তি আপনার নাম কীর্ত্তন করে, তাহার গিরিশৃঙ্গ পরিমিত ব্রহ্মহত্যাপাপরাশীও, তৎপ্রভাবে বিলীন হয়। অদ্য আমার পরম মঙ্গল ও পরম লাভ, যে অক্ষয় জগন্নিদান পরমেশ্বরের দর্শন পাইলাম।

অনন্তর তিনি লক্ষ্মীর নিকট হইতে মনোরথবতী ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া, ভ্রমণ করিতে ২ অত্র বারাণসীতে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে উক্ত ব্রহ্মহত্যা নাম্নী রমণি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া হাহাকার ধ্বনি করত, পাতালে প্রবিষ্টা হইল এবং তাঁহার হস্তস্থিত ব্রহ্মার

কপাল ভূতলে স্খলিত হইল। তিনি পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

যে ব্রহ্মহত্যা কুত্রাপি কালভৈরবকে পরিত্যাগ করে নাই, তাহা ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট হইল; যে কপাল কুত্রাপি কাল ভৈরবের হস্ত নির্ম্মুক্ত হয় নাই; কাশীতে প্রবেশ মাত্র, তাহা পতিত হইল; অতএব কাশীর উপমা এ জগতে অতি দুর্লভ। এই কাশীই পরম্পদ, পরমানন্দ ও পরমজ্ঞান স্বরূপ॥ যে স্থানে ঐ কপাল পতিত হয়, তাহাকেই কপাল মোচন তীর্থ কহে॥ কাশীস্থিত কপাল মোচন শিবের স্মরণমাত্র, ইহজন্ম ও পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয়।

দণ্ডপাণি প্রাদুর্ভাব।

পূর্ব্বকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে পরমধার্ম্মিক, শ্রীমান ও সুকৃতিসম্পন্ন রত্নভদ্র নামে এক যক্ষ বাস করিতেন। তিনি পূর্ণ ভদ্র নামক পুত্রের সহিত, যক্ষিণীশ্রেষ্ঠা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কনককুণ্ডলার বিবাহ দিয়া, তাহাকে অতুল বিভবরাশীর উত্তরাধিকারী করিয়া, যথাসময়ে শান্তাত্মা ও প্রশান্তেন্দ্রিয় হওত, শৈবযোগবলে পার্থিব দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরে পিতার দেহান্তে মহাযশা পূর্ণভদ্র, গৃহস্থাশ্রমের ভূষণস্বরূপ, পিতৃলোকের পরমপথ্যস্বরূপ ও সংসার-তাপ-তপ্ত অঙ্গের অমৃতকণা স্বরূপ, অপত্য লাভ ভিন্ন, সকল মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া ছিলেন। পুত্র

২২, 7০1

মুখ অদর্শনে, তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্যই অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে লাগিল। এক দিন তিনি নিজ গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমার এই অট্টালিকা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, ইহার গবাক্ষসমূহ মুক্তাময়, ইহার প্রাঙ্গনভূমি চন্দ্রকান্ত নির্ম্মিত, ইহার গৃহ সমূহ পদ্মরাগ ও নীলকান্তমণি প্রভায় উদ্ভাসিত, ইহার স্তম্ভ সকল প্রবাল রচিত ও ভিত্তি স্ফটিকময়ী। ইহাতে মহামূল্য আসন, রমণীয় পর্য্যঙ্ক, সুরম্য রতিশালা, অশ্বশালা ও শত শত দাস দাসী বিরাজিত রহিয়াছে। ইহার কোন স্থানে কিঙ্কিণী বাজিতেছে, কোথাও শিখিগণ কেকা রব করিতেছে, কোথাও পারাবতকুল কূজন করিতেছে, কোথাও সারী শুক গান করিতেছে, কোথাও মরালমিথুন ক্রীড়া করিতেছে, ও কোথাও মাল্য গন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমরগণ মধুর গুঞ্জন করিতেছে। সর্ব্বথা এই হর্ম্ম্য সুখসম্পন্ন ও দ্বিতীয় কমলালয়সদৃশ ধনধান্য সমৃদ্ধ হইলেও, কেবল সন্তান বিহনে, ইহা আমার সুখকর হইতেছে না। অয়ি কান্তে! অপুত্রকের জীবনে ধিক্, ও তাহার সৌধসৌন্দর্য্যাদি যাবতীয় ঐশ্বর্য্যেও ধিক্, যদি এ বিষয়ে কোন উপায় তোমার জানা থাকে, তবে বল।

তচ্ছ্রবণে পতিব্রতা যক্ষিণী কনককুণ্ডলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে নাথ! আপনি জ্ঞানবান হইয়াও কি জন্য অজ্ঞানের ন্যায় খেদ করিতেছেন। এই চরাচর মধ্যে উদ্যোগী পুরুষের কিছুই

দুর্লভ নাই। ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিলে, শীঘ্রই মন-স্কামনা পূর্ণ হয়। হে কান্ত! কাপুরুষগণই দৈবকে কারণ বলিয়া থাকে, কিন্তু প্রাক্তন কর্ম্ম ভিন্ন, দৈব একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। অতএব সেই কর্ম্মশান্তির জন্য, পুরুষকার অবলম্বন করিয়া, সর্ব্বকারণের কারণ স্বরূপ ঈশ্বরে প্রণিধান করা, সমস্ত মনুষ্যের কর্ত্তব্য। হে প্রিয়! মহেশ্বরের প্রতি যাহার ভক্তি আছে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, ধন, অলঙ্কার, হর্ম্ম্য, গজ, অশ্ব, সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষ এই সমস্তই হস্তগত। তাঁহার কৃপা বলে নারায়ণ জগ-তের পালনকর্ত্তা, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ লোকপাল হইয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহে নিঃসন্তান শিলাদ মুনি, মৃত্যুঞ্জয় পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনু-কম্পায় অন্ধক নামক অসুর, ভৃঙ্গী হইয়া গণপতি পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি প্রসন্ন হইলে, এমনকি বাঙ্ম-নোতীত মোক্ষপদও প্রদানে সমর্থ। অতএব হে নাথ! যদি আপনি সর্ব্বজনহিতকারী প্রিয়পুত্র লাভ করিতে, ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বান্তঃকরণে সেই শঙ্করের শরণা-গত হউন।

ভার্য্যার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সঙ্গীতজ্ঞ যক্ষরাজ পূর্ণভদ্র একাগ্রচিত্তে গীতবিদ্যা দ্বারা মহেশ্বরের আরাধনা করত কিয়দ্দিবসের মধ্যে, ভগবান্ নাদেশ্বরের প্রসাদে, সেই পত্নীর গর্ভে একটী পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ঐ পুত্রের নাম “হরিকেশ” রাখিলেন। মদন-

সুন্দর পূর্ণচন্দ্রানন হরিকেশ দিনদিন শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। যক্ষদম্পতি পুত্র লাভে পরমানন্দে বহুধন বিতরণ করিয়া সর্ব্বদা সহর্ষে দিনপাত করিতে লাগিলেন। ঐ হরিকেশ, অষ্টমবর্ষ হইতেই সর্ব্বক্ষণ শিবারাধনায় আসক্ত থাকিতেন। কি ক্রীড়াকালে, কি আহারে, কি গমনে, কি শয়নে সকল সময়েই তিনি শিবনাম স্মরণ ও সর্ব্বত্রেই শিবরূপ দর্শন করিতেন। রাত্রিকালে নিদ্রিত হইয়াও, কখন কখন "হে ত্রিনয়ন !" কোথায় যান, ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুণ" এই বলিয়া সহসা জাগরিত হইতেন। পিতা পূর্ণভদ্র পুত্রের এইরূপ চেষ্টা দেখিয়া, একদা হরিকেশকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—বৎস হরিকেশ! তুমি এক্ষণে বালক, এখন তোমার বিদ্যাভ্যাসের সময়, এ সময় তুমি ঐ রূপ অনাবিষ্ট হইলে, কখনই বিদ্যার্জ্জন হইবে না ; অতএব তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাসে আসক্ত হও। আর এই যে আমার, স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধন, নানা জাতীয় রত্ন, অশ্ব, হস্তী, যান বাহনাদি ঐশ্বর্য্য, সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ, এ সকলই তোমার। তুমি সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিয়া, উত্তম ভোগসুখে দিনযাপন পূর্ব্বক বৃদ্ধ বয়সে ঐ রূপ ভক্তিযোগ অবলম্বনে, শঙ্করারাধনায় নিযুক্ত হইও; উহা বাল্যাবস্থার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে।

পিতার এতাদৃশ নির্ব্বন্ধাতিশয্যতাদর্শনে, বালক হরিকেশ, সেই বাল্যাবস্থাতেই গৃহত্যাগ করিয়া, ভ্রমণ

করিতে করিতে; বারাণসীপুরীতে আগমন করিলেন। এবং তথায় মনঃসংযমপূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন।

তৎপরে কিছু কাল অতীত হইলে, একদা ভগবান ভবানীপতি, পার্ব্বতীর সহিত আনন্দকাননে প্রবিষ্ট হইয়া, উদ্যান শোভাসন্দর্শন ও নানাবিধ কথোপকথন করিতে করিতে, বন মধ্যে একটী অশোকতরুমূলে দেখিলেন—হরিকেশ, নির্ব্বাত-নিষ্কম্প-শরীরে তপস্যা করিতেছে। তাহার স্নায়ু, শুষ্ক হইয়াছে, চর্ম্মদ্বারা কেবল অস্থিচয় আচ্ছাদিত রহিয়াছে মাত্র, শরীরে মাংস, শোণিতও বসা কিছু মাত্র নাই; সমস্তই মহাশঙ্খেরন্যায় শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেবল সত্ত্বগুণে তাহার, প্রাণবায়ুকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার নিমেষউন্মেষ সঞ্চারে জীব বলিয়া অনুমান হইতেছে। তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যে, নিরাকার নিরাকাঙ্ক্ষ সাক্ষাৎতপস্যাই, যেন, কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে মনুষ্যাকারে তপস্যা করিতেছে।

অনন্তর অপ্রাপ্ত বয়স্ক হরিকেশকে এবম্বিধ ঘোর তপস্যাচারী দেখিয়া, গিরিরাজতনয়া, ভক্ত বৎসলা, ভগবতী, মহেশ্বরকে কহিলেন—হে নাথ! এই যক্ষ বালক তোমাতেই চিত্ত, জীবন ও কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া তীব্র তপস্যায় দেহ শোষণ করিয়া তোমার শরণাগত হইয়াছে; অতএব নিজভক্তকে বরপ্রদানে অনুগৃহীত করুণ।

তাহাতে পার্ব্বতীশ, হরিকেশকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন—হে যক্ষ! তুমি মদীয়বরে আমার এই প্রিয় ক্ষেত্রের দণ্ডধর হইলে। তুমি অদ্য হইতে এই স্থানে থাকিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবে। তোমার নাম "দণ্ডপাণি" হইল। ক্ষেত্রস্থ উৎকটগণ তোমার শাসনে থাকিবে; মনুষ্য মধ্যে যথার্থ নামধারী সম্ভ্রম ও উদ্‌ভ্রম নামক গণদ্বয় সর্ব্বদা তোমার অনুশরণ করিবে। তুমি কাশীবাসী লোকের অন্তিম কালে, তাহাদের গলে নীলরেখা, হস্তে সর্পকঙ্কণ, কপালেনয়ন, পরিধানে চর্ম্ম, বৃষ বাহনে গমন, বামভাগে বামনয়না, মস্তকে জটাজূট, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম ও চন্দ্রকলা বিধান করিয়া, ভূষিত করিয়া দিবে। তুমি কাশীবাসীগণের অন্নদাতা, প্রাণ দাতা, জ্ঞানদাতা ও মন্মুখ-নির্গত-উপদেশ-বলে মুক্তি দাতা হইয়া, সত্মতি বিধান করিবে। তুমি পাপী দিগকে বহু বিঘ্ন প্রদান পূর্ব্বক ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া, ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে ও ভক্তগণকে ক্ষণ মধ্যে দূরদুরান্তর হইতে আনয়ন করিয়া মুক্তি প্রদান করিবে। হে যক্ষরাজ! এই ক্ষেত্র তোমার সম্পূর্ণ অধীন হইল, এখানে মদীয় ভক্তমাত্রেই, অগ্রে তোমার পূজা করিয়া, আমার অর্চ্চনা করিবে; নতুবা মুক্তি পাইবেনা। তুমি কি দেব, কি মনুষ্য, কি প্রমথ, সকলেরই অগ্রে পূজনীয় হইবে। হে দণ্ডপাণে! তুমি আমার সম্মুখে, দক্ষিণ দিকে, দুষ্টের দণ্ডবিধান ও শিষ্টের অভয়

দান পূর্ব্বক অবস্থান কর। তখন যক্ষ, নেত্র উন্মীলন করিয়া, উদয় সূর্য্য-সন্নিভ ভগবান ত্রিলোচনকে সম্মুখে দর্শন করিয়া, পুলকিত চিত্তে বহুবিধ স্তব পাঠান্তে বলিলেন, হে শম্ভো, হে শঙ্কর, শশিখণ্ডশেখর! আপনার জয় হউক। ভবদীয় করকমল স্পর্শে, আমার দেহ সুধাসিক্ত হইল॥

জ্ঞানবাপী বর্ণন।

পুরাণ শাস্ত্রে মহাদেবকে যে, অষ্টমমূর্ত্তি বলিয়া কথিত আছে, এই জ্ঞানদায়িনী, জ্ঞানবাপী, তাঁহারই জলময় মূর্ত্তি। অপরন্তু শিবশব্দের অর্থ "জ্ঞান" এই তীর্থে সেই জ্ঞানই. ভগবানের ইচ্ছায় সলিল ভাবে অবস্থিত। এই জন্য ইহার অপর নাম "জ্ঞানোদ" হইয়াছে। ইহার উৎপত্তিও মহিমা কথিত হইতেছে।

পূর্ব্বে দেবযুগে যখন সমুদ্র ভিন্ন জলাধিক্য বিস্তার ছিল না, যখন নদীর উৎপত্তি হয় নাই, স্নান পানাদিতে যখন জলের আবশ্যতা হইত না, সেই সময়ে দিক্পালাগ্রগণ্য ঈশানদেব যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে ২ এই সংসারাবর্ত্ত পতিত জীবের তরণীস্বরূপ, জন্ম-মৃত্যু-ক্লেশ-ক্লিষ্ট জীবের বিশ্রামভবনতুল্য, সচ্চিদানন্দ-নিলয়, অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসীতে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—ব্রহ্মাদি দেবগণ, অমর, সিদ্ধ, যোগী, ঋষি ও প্রমথগণ অর্চ্চিত জ্যোতির্ম্মালামণ্ডিত বিশ্বনাথ মহালিঙ্গ বিরাজ পাইতেছেন। গন্ধর্ব্ব, চারণ,

অপ্সর, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ, সকলেই স্ব স্ব মানসপ্রসন্নতাভিধেয় উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া, পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে তিনিও এই মহালিঙ্গকে শীতল জল দ্বারা স্নান করাইতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তন্নিকটে জল না থাকায়, ঐ রুদ্রমূর্ত্তি ঈশান, স্বকীয় করস্থিত ত্রিশূল দ্বারা, তাঁহার দক্ষিণ ভাগে অনতি দূরে একটী কূপ খনন করিলেন। সেই কূপ হইতে তখন অপর্য্যাপ্ত জল উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি ঐ জল দ্বারা সহস্রধারা কলসে, হৃষ্টচিত্তে সহস্রবার সেই মহালিঙ্গকে স্নান করাইলেন।

অনন্তর বিশ্বলোচন বিশ্বাত্মা বিশ্বেশ্বর, এই স্বচ্ছ, নির্ম্মল, সুগন্ধি, স্নিগ্ধকারী, সুখকারী, শীতল ও জাড্যাপহারী জলে স্নাত হইয়া, প্রসন্নতার সহিত, রুদ্রমূর্ত্তি ঈশানকে বলিলেন, হে সুব্রত! তোমার এই অলৌকিক কার্য্যে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, তুমি কি বর প্রার্থনা কর? তাহা শুনিয়া ঈশান বলিলেন, হে দেবেশ! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যদি আপনার বরের যোগ্যপাত্র মধ্যে গণ্য হই, তবে হে শঙ্কর! এই তীর্থ, ভবদীয়বরে জগতের অতুলনীয় হউক। বিশ্বেশ্বর তদুত্তরে বলিলেন যে—ত্রিভুবন মধ্যে যততীর্থ আছে, তৎসমুদয়, হইতে ইহা প্রধান ও শিবতীর্থ নামে খ্যাত হইবে। ইহাতে আমি (জ্ঞান) সলিল ভাবে অবস্থিত রহিলাম, এজন্য ইহার নাম "জ্ঞানোদ"

বা জ্ঞানবাপী হইল। ইহার দর্শনে সর্ব্বপাপমোচন স্পর্শনে অশ্বমেধযজ্ঞেরফল লাভ হইবে। ইহাতেই ফল্গু তীর্থ স্নানাদি, ইহাতেই পুষ্কর তীর্থ তর্পণাদি, ইহাতেই গয়া শ্রাদ্ধাদি, এবং ইহাতেই কুরুক্ষেত্রস্থ রামহ্রদ পিণ্ড-দানাদি কার্য্যফল নিহিত হইল। ইহার দর্শন, স্পর্শন, জলপান অথবা ইহাতে স্নান করিলে ভূত প্রেতাদির উৎপীড়ন, এবং সর্ব্ব প্রকার গ্রহদোষ শান্তি হইয়া, মনুষ্য চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া বিশ্বনাথ তথায় অন্তর্হিত হইলেন।

সদ্যঃ শুদ্ধিকর অনেক তীর্থ আছে; কিন্তু তাহারা এই জ্ঞানবাপীর ষোড়শাংশের একাংশও নহে॥

অবিমুক্তেশ্বরাবির্ভাব।

পুরাকালে পাদ্মকল্পে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, ষষ্টিবর্ষ ব্যাপিয়া সর্ব্বলোকভয়ঙ্করী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাতে নিখিল প্রাণী উৎপীড়িত হইল। গ্রাম, নগর, প্রান্তর, ভূধর, কানন, সর্ব্বস্থানই প্রাণীশূন্য হইতে লাগিল। প্রাণ রক্ষার্থ ইতর প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল। মর্ত্ত লোকের অনিষ্টাপাত সূচনা হইলে ব্রহ্মার সৃষ্টি চেষ্টা বিফল হইতে লাগিল। তিনি মহাচিন্তান্বিত হইয়া ভাবিলেন, এই প্রজাক্ষয়ে যজ্ঞাদি কার্য্যলোপ হইবে, তাহাতে যজ্ঞভুক্ দেবগণও ক্ষীণ প্রায় হইবেন। কি উপায়ে রাজ্য রক্ষা ও প্রজা-রক্ষা হয়। জগদ্‌যোনি ব্রহ্মার এইরূপ চিন্তামগ্নাবস্থায়,

দেখিলেন—মনুবংশীয় রাজা রিপুঞ্জয়, এই কাশী ক্ষেত্রে নিশ্চলেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা করিতেছেন। তিনি ঐ রাজার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন—বৎস! আমি তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, তুমি এই কানন, ভূধর, নদ, নদী সম্বলিত সসাগরা ইলাবর্ষের একেশ্বর অধিপতি হইয়া রাজত্ব কর। তোমাকে নাগরাজবাসুকি, রূপলাবণ্যবতী অনঙ্গমোহিনীনাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিবেন। হে মহা- মতে! মদীয়বরে যাবতীয় দেবগণ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া রত্ন ও পুষ্পরাশি অর্পণ করিবেন এই জন্য তোমার নাম দিবোদাস হইবে। ২২,70।

রাজা রিপুঞ্জয়, এই প্রকারে প্রজাপতির নিকট হইতে, অযাচিত বর প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে বহুবিধ স্তব স্তুতি করিয়া কহিলেন—হে মহামান্য পিতামহ! আপ- নার আজ্ঞা শিরোধার্য্য বটে, কিন্তু আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। যদি আমায় পৃথিবীপতি হইয়া প্রজাপালন করিতে হয়, তবে সমস্ত দেবগণ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করুন, নচেৎ রাজ্য নিঃস্বপত্ন হইয়া প্রজা লোক দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।

প্রজাপতি তদ্বাক্য আকর্ণন করিয়া, রাজারিপু- ঞ্জয় কে, "তথাস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তদনন্তর রাজা দিবোদাস তৎক্ষণাৎ পটহ দ্বারা ঘোষণা করিয়া দিলেন—যে আমার রাজত্বকাল উপ-

স্থিত, এ হেতু সমস্ত দেবগণ স্বর্গে ও নাগগণ নাগলোকে গমন করুন এবং মনুষ্যগণ সুস্থ হউক।

এই বৃত্তান্ত বিশ্বেশ্বরকে অবগত করাইবার জন্য, যখন প্রজাপতি, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন বিশ্বনাথ অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—হে জগদ্যোনি! মন্দর পর্ব্বত বহুকাল হইতে আমার জন্য তপস্যা করিতেছে, চল—"আমরা তথায় যাইয়া তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ করি" তাহাতে সম্মত হইয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণপতি ও সূর্য্যদেব প্রভৃতি সকল দেবগণ স্বস্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া মন্দরাচলে গমনোন্মুখ হইলেন। ইত্যবসরে বিশ্বনাথ, সাধকগণকে সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদানার্থ, কাশীমৃত জন্তুদিগকে মোক্ষ দিবার জন্য ও এই অবিমুক্তক্ষেত্র রক্ষার জন্য, ব্রহ্মার [illegible]গোচরে, একটী লিঙ্গস্থাপন করিয়াছিলেন, ঐ লিঙ্গের নামই অবিমুক্তেশ্বর। যেহেতু পিণাকপাণি ভগবান, মন্দরাচলে গমন করিলেও এই অবিমুক্তক্ষেত্রকে একেবারে ত্যাগ করেন নাই, অর্থাৎ ইহা হইতে তিনি সম্পূর্ণ বিমুক্ত বা বিযুক্ত হয়েন নাই।

অতঃপর পার্ব্বতীনাথ সগণে মন্দরশৈলে উপস্থিত হইয়া তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, বরপ্রদানে উদ্যত হইলেন। পর্ব্বতরাজ, সম্মুখে সগণ বেষ্টিত মহেশ্বরকে অবলোকন করিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া পুনঃ ২ প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, হে লীলাবিগ্রহধারিন্! প্রণতৈক-কৃপানিধে, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপী, শরণাগতপালক!

যদি এই যাচক পাষাণময়কে বরপ্রদান করা, আপনার অভিমত হয়, তবে, অদ্য হইতে আমার মস্তকোপরি উমার সহিত সপরিবারে বাস করুন, কারণ আমি আপনার বিহারনগরী কাশীর ন্যায় হইতে ইচ্ছা করিয়াছি।

ইহা শুনিয়া সর্ব্বাভীষ্টদাতা শম্ভু, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণার্থ যখন চিন্তা করিতেছেন, সেই সময়ে, ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন হে প্রভো! আমি ভবদীয় অনুগ্রহে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত আছি, কিন্তু পৃথিবীতে ষষ্ঠী বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় প্রজা নষ্ট এবং অতীব অরাজকতা ঘটিয়াছিল। তদ্দৃষ্টে আমি, মনুবংশীয় রিপুঞ্জয় নামক রাজর্ষিকে, প্রজাপালনের জন্য রাজত্বে অভিষিক্ত করিয়াছি। অভিষেক কালে ঐ মহাবীর্য্য, মহাতপা, রাজর্ষি আমাকে এই প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ করেন, "যে যদি আপনার আজ্ঞায় আমার রাজত্বকালে দেবগণ মর্ত্তলোক ত্যাগ করিয়া স্বর্গেবাস করেন, নাগগণ নাগলোকে থাকেন, তবে রাজত্ব করিব নচেৎ নহে।" আমি তাঁহাকে "তথাস্তু" বলিয়াছি। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। ইহাতে ভবানীনাথ, বিধিরও গৌরব রক্ষা করিলেন এবং চারুকন্দর শোভিত মন্দর পর্ব্বতকে নির্ম্মল বোধে তাহারও প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া, সগণে সানন্দে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে ক্ষেত্ররক্ষার্থ যে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ স্থাপিত হইয়া ছিল, স্বয়ং বিশ্বনাথও তাঁহার অর্চ্চন

করিয়া ছিলেন। অবিমুক্তেশ্বর স্পর্শে পাঁচ জন্ম কৃত পাপ রাশি ধ্বংস হয়। ইহাঁর নাম শ্রবণে জন্মদ্বয়ার্জ্জিত পাপ নাশ হয়। ইনিই ভক্তি মুক্তি দাতা আদি লিঙ্গ। ইহার পূর্ব্বে কেহ কোন লিঙ্গাকার অবগত ছিল না ও কোন লিঙ্গান্তরের উৎপত্তিও হয় নাই।

দিবোদাস রাজার বৃত্তান্ত ও বিশ্বনাথের কাশীবিরহ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভগবান ভবানীপতি বিশ্বনাথ, এই অবিমুক্তক্ষেত্রে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ সংস্থাপন করিয়া, শৈলেশ্বর মন্দরাচলের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য, সগণে সেই শৈলশিখরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা দিবোদাস, প্রজাপতির নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া, বারাণসীতে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া, সর্ব্বদা সদানুষ্ঠান তৎপর ও ধর্ম্মাচারী হওত, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি দুষ্টের নিকট সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও শিষ্টের নিকট সৌম মূর্ত্তি হইয়া প্রীতি সম্পাদন করিতেন। তপঃ প্রভাবে তিনি সমস্ত দেবগণেরই রূপধারণ করিতে পারিতেন। তজ্জন্য দেবতারা তাঁহাকে স্তব ও ভজনা করিতেন। কি বিদ্যাধর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি নাগ, কি রাক্ষস, ও কি দৈত্য সকলেই তাঁহার সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়া সংত্রস্ত্য ভাবে বশীভূত হওত, তাঁহার আরাধনা করিতেন। তাঁহার রাজত্ব

মধ্যে কেহই নির্ধন বা দরিদ্র ছিল না, কেহই স্বধর্ম্ম বা স্বকীয় উপজীবিকাত্যাগী ও পরধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ছিল না। কেহই অপুত্রক, অদাতা, হিংস্রক, পাষণ্ড বা ভণ্ড, ও অধর্ম্মাচারী ছিল না। রাজ্যের সকল স্থানেই বেদ ধ্বনি, শাস্ত্রালাপ, সদালাপ, মঙ্গলগীতি এবং বীণা, বেণু মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যের সুমধুর ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইত। যজ্ঞ ভিন্ন সোমপান, অথবা মাংস ভক্ষণ প্রথা প্রচলিত ছিল না। গৃহস্থগণ আতিথ্য ধর্ম্মাভিজ্ঞ, সর্ব্ব শাস্ত্র পারদর্শীও সৎকর্ম্মানুষ্ঠায়ী ছিলেন। বানপ্রস্থীরা বনবাসী হইয়া বেদোচিত পথের অনুসরণ করিতেন। যতিরা সঙ্গ ও স্ত্রী পরিহারপূর্ব্বক বাক্য, মন ও শরীরের প্রভুত্ব প্রাপ্তে নিস্পৃহ হইয়া থাকিতেন। রাজ্য মধ্যে সকলেই গুরুজনসেবা, দেবার্চ্চনা, উপবাস ব্রত ও তীর্থসেবা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিত। এ কারণ দেবগণ বহুতর অনুসন্ধান করিয়াও, অশেষ গুণাধার পুণ্য কর্ম্মা সেই রাজার অপকার করিবার কোন রূপ ছিদ্র পাইলেন না।

তৎপরে দেবগুরু বৃহস্পতির সহিত পরামর্শ করিয়া, প্রজাবর্গের সহিত, রাজা দিবোদাসের অকৌশল, ও ভেদজ্ঞান জন্মাইবার জন্য, ইন্দ্র প্রমুখ সমস্ত দেবগণ, অগ্নিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন—হে হব্যবাহন! আপনি স্বকীয় মর্ত্ত্য মূর্ত্তি, দিবোদাসের রাজ্য হইতে অপসারিত করুন; তাহাতে প্রজা গণের অন্ন্যভাব নিব-

দ্ধন হব্য কব্য ক্রিয়া বিলুপ্ত হইলে, তাহারা রাজার প্রতি বিরক্ত হইবে। রাজা, প্রজাদিগের, বিরাগ ভাজন হইলে, তাঁহার বহুক্লেশ অর্জ্জিত ও রাজশব্দ নিরর্থক হইবে। যেহেতু বিরক্ত প্রজাগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত রাজার, কোষ, দুর্গ ও বল সম্পত্তি থাকিলেও, নদী কুলস্থিত বৃক্ষের ন্যায় সত্বর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

অগ্নিদেব, দেবরাজ ইন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ত্বরায় পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলেন। রাজা দিবোদাস মধ্যাহ্ন সময়ে উপাসনা ও সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া, ভোজন গৃহে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, তদীয় পাচকগণ ভয়বিহ্বল চিত্তে, কম্পমানকলেবরে, কৃতাঞ্জলিপুটে, নিবেদন করিল—হে তেজোজিতানল, নরনাথ! আমরা আপনার ক্ষমার পাত্র, অতএব কোন বিষয়ে আমাদিগের দোষ গ্রহণ করিবেন না। ভগবন্! আপনার দুঃসহ প্রতাপ সহ্য করিতে অপারগ হইয়া, কিম্বা অন্য কোনরূপে ভবদীয় অহিমানভিজ্ঞ হইয়া, অগ্নিদেব পাকশালা পরিহার পূর্ব্বক, কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, তদভাবে কোনও প্রকারই পাককার্য্য হয় নাই। মহারাজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আমরা সূর্য্যতেজে কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, আজ্ঞা হয়ত, তাহা আনয়ন করি।

রাজা পাচকবাক্য শ্রবণে, বিবেচনা করিলেন ইহা নিঃসন্দেহ দেবগণের কার্য্য। পরে ক্ষণকাল চিন্তা করত

দেখিলেন, অগ্নি কেবল তদীয় পাকশালা ও জঠরগুহা পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি সমস্ত পৃথিবী ত্যাগ করিয়া স্বর্লোকে গমন করিয়াছেন। তখন ভাবিলেন, ইহা উত্তম হইয়াছে, যে হেতু এতদ্দ্বারা দেব গণেরই অনিষ্ট ভিন্ন, আমার কোন অপকার হইবে না।

ক্রমে ক্রমে জনপদবাসী ও পুরবাসীগণ আসিয়া, রাজসভায় যথোচিত উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক, রাজানুগৃহিত ও সমাদৃত হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে; রাজা, তাহাদিগের অবয়ব অবলোকনে মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন—হে পৌর ও জনপদবাসী গণ! তোমরা ভয় প্রাপ্ত হইও না; যদিচ দেবগণ আমার অপচিকীর্ষু হইয়া, অগ্নিকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন, তথাপি আমার ইহাতে কিছুই পরাভব হয় নাই। হে প্রকৃতিপুঞ্জ! পূর্ব্বে আমি এ সম্বন্ধে একপ্রকার অভিলাষ করিয়াছিলাম। অদ্য তাহা পুনর্ব্বায় স্মরণ হইল। অগ্নিপ্রস্থান করিয়াছেন, উত্তমই হইল, এক্ষণে বায়ু, বরুণ, চন্দ্র ও সূর্য্য সকলেই সত্বর অন্তর্হিত হউন। আমি তপস্যা বলে প্রজাগণের আনন্দবর্দ্ধন শস্য উৎপাদন, বহ্নিরূপে পাককার্য্য, যজ্ঞকার্য্য ও দাহকার্য্য সম্পাদন, অন্তর্ব্বহিশ্চর বায়ুরূপে জীবের জীবন রক্ষণ, অথবা জল রূপে প্রাণীবর্গের জীবন ধারণ করিব। ত্রিভুবনে তপস্যায় সিদ্ধ না হয়, এমন কিছুই নাই।

পৌর ও জানপদবর্গ, মহাতেজা রাজা দিবোদাসের

এবংবিধ বাক্যামৃত আকর্ণণ করিয়া সানন্দহৃদয়ে প্রসন্নমুখে রাজাকে অভিবাদন করিয়া স্বস্বআলয়ে প্রস্থান করিল।

এ দিকে মহাদেব, সমুচ্চ মন্দর শিখরে অসামান্যকান্তিশালীরত্নরাজি-সুশোভিত-মন্দিরে, দেবগণে বেষ্টিত থাকিয়াও, একমাত্র কাশীবিরহে সর্ব্বদাই ব্যাকুলিত হইতে লাগিলেন। তিনি স্বকীয় বিরহসন্তাপ দূরীকরণার্থ শরীরে চন্দনলেপন করিবামাত্র তাহা শুষ্ক হইতে লাগিল, কোমল মৃণাল বলয়ধারণে, তাহা সর্প রূপে পরিণত হইল, ভালস্থ পূর্ণশশধর, তাঁহার তীব্র সন্তাপে ক্ষীণদেহ হইয়াগেল, জটাজূটস্থ স্বচ্ছতোয়া সুর নদী হীনগতি হইয়া গেলেন। যিনি সর্ব্বদাই গরল ধারণেও সন্তপ্ত হন না, এখন কাশীবিরহে তাঁহার অলঙ্কার সুধাকরের সুধাময় কিরণেও, তিনি ক্লেশানুভব করিতে লাগিলেন। যিনি কৃপা করিলে, সংসারের তাবৎ ভ্রম নাশ হয়, তিনি এখন বিরহ যাতনায় ভ্রান্ত হইয়া, পুষ্পমালাকে সর্পবোধ করিতে লাগিলেন, কখন কখন প্রলাপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন "পূর্ব্বে যে দক্ষ যজ্ঞে সতী বিরহে আমার সন্তাপ হইয়াছিল, হায়! কাশী বিরহযাতনা এক্ষণে তদধিক বোধ হইতেছে।" "হে পাপনাশিনী কাশি! তোমার বিরহানল, মদীয় ললাটস্থ শশিকিরণে, ঘৃতসম্পৃক্ত বহ্নিরন্যায় প্রদ্ভূত বৃদ্ধি পাইতেছে।"

জগন্মাতাপার্ব্বতী, তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, হে নাথ! মহাপ্রলয় হইতে রক্ষাকরণার্থ, আপনি যে কাশীকে নিজ ত্রিশূলাগ্রে স্থাপন করিয়াছেন, এক্ষণে চলুন তথায় গমন করি। এই মন্দরাদ্রি পরমসুন্দর হইলেও, আমার প্রীতিপ্রদ হইতেছে না। হে ভবভয়নাশন! সংসারে কত শত সমৃদ্ধিশালী, মনমুগ্ধকরী, নগরী আছে, কিন্তু আপনার রাজধানী কাশীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে, তাহাদিগকে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে আমি সর্ব্বসন্তাপ নাশনী, শান্তিদায়িনী কাশীতে আসিয়াই, জন্মভূমি স্নেহ বিস্মৃত হইয়াছিলাম, এক্ষণে ঐ কাশী বিরহে, জন্ম ভূমি-বিরহ-জনিত-সন্তাপও, প্রবলতর হইতেছে। অতএব যাহাতে আমরা সত্বর সেই আনন্দেকাননে পুনরায় যাইতেপারি, শীঘ্র তাহার উপায় বিধান করুন।

বিশ্বনাথ, ভগবতীর এই প্রকার অমৃতায়মান বচন শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রিয়ে! তুমি আমার স্বভাব পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছ, আমি কখনই অন্যোপভুক্ত বস্তুগ্রহণ করি না! রাজা দিবোদাস এক্ষণে প্রজাপতির বরে কাশীশ্বর হইয়া, ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালক হইয়াছেন। তাঁহাকে ধর্ম্মস্খলিত করিতে না পারিলে, রাজ্য চ্যুত করিতে পারিব না, সুতরাং তাঁহার অধীন হইয়া কাশীতে অবস্থান নিতান্ত লজ্জাকর বোধ হইতেছে।

ইহার কোনই উপায় দেখিতেছি না। এই বলিয়া কিঞ্চিৎ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

চতুঃষষ্ঠী যোগিনীর আবির্ভাব।

যৎকালে ফণিভূষণ, ত্রিনয়ন, ভবানীপতি কাশী বিরহে উন্মনায়মান হইয়া, রাজাদিবোদাসকে রাজ্য চ্যুত করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতেছিলেন, ঐ সময়ে তদীয় পুরোভাগে স্বকার্য্য সাধন ক্ষমা, গজাননা, সিংহমুখী, গৃধ্রান্যা, কাকতুণ্ডিকা, হয়গ্রীবা, উষ্ট্রগ্রীবা, বারাহী, শরভাননা, উলূকিকা, শিবারাবা, ময়ূরী, বিকটাননা, অষ্টবক্ত্রা, কোটরাক্ষী, কুব্জা, বিকটলোচনা, শুষ্কোদরী, কালী, কপালহস্তা, কপোতিকা, কেকরাক্ষী, কোটরী, কামাক্ষী, কটুপূতনা, লোলজিহ্বা, অশ্বদংষ্ট্রা, বানরাননা, বৃহত্তুণ্ডা, বসাধরা, বৃহৎকুক্ষী, বৃষাননা, ব্যাত্তাস্যা, ব্যোমৈকচরণা, বিদ্যুৎপ্রভা, বলাকাস্যা, রুক্ষাক্ষী, রক্তাক্ষী, রক্তপায়িনী, সুরাপ্রিয়া, শুকী, শ্যেনী, শিশুঘ্নী, শবহস্তা, সর্পাস্যা, শোষণীদৃষ্টি, পাশহস্তা, প্রচণ্ডা, পাপহন্ত্রী, প্রেতবাহনা, দণ্ডহস্তা, দন্দশূককরা, চণ্ডবিক্রমা, গর্ত্তভক্ষা, অস্ত্রমালিনী, স্থূলকেশী, স্থূলনাসিকা, ক্রোঞ্চী, মৃগশীর্ষা, মার্জ্জারী, মৃগাক্ষী, মৃগলোচনা, ধূম্রনিশ্বাসা, ঊর্দ্ধদৃক্, তাপনী অট্টাট্টহাসা নাম্নী প্রৌঢ়া যোগিনীগণকে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর বিশ্বনাথ পার্ব্বতীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে—হে যোগিণীগণ! তোমরা শীঘ্র

কাশীধামে গমনপূর্ব্বক যোগবলে মায়াবিনী হইয়া, রাজা দিবোদাসকে ধর্ম্মচ্যুত করিয়া, যাহাতে আমি পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় কাশীতে একেশ্বর হইয়া অবস্থান করিতে পারি তাহার উপায় কর।

যোগিণীগণ মহেশ্বরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, সানন্দিত অন্তঃকরণে মায়াবলে স্ব স্ব রূপ অন্তর্হিত করত ধূর্ত্তবেশে কাশীতে প্রবেশ করিলেন। কেহ যোগিনী, কেহ মালিনী, কেহ ব্যালগ্রাহিনী, কেহ তপস্বিনী, কেহ সৈরিন্ধ্রী, কেহ নর্ত্তকী, কেহ গায়কী, কেহ উন্মত্তা, কেহ গুটিকাসিদ্ধিদায়িনী, কেহ পাদুকাসিদ্ধিদা, কেহ জল-স্তম্ভনপারগা, কেহ অগ্নিস্তম্ভনকুশলা, কেহ গণকপত্নী, কেহ নরসুন্দরপত্নী ও কেহ ষট্‌কর্ম্মসাধিকা প্রভৃতি নানারূপ বেশভূষা ও বহুরূপা এবং বহুগুণা হইয়া; কাশীস্থ সকল গৃহস্থের গৃহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একবৎসর কাল অতীত হইলেও তাঁহারা রাজা দিবোদাসের অনিষ্টাকাঙ্ক্ষায় ছিদ্র প্রাপ্ত হইলেন না। প্রভু কার্য্য অসম্পন্ন রাখিয়া, অকৃতকৃত্যাবস্থায় মন্দর গমন শ্রেয়স্কর নহে, এই বিবেচনায় তাঁহারা কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহারা ইহাও অবগত ছিলেন যে, কাশীনাথ, কখনই কাশীত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে অবস্থান করিতে পারিবেন না। এক সময়ে অবশ্যই তিনি এই অবিমুক্তক্ষেত্রের আধিপত্য প্রাপ্ত হইবেন। তখন তাঁহারা এই চতুর্ব্বর্গ ফলদায়িনী কাশী

ও কাশীনাথ উভয়েই প্রাপ্ত হইবেন। ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

লোলার্ক আবির্ভাব।

পূর্ব্বোক্ত যোগিণীগণ অকৃতকার্য্যা হইয়া কাশীতে অবস্থান করিতেছেন ইহা জানিতে পারিয়া, ভগবান সতীনাথ সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিয়া দিবোদাসের পাপ বুদ্ধি প্ররোচনার্থ কাশীধামে প্রেরণ করিলেন। তিনিও তদনুসারে কখন বেদ-বিধি-বিহিত-ব্রাহ্মণ, কখন বৈশ্য, কখন শূদ্র, কখন গৃহস্থ, কখন ব্রহ্মচারী, কখন বাণপ্রস্থী, কখন প্রব্রজ্যাশ্রমী, কখন সর্ব্ব বিদ্যানিপুণ ও কখন বা সর্ব্বজ্ঞ সাজিয়া সাধারণের চিত্ত বিস্ময়পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই রাজা দিবোদাসের ছিদ্র দেখিতে না পাইয়া বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন।

তাঁহাকে অকৃতকার্য্য বোধে পাছে মহেশ্বর কোপানলে দগ্ধ করেন, এই ভয়ে তন্নিকটে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া, দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হওত, লোলার্ক, উত্তরার্ক, সাম্বাদিত্য, দ্রৌপদাদিত্য, ময়ূখাদিত্য, অরুণাদিত্য, গরুড়াদিত্য, খখোল্কাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য, কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য ও গঙ্গাদিত্য নামে অভিহিত হইয়া, কাশীধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কাশীদর্শনে দিবাকরের, চিত্তলোল বা শিথিল হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহার নাম লোলার্ক হয়। এই অসিসঙ্গমস্থ লোলার্কতীর্থ, যাবতীয় তীর্থের শিরোভাগ।

উত্তরার্ক উপাখ্যান।

কাশীর উত্তরদিকে অর্কনামক যে কুণ্ড আছে, তাহাতেই উত্তরার্কনামক সূর্য্য অবস্থিত। পূর্ব্বে আত্রেয় বংশ সম্ভূত শুভব্রত নামক এক পরম ধার্ম্মিক, সদানুষ্ঠানতৎপর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সুলক্ষণা নাম্নী তাঁহার এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। ঐ কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে, শুভব্রত ও তদীয় পত্নী অকালে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। পিতৃমাতৃহীনা, নিঃসহায়া সুলক্ষণা, সংসারকে অসার ভাবিয়া, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে এই উত্তরার্কে ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত সময়ে বিশ্বনাথ পার্ব্বতী সহ তথায় উপস্থিত হইয়া বরদানে উদ্যুক্ত হইলে; ঐ সুলক্ষণা নিজ সাহায্যকারিণী এক ছাগীর প্রতি অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। উমাপতি, সুলক্ষণার ঈদৃশী নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা দর্শনে, দয়াদ্র হইয়া দুইটী বর প্রদান করেন। একবরে ছাগী, কাশীরাজতনয়ারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বিষয় সুখ ভোগ করত, অন্তে নিত্যানন্দনির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হয় ও অপর বরে ঐ ব্রাহ্মণসুতা সুলক্ষণা পার্থিব শরীরেরই দিব্য বসনভূষণেবিভূষিতা হইয়া পার্ব্বতীর সখিত্ব পদ লাভ করিয়াছিল॥

সাম্বাদিত্য মাহাত্ম্য।

বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমদিকে স্বাম্বকুণ্ড, ইহা বাসুদেবতনয় স্বাম্বকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে

একদা মহামুনিনারদ কৃষ্ণতনয়গণকে দর্শনার্থ দ্বারকাতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সূর্য্যসন্নিভ দেহকান্তি সন্দর্শনে, যাদব তনয়গণ সভীতান্তঃকরণে সকলেই তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিয়াছিলেন, কেবল দেহ শোভাভিমানী সাম্ব, তাঁহাকে অভিবাদনাদি কিছুই না করিয়া, বরং উপহাস করিয়াছিলেন। এই কোপে কুপিত হইয়া দেবর্ষিনারদ ষড়যন্ত্র বিধানে, নারায়ণের দ্বারা সাম্বকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থরূপে অভিশপ্ত্য করেন। তদনন্তর ঐ শাপ বিমোচনার্থ, সাম্বকে, কাশীস্থ আদিত্যের আরাধনা করিবার আদেশ হয়। তিনিও তদনুযায়ী বারাণসীতে সাম্বকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া বহুকাল তথায় সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা, শাপমুক্ত হওত, উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সাম্বকুণ্ডে স্নান ও সাম্বাদিত্যের পূজা করিলে, মানব সর্ব্ব প্রকার রোগ বিমুক্ত হয় এবং কখনও দুঃখে পতিত হয় না॥

দ্রৌপদ্যাদিত্য, ময়ূখাদিত্য, গরুড়েশ্বর ও খখোল্কাদিত্য বৃত্তান্ত।

স্বধর্ম্মপরায়ণা, পাঞ্চালরাজ-সুতা-দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী সহকারে বনবাস কালে, সূর্য্যদেবের আরাধনা করায়, দিবাকর, তাঁহাকে একটী পাকস্থালী ও একখানি হাতা দান করিয়া, এই বর দিয়াছিলেন, যে একবার, যাবৎ তুমি ভোজন করিবে, তাবৎ যত ব্যক্তিই ক্ষুধিত হইয়া আসুক না, সকলেই এই স্থালীজাত অন্নে তৃপ্তি

লাভ করিবে। অপর বরে তুমি শ্রীবিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে, আমার সম্মুখে অধিষ্ঠান করিবে, তাহাতে সকলে শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিলে প্রিয়জন বিরহ দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে এবং কদাপি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইবে না। ইহারই নাম দ্রৌপদাদিত্য লিঙ্গ।

পূর্ব্বকালে ত্রিভুবন খ্যাত পঞ্চনদ তীর্থে দেব-দিবাকর ভগস্তীশ্বর শিবলিঙ্গ ও মঙ্গলাগৌরী নামক দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় দারুণ তপস্যা করিয়াছিলেন। যথাকালে উমাপতি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া এই বরপ্রদান করেন যে—তপস্যাকালে আকাশপথে তোমার ময়ূখচয়ই দৃষ্ট হইয়াছিল, দেহ লক্ষিত হয়নাই বলিয়া, অদ্যাবধি তোমার ময়ূখাদিত্য নাম হইল। তোমার অর্চ্চনায় লোকের ব্যাধি ভয় থাকিবে না। যে ব্যক্তি এই লিঙ্গের পূজা করিবে তাহার সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হইবে।

পূর্ব্বে দক্ষপ্রজাপতি কদ্রু ও বিনতা নামক কন্যা দ্বয়কে কশ্যপসহ বিবাহ দিয়াছিলেন। একদা ঐ স-পত্নীদ্বয় ক্রীড়া কৌতুক করিতে২করিতে, দিবাকর রথস্থ উচ্চৈঃশ্রবার স্বাভাবিক বর্ণ কি? তদ্বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বিনী হইয়া, এই শপথ করেন, যে—"যাহার মত, মিথ্যা হইবে, তাহাকে অপরের দাসীত্ব স্বীকার করিতে হইবে।" পরে ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য অবধারণ জন্য, উভয়ে আকাশ পথে গমন করিলেন,

কিন্তু কদ্রুর ষড়যন্ত্রে তদীয়া সর্প সন্তানগণ পূর্ব্বেই উচ্চৈঃশ্রবাকে বিষুফুৎকার দ্বারা বিবর্ণ করিয়া ছিল। তাহাতে কদ্রুর মত সত্য ও বিনতার মত অসত্য প্রমাণী কৃত হইল। সুতরাং বিনতা, কদ্রুর দাসীত্ব স্বীকার করিয়া, সন্তপ্তাবস্থায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। এক দিবস বৈনতেয় গরুড় মাতাকে অশ্রুপূর্ণ নয়না ও বিষণ্ণা দেখিয়া, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিনতা এই সমস্ত বিষয়, আনুপূর্ব্বিক তাঁহাকে জানাইলেন এবং প্রতিনিয়ত তিনি যে সপত্নীর দাসীত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধা থাকিয়া, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহাও তাহাকে অবগত করাইলেন। পক্ষীরাজ গরুড়, তদাত্মজগণের শঠতার বিষয় কর্ণগোচর করিয়া, কোপান্বিত হইয়া বলিলেন—মাতঃ আপনি এই দণ্ডেই বিমাতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, যে, আপনার দাসীত্ব মোচনার্থ, কোন প্রতিমূল্যদ্রব্য তিনি লইতে স্বীকৃতা আছেন কি না? তিনি আপনার দাসীত্ব মোচনের জন্য, যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাকে তাহা দিতে প্রস্তুত আছি।

তদনুসারে বিনতা, কদ্রু ও তৎসন্তানগণকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা পরামর্শ করিয়া, বিমাতারদাসীত্ব মোচনার্থ, স্বর্গীয় অমৃত প্রাপ্তীর আকাঙ্ক্ষা করিল। গরুড় এই কথা শ্রবণ মাত্র আকাশ পথে উড্ডীন হইয়া স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়নের জন্য প্রস্থান

করিলেন। অমৃতান্বেষী পক্ষিরাজ গরুড় নিজ বুদ্ধি মত্তাপ্রভাবে ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র আকারে, ঘূর্ণায়মান অমৃতচক্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃত আহরণ পূর্ব্বক, নিজালয়াভিমুখে আগমনকালিন, দেবগণের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে তাঁহার অতুল পরাক্রম ও যুদ্ধ নৈপুণ্যতা দর্শনে, নারায়ণ তদুপরি সন্তুষ্ট হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করত তাঁহাকে দুইটীবর দিয়াছিলেন, একবরে, গরুড় নারায়ণের বাহন হইয়াছিলেন এবং অন্যবরে নাগ গণকে অমৃত দেখাইয়া, স্বজননীর দাসীত্ব মুক্ত করত উহা দেবগণকে প্রত্যর্পণ করেন।

তদনন্তর বৈনতেয় নিজ জননীর পরামর্শে, তচ্ছকারে এই আনন্দকানন কাশীধামে আগমন পূর্ব্বক গরুড়েশ্বর ও খখোল্কনামক দুইটী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। ভগবান ভূতনাথ তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিয়াছিলেন যে তৎপ্রতিষ্ঠিত এই গরুড়েশ্বর লিঙ্গের পূজা করিলে মানব, তত্ত্ববোধ লাভ করিবে। আর খখোল্কাদিত্যের আরাধনায় সকলপাপ ও রোগ নির্ম্মুক্ত হইবে।

অরুণাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য, কেশবাদিত্য, বিমলাদিত্য, গঙ্গাদিত্য ও যমাদিত্য বৃত্তান্ত।

পূর্ব্বে ঋষিবর কশ্যপ স্বভার্য্যাকদ্রুতে শতপুত্র ও বিনতাগর্ভে উলুক, অরুণ ও গরুড় নামে তিনটী পুত্র

উৎপাদন করিয়াছিলেন। বিনতার প্রথম অণ্ডজপুত্র উলুক জন্মান্ধ হওয়ায়, রাজ্য প্রাপ্তির অযোগ্য বিধায় এবং তৎকালিন স্বপত্নী পুত্রগণকে, মাতৃক্রোড়ে পুলকিত তনুতে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া, ঈর্ষাপরতন্ত্রা হইয়া, দ্বিতীয় অণ্ডটীর অপকাবস্থায়, তাহা ভগ্ন করিয়াছিলেন। ঐ অণ্ড মধ্যে যে সন্তান জন্মিয়াছিল তাহার তখন উরু পর্য্যন্তও উৎপন্ন হয় নাই। তজ্জন্য তাহাকে অনুরু নামে অভিহিত করিলেন। ঐ অনুরু অণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া নিজ জননীর অনবধানতাদর্শনে, রাগান্বিত হওত, তাঁহাকে কহিয়াছিলেন যে, আপনি যেরূপ হিংসার বশীভূত হইয়া, আমার অবয়ব সৌষ্ঠবের অগ্রেই, অণ্ডভগ্ন করিয়াছেন, তদনুযায়ী আপনাকে স্বপত্নীর দাসীত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইবে এবং যত দিন আপনার এই তৃতীয় অণ্ড হইতে, উপযুক্ত সন্তান বহির্গত না হয় ততদিন আপনার দাসীত্ব মোচন হইবে না। ঐ তৃতীয় অণ্ডজাত গরুড়ই আপনার এই দাসীত্ব মোচনের হেতু হইবে। এই বলিয়া অনুরু কাশীতে আগমন পূর্ব্বক এক সূর্য্য বিগ্রহ স্থাপন করিয়া, তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি জননীকে শাপপ্রদান কালে কোপাবিষ্ট হওত অরুণ বর্ণ হইয়াছিলেন; তজ্জন্য তাঁহার নাম অরুণ হইয়াছিল; এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গই অরুণাদিত্য। তপঃ নিষ্ঠার সম্পূর্ণ কাল আগমনে সূর্য্য তাহাকে এই বর দিয়াছিলেন যে—হে অনুরো! তুমি অদ্যাবধি জগত

মঙ্গলার্থে, আমার রথে অবস্থান কর এবং কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের উত্তরদিকে এই ত্বৎপ্রতিষ্ঠিত লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে মানব দারিদ্রদুঃখ ও শারীরিকপীড়া হইতে মুক্তি লাভ করিবে। এই বলিয়া তিনি অরুণকে নিজ রথে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন।

পুরাকালে এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বৃদ্ধহারীত নামে একতপস্বী, নিজ তপঃ সিদ্ধির নিমিত্ত, বিশালাক্ষীর দক্ষিণভাগে এক সূর্য্যবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অতি ভক্তি সহকারে, সূর্য্যোপাসনায় আসক্ত থাকায়, ভগবান দিবাকর তাঁহাকে, এই অভিলষিত বরপ্রদান করেন যে— অশেষ দুঃখদায়িনী জরা, তোমাকে কখনই আক্রমণ করিতে পারিবে না। তুমি চির যৌবন প্রাপ্ত হইয়া মনানন্দে সর্ব্ব শুভপ্রদ, সর্ব্বার্থসিদ্ধিদায়ক, তপস্যার অনুষ্ঠান করহ। আর আমি এই তোমার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে বৃদ্ধাদিত্য নামে অবস্থান করিলাম যে ব্যক্তি এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, জরা তাহাকে কখন দুর্গতি প্রদান করিতে পারিবে না।

একদা অংশুমালী হিমকর আকাশচারী হইয়া, ভগবান আদিকেশবকে ভক্তিভাবে শিবলিঙ্গের পূজা করিতে দেখিয়া, তৎসন্নিকটে আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, হে বিশ্বম্ভর, জগন্নাথ! আপনিই সমস্ত জগতের মূল কারণ, আপনিই জগদাধার ও জগত্তাপনাশক; তবে কি জন্য এবং কাহার আরাধনা করিতেছেন? ভগবান

নারায়ণ তচ্ছ্রবণে, সঙ্কেত দ্বারা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন—যিনি নীলকণ্ঠ, সতীনাথ এবং সকল কারণের কারণরূপী, সেই মহাদেবই একমাত্র পূজনীয়। যাঁহার আরাধনা বলে, শ্বেতকেতু, ভৃঙ্গী ও শিলাদ পুত্রগণ মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়াছেন। যিনি ত্রিপুরনাশক ও জীবগণের সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক এবং ভববন্ধন মোচক, তাঁহার আরাধনাই পরমযোগ, পরমজ্ঞান ও পরমতপস্যা। অতএব তুমি মদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিয়া শিবলিঙ্গের আরাধনা কর। দিবাকর এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া একটী স্ফটিকময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আদিকেশবের উত্তরদিকে অবস্থিত হইলেন। তাঁহারই নাম* কেশবাদিত্য। মানব কাশীধামে পাদোদক তীর্থে অভিষেকাদি ও যাবতুদক কার্য্যসমাপন করিয়া ঐ কেশবাদিত্যকে দর্শন করিলে আজন্মসঞ্চিত পাপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়।

পূর্ব্বকালে পর্ব্বত প্রদেশে বিমল নামে এক ক্ষত্রিয় থাকিতেন। তিনি জন্মান্তরীণ পাপ প্রভাবে কুষ্ঠ রোগী হইয়া, আত্মীয়স্বজন, বিষয়বৈভব পরিত্যাগ করত, কাশীতে সূর্য্যোপাসনা দ্বারা রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর প্রভাকরের নিকট এই বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে, ভগবান অমেয়াত্মন বিমলাদিত্য নামে অবস্থিত হইয়া, ভক্তগণের বংশাবলীকেও কুষ্ঠরোগ নির্মুক্ততা ও দারিদ্র্য-সন্তাপ-নাশকতা প্রদান করিতে লাগিলেন।

যৎকালে ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করেন, ঐ সময়ে দিনমনি, গঙ্গারস্তব করিবার জন্য বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে গঙ্গাদিত্য নামে বিগ্রহ মূর্ত্তিতে অবস্থিত হইয়াছিলেন। এবং অদ্যাবধিও সেইভাবে গঙ্গাকে সম্মুখে রাখিয়া গঙ্গা ভক্তদিগের বরপ্রদ হইয়া, রাত্রিদিন গঙ্গার স্তব করিতেছেন। ইহাঁর উপাসনায় জীবের দুর্গতি ও রোগ নাশ হয়।

যমেশ্বরের পশ্চিমেও বীরেশ্বরের দক্ষিণে, পূর্ব্বে বৈবস্বত যম, স্নাত হইয়া স্বহস্তে ঐ যমেশ্বর শিবলিঙ্গও যমাদিত্য নামক সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। ইহার আরাধনায় ভক্তের যমযাতনা ও যমলোক দর্শন নিবারিত হয়। যমতীর্থে স্নান করিয়া, যমেশ্বরকে দর্শন করত, যমাদিত্যকে নমস্কার করিলে, পিতৃঋণ মোচন এবং তথায় শ্রাদ্ধাদিকার্য্য, গয়াপিণ্ডদান তুল্য সমফলদায়ী হয়॥

দিবাকর অকৃতকার্য্য হইয়া এই দ্বাদশ উপলক্ষ ক্রমে। দ্বাদশাদিত্য নামে অভিহিত হইয়া কাশীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

দশাশ্বমেধ বর্ণণ ও ব্রহ্মেশ্বর উৎপত্তি।

এদিকে মন্দরভূধরবাসী ভগবান্ মহেশ্বর সূর্য্যের প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া, নিতান্ত বিকলচিত্তে, কাশী সম্বাদ জানিবার জন্য, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে প্রেরণ করিলেন। তিনিও তদনুযায়ী অতি শীঘ্র কাশীতে আসিয়া, আপ-

নাকে কৃতার্থ, ও সফল মনোরথ বোধ করিলেন। ব্রহ্মা কাশীদর্শনে আনন্দিত হইয়া, বৃদ্ধব্রাহ্মণের বেশধারণ পূর্ব্বক, রাজা দিবোদাসের সভায় উপনীত হওত, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা দিবোদাস অভ্যুত্থান ও আসনাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের সৎকার করিয়া, আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দ্বিজরূপধারী বিধাতা কহিলেন—হে অরাতিনিসূদন! তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমাকে সবিশেষ অবগত আছি। আমি বহুতর যুদ্ধ বিজেতা, যাজ্ঞিক, জিতেন্দ্রিয়, জিতষড়বর্গ, সুশীল, সাত্বিক, বিদ্বান, রাজনীতিজ্ঞ, দয়াদাক্ষিণ্যাধার ও সত্য ব্রতপরায়ণ, রাজাকে দেখিয়াছি। কিন্তু তোমার ন্যায় কাহাকেও প্রজানুরঞ্জক, ব্রাহ্মণসদয়, ও তপস্যানুষ্ঠায়ী দেখি নাই। হে মহারাজ! আমার বিবেচনায় এ সংসারে তোমার মত ধন্য পুরুষ নাই; কারণ তুমি জন্মান্তরীণ পুণ্যপ্রভাবে ইহজন্মে দ্বিতীয় কাশীনাথের ন্যায়, এই ত্রিজগন্মান্যা পুরীর পালক হইয়াছ। সম্প্রতি আমি মহারাজের হিতার্থ ভূরিদক্ষিণ যাগের অভিলাষ করিয়াছি, যদি আপনার অভিমত হয়, তবে অবশ্য তাহার অনুষ্ঠানে অগ্রসর হউন। রাজা দিবোদাস এই বৃদ্ধের বাক্যাবসানে তাঁহাকে বলিলেন হে দ্বিজবর! আপনার বাক্য আমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, আমাকে আপনার দাস বলিয়া জানুন। আপনার যজ্ঞার্থ, যাহা যাহা আবশ্যক সকলই আমার কোষাগার হইতে লইয়া যান। আপ-

নাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। আমিও পূর্ব্বে এই রূপ কৃত সঙ্কল্প ছিলাম যে, যদি কেহ আমার নিকট আসিয়া আমার প্রাণ পর্য্যন্তও প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে বিমুখ করিব না। অদ্য আমার মনোরথ সফল হইল।

এইরূপে রাজা দিবোদাস কর্ত্তৃক, সাহায্য কৃত হইয়া ব্রহ্মা, এই কাশীতে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞীয় হোমের ধূমরাশি অন্তরীক্ষে উঠিয়া আকাশকে যে নীলবর্ণ করিয়াছিল, অদ্যাবধি সেইরূপই আছে। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলকে দশাশ্বমেধ তীর্থ কহে। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম "রুদ্র সরোবর ছিল। ব্রহ্মা যজ্ঞান্তে ঐ স্থানে দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর নামক দুইটী শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং রাজা দিবোদাসের কোন দোষ না পাইয়া, অত্র স্থানেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই দশাশ্বমেধে অবগাহন, জপ, দান, হোম, বেদপাঠ, দেব-পূজা, সন্ধ্যা বন্দনা, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি যে কোন সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, সকলেই অক্ষয়ফলপ্রদ ও তাহাতে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। কাশীতে যে স্থানকে অন্তর্গৃহের দক্ষিণ দ্বার বলে, তথায় বিরাজিত ব্রহ্মেশ্বরের দর্শনে, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। দশ জন্মার্জ্জিত পাপনাশিনী দশ-হরা তিথিতে দশাশ্বমেধে স্নান করিলে, আর যমযাতনা ভোগ করিতে হয় না। গঙ্গার পশ্চিমতটে ভগবান দশ-

হরেশ্বর বিরাজিত আছেন। তাঁহাকে নমস্কার করিলে জীবের দুর্দ্দশা অপনোদন হয়।

গণ অর্থাৎ প্রমথ (শিবপারিষদ) প্রেষণ ও পিশাচমোচন বৃত্তান্ত।

মহামতি মহামহেশ্বর, ব্রহ্মার প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া, উদ্বিগ্নচিত্তে কাশীর সম্বাদ আনয়নার্থ স্বানুচর প্রমথগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ শঙ্কুকর্ণও মহাকালকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—হে প্রমথগণ! তোমরা থাকিতে, আমি কাশীর রাজা দিবোদাসের, যোগিণীগণের, দিবাকরের এবং ব্রহ্মার কোন সম্বাদই জানিতে পারিলাম না, ইহা অতি লজ্জার কথা। তোমরা আমার কার্ত্তিকও গণপতি হইতে ভিন্ন নহ, অতএব তোমরা উভয়ে কাশীতে গমন করত, শীঘ্র তত্রত্য সম্বাদ আনয়ন কর।

অহো মোহের মোহিনী শক্তি ও ভাগ্যের বৈপরীত্য বড়ই অদ্ভুত! দেখ মূঢ়গণ মোক্ষভূমি কাশীকে পাইয়াও পরিহার করে। শঙ্কুকর্ণও মহাকাল শিবাদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক, কাশীতে আগমনমাত্রে, ইন্দ্রজালিক-মায়াবদ্ধেরন্যায় মোহিত হইয়া, বিশ্বেশ্বরের নৈর্ঋত কোণে শঙ্কুকর্ণ স্থাপিত, শঙ্কুকর্ণেশ্বর ও মহাকালের স্থাপিত, মহাকালেশ্বর নামক দুইটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় তপাসক্ত হওত, অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই শঙ্কুকর্ণেশ্বরের পূজা করিলে, জঠরযন্ত্রণা

দূর হয় এবং মহাকালেশ্বরের আরাধনায় কাল ভয় নিবারণ হয়।

দ্বিতীয়তঃ—মহাদেব, ঘণ্টাকর্ণ ও মহোদর নামক দুইটী প্রমথকে কাশীতে প্রেরণ করেন। তাঁহারাও ঐ রূপ বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বদিকে ঘণ্টাকর্ণেশ্বর ও তৎপূর্ব্বে মহোদরেশ্বর নামক দুইটী শিব লিঙ্গ স্থাপন করিয়া; অদ্যাবধি তথায় অবস্থান করিতেছেন। ঘণ্টাকর্ণেশ্বর সন্নিহিত ঘণ্টাকর্ণ কুণ্ডে নিমগ্ন হইয়া, বিশ্বেশ্বরের ধ্যান করিলে, এখনও শিবপূজার ঘণ্টানিনাদ শ্রবণ করা যায়। এই তীর্থে পিতৃগণ সর্ব্বদাই নিজ অধস্তন পুরুষের হস্তে তিলোদক প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

তৃতীয়তঃ—মহেশ্বর, উদ্যমকেই দৈবজেতা বিবেচনা করত, সোমনন্দী, নন্দিষেণ, কাল, পিঙ্গল ও কুক্কুট নামক অপর পঞ্চ প্রমথকে কাশীতে পাঠাইয়া ছিলেন। তাঁহারাও রাজা দিবোদাসের ছিদ্রান্বেষণে অকৃতকার্য্য হইয়া, সোমনন্দীশ্বর, তদুত্তরে নন্দিষেণেশ্বর, গঙ্গারপশ্চিমোত্তরে স্থাপিত কালেশ্বর, তদুত্তরে পিঙ্গলেশ্বর ও কুক্কুটেশ্বর নামক স্ব স্ব নামধেয় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাশীতে অবস্থিত হইয়াছেন।

এই রূপে ভগবান ভবানীনাথ প্রেরিত—কুম্ভোদর নামক প্রমথ হইতে, লোলার্ক সন্নিধানে কুম্ভোদরেশ্বর, ময়ূর নামক প্রমথ হইতে, লোলার্কদিত্যের পশ্চিমস্থ অসি সন্নিকটে ময়ূরেশ্বর; বাণ নামক প্রমথ হইতে,

ময়ূরেশ্বরের পশ্চিমে বাণেশ্বর ; গোকর্ণ প্রমথ হইতে, অন্তর্গৃহের পশ্চিমদ্বারে গোকর্ণেশ্বর, তারকপ্রমথ হইতে, জ্ঞানবাপীর নিকটে তারকেশ্বর ; তিলপর্ণ হইতে, তিলপর্ণেশ্বর ; স্থূলকর্ণ হইতে, তিলপর্ণেশ্বরের নিকটে স্থূল কর্ণেশ্বর ; তৎপশ্চিমে-দৃমিচণ্ড নামক প্রমথ স্থাপিত, দৃমিচণ্ডেশ্বর ; প্রভাময় হইতে, প্রভাময়েশ্বর ; হরিকেশ কাননে, সুকেশগণস্থাপিতসুকেশেশ্বর ; ভীমচণ্ডীর সমীপে বিন্দত প্রমথ হইতে, বিন্দতীশ্বর ; পিত্রীশ্বর শিবলিঙ্গের সন্নিধানে, ছাগ নামক প্রমথ হইতে, ছাগেশ্বর ; পিঙ্গলাক্ষ নামক শিব পারিষদ হইতে, কপর্দ্দীশ সমীপে পিঙ্গলাক্ষেশ্বর ; বীরভদ্র হইতে, অবিমুক্তেশ্বর মহাদেবের পশ্চাদ্ভাগে বীরভদ্রেশ্বর ; কিরাত হইতে, কেদারেশ্বরের দক্ষিণ ভাগে, ভক্তাভয়প্রদ কিরাতেশ্বর ; শ্রীমান চতুর্ম্মুখ নামকগণ হইতে, বৃদ্ধকালেশ্বরের নিকটে, চতুর্ম্মুখেশ্বর ; নিকুম্ভ হইতে, কুবেরেশ্বরের নিকটস্থ নিকুম্ভেশ্বর ; পঞ্চাক্ষ হইতে, বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে, পঞ্চাক্ষেশ্বর, ভারভূত হইতে অন্তর্গৃহের উত্তরদ্বারে, ভারভূতেশ্বর ; ত্র্যক্ষ নামকগণ হইতে, ত্রিলোচনের সম্মুখে, ত্র্যক্ষেশ্বর ; ক্ষেমক নামকগণাধিপতি দ্বারা, ক্ষেমেশ্বর ; লাঙ্গলী নামক গণ হইতে, বিশ্বেশ্বরের উত্তরে, লাঙ্গলীশ্বর ; দণ্ডপানির নৈঋতভাগে বিরাধ নামকগণ হইতে, বিরাধেশ্বর ; পিলিপিলাতীর্থে সুমুখনামকগণ হইতে, সুমুখেশ্বর ; ভারভূতেশ্বরের উত্তরে, আষাঢ়ী

নামকগণ হইতে, আষাঢ়ীশ্বর এবং কপর্দ্দীন নামক শিব পারিষদ হইতে, ভগবান পিত্রীশের উত্তর ভাগে বিমলোদককুণ্ড ও কপর্দ্দীশ শিব লিঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছিল।

পুরাকালে বাল্মিকী নামক একজন পরমশৈব এই কপর্দ্দীশ্বরের অর্চ্চনায় নিমগ্ন ছিলেন। একদা তিনি অগ্রহায়ণ মাসে উক্ত বিমলোদকতীর্থে মধ্যাহ্ন স্নানান্তে, ভস্ম বিভূষিত হইয়া; মাধ্যাহ্নিকাদি নিত্য ক্রিয়া সমাধা করত; "নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র জপ ও মহাদেবের ধ্যান এবং প্রণাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ঐ সরোবর তীরে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময়ে সহসা একভীষণাকার রাক্ষস আসিয়া নিবেদন করিল, হে ভগবন-তাপসবর! যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই দারুণ রাক্ষসযোনি হইতে উদ্ধার করেন, তবে জগতে চিরকাল আপনার সুকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; এবং আমিও যত্র তত্রস্থায়ী হইলেও চিরকাল আপনার দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিব। পূর্ব্বে আমি গোদাবরী তীরস্থ প্রতিষ্ঠান দেশে বাস করিতাম। আমি ব্রাহ্মণ, তীর্থ স্থানে প্রতিগ্রহ করিতাম, সেই কর্ম্মফলে ঈদৃশ পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। একদা সূর্য্যোদয় কালে সন্ধ্যাবিধি-বর্জ্জিত, মলমূত্র-ত্যাগান্তে শৌচাচমন শূন্য, এক ব্রাহ্মণ কুমারকে দেখিয়া, ভোগ বাসনায় তচ্ছরীরে প্রবিষ্ট হইলাম। কিন্তু হে মুনে! আমার অভাগ্য বশতঃ সেই ব্রাহ্মণতনয় অর্থলোভে, কোন একজন

বণিকের সহিত এই কাশীধামে প্রবেশ করিয়াছে; সুতরাং আমি তাহা হইতে বহির্গত হইয়া, অদ্যাবধি তৎপ্রতীক্ষায় অতিক্লেশে দিনযাপন করিতেছি। অদ্য একজন চীরধারী সন্ন্যাসী-মুখ-বিনিসৃত বিঘ্নহারী পবিত্র শিব নাম শ্রবণে, মদীয় পাপ দূরীভূত হওয়ায়, এই পুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। হে কৃপালো! আপনি আমাকে মুক্ত করুন।

রাক্ষসের সকরুণ বাক্য আকর্ণণ করিয়া, বাল্মিকী তাহাকে উদ্ধার হেতু, বিমলোদক কুণ্ডে স্নান পূর্ব্বক, কপর্দ্দীশ লিঙ্গকে দর্শন করিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু ঐ পাপাত্মা, জলজন্তুর আক্রমণ আশঙ্কায় তাহাতে অপারগ হওয়ায়, তিনি তল্ললাটে বিভূতি প্রক্ষণ করিয়াদিলেন, তদনন্তর ঐ রাক্ষস বিমলোদকে স্নান ও কপর্দ্দীশ দর্শনে রাক্ষসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া, দিব্য দেহ প্রাপ্তে বিমানারোহণে পবিত্র মার্গ অনুসরণ করিল। তজ্জন্য এই তীর্থকে পিশাচমোচন তীর্থ কহিয়া থাকে। প্রতিগ্রহাদি পাপ এই তীর্থ সেবায় দূরীভূত হয়॥

গণেশের প্রাদুর্ভাব।

বিশ্বেশ্বরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ঢুণ্ঢিবিনায়ক অবস্থিত। ঢুঁঢ়ি (ঢুন্ঢ) ধাতুর অর্থ অন্বেষণ। পুরুষার্থেই যাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হয়, তিনিই ঢুণ্ঢি বিনায়ক। শিব পারিষদ প্রমথগণ, কাশী সম্বাদ সংগ্রহার্থ কাশীতে আগমন করিয়া, তথায় অবস্থান করিতে লাগিল; ভূতনাথ

মহেশ্বর ইহা জানিতে পারিয়া, গজাননকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন পুত্র! তুমি এই স্থান হইতে কাশী যাও, তথায় থাকিয়া গণ সমূহের সহিত মদীয় কার্য্য সিদ্ধির জন্য যত্ন কর "আমাদের বিঘ্ন পরিহার এবং রাজাদিবোদাসের বিঘ্ন উৎপাদন কর।" এই বলিয়া, কাশীতে প্রেরণ করিলেন। স্থিতিবেত্তাগণপতি, ধূর্জ্জটির আদেশ মস্তকে লইয়া, মূষিক আরোহণ পূর্ব্বক, মহেশ্বরের কাশী আগমনের উপায় চিন্তা করিতে২ মন্দরাচল হইতে, অবিলম্বে বারাণসীতে উপস্থিত হওত, ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক চারিদিকে শুভ লক্ষণ দর্শন করিয়া পুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি বৃদ্ধ দৈবজ্ঞবেশে প্রতি অন্তঃপুরে বিচরণ পূর্ব্বক, স্বয়ং নিশাভাগে নগরবাসীদিগকে স্বপ্ন দর্শন করাইয়া, প্রভাতে তাহার যথার্থ দোষ গুণ ব্যাখ্যা করত, সকলের প্রীতি বিধান করিতে লাগিলেন।

এই রূপে বিঘ্নরাজ বহুতর দুঃস্বপ্নের কথা বলিয়া নগরবাসীগণের মন উচ্চাটন করিতে লাগিলেন। তিনি কাহারও সম্মুখে গ্রহগতি দেখাইয়া বলিতেন, এই যে শুক্র, শনি ও মঙ্গল তিন গ্রহ একরাশিতে অবস্থান করিতেছে, ইহা শুভ জনক নহে। এই যে ধূমকেতু সপ্তর্ষি মণ্ডল ভেদ করিয়া পশ্চিমদিকে গমন করিতেছে, ইহাতে রাজার বিনাশ ঘটিবে। এই রূপে নানাবিধ প্রত্যক্ষ ফল, গণনা করায়, ঐ বৃদ্ধ দৈবজ্ঞ অচিরে রাজ্ঞীগণের শ্রদ্ধার পাত্র হইলেন।

এক দিবস রাজ্ঞী লীলাবতীর মুখে, ঐ দৈবজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা শ্রবণ করিয়া, রাজা দিবোদাস, তাঁহাকে আনয়নার্থ একজন বিচক্ষণাদাসীকে প্রেরণ করিলেন। তদনুযায়ী বিঘ্ননাশন-গণপতি বৃদ্ধদৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণবেশে দাসী সমভিব্যাহারে রাজভবনে উপনীত হইলেন। রাজা অশেষ বিধ যত্ন, শ্রদ্ধা ও সম্মান পূর্ব্বক, সমাদরে তাঁহাকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইলেন এবং তিনিও চতুর্ব্বেদোক্ত আশীর্ব্বাদবাক্যে, রাজার অভিনন্দন করিলেন। সে দিবস রাজা দিবোদাস এই ব্রাহ্মণের গণনা দক্ষতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পর দিন পুনরায় তাঁহাকে আনয়ন করাইয়া, স্বকীয় মনোভাব ও আকস্মিক চিত্ত চাঞ্চল্যতার কারণ জিজ্ঞাসা করায়; তিনি কহিলেন, হে মহাবুদ্ধিসম্পন্ন নৃপতে! আমি সত্য বলিতেছি আপনি সর্ব্বতোভাবে সৌভাগ্যশালী মহাপরাক্রান্তবীর; এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রও আপনকার সদৃশ, পূণ্যবান, যশস্বী ও বুদ্ধিমান নহেন। আপনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, প্রসন্নতায়-সুধাকর, তেজে সূর্য্য, প্রতাপে অগ্নি, বলে প্রভঞ্জন, ধনদানে কুবের, শাসনে রুদ্র, ক্ষমাগুণে পৃথিবী, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র, উদারতায় হিমালয় ও রাজ্যপালনে সাক্ষাৎ মনু। হে রাজন্! আজ হইতে অষ্টাদশ দিবসে, উত্তর দেশ হইতে কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া আপনাকে দিক্ষিত করিবেন; আপনি তদনুযায়ী কার্য্য করিলে, সফল মনোরথ হইবেন।” এই

কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, বিদায় গ্রহণে স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। রাজাও তাহা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

অনন্তর বিঘ্নরাজ আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করত, স্বকীয় দেহ বহু প্রকারে বিভক্ত করিয়া, কাশীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে নিম্ন লিখিত সপ্ত আবরণস্থিত ষষ্ঠপঞ্চাশৎ মূর্ত্তিই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

প্রথমাবরণস্থিত অষ্ট বিনায়ক—অসিসঙ্গমস্থ অর্ক-বিনায়ক, দক্ষিণে দুর্গ বিনায়ক, ভীমচণ্ডী সমীপে ভীম-চণ্ড, পশ্চিমে-দেহলী, বায়ু কোণে উদ্দণ্ড, উত্তরে পাশ-পাণি, বরণাসঙ্গমে খর্ব্ব ও যমতীর্থের পশ্চিমে সিদ্ধি বিনায়ক।

দ্বিতীয় আবরণস্থিত অষ্ট বিনায়ক—অর্কবিনায়কের উত্তরে, লম্বোদর বিনায়ক; দুর্গ বিনায়কের উত্তরে, কুট-দন্ত; ভীমচণ্ড বিনায়কের ঈশাণে, শালকটঙ্কট; দেহলী বিনায়কের পূর্ব্বে, কুষ্মাণ্ড; উদ্দণ্ডের অগ্নিকোণে, মুণ্ড; পাশপাণির দক্ষিণে, বিকটদ্বিজ; খর্ব্ববিনায়কের নৈঋতে, রাজপুত্র; ও রাজপুত্র বিনায়কের পশ্চিমে, প্রণবগণেশ

তৃতীয়াবরণস্থিত অষ্ট বিনায়ক—লম্বোদর বিনায়-কের উত্তরে, বক্রতুণ্ড; কুটদন্তের উত্তরে, একদন্ত; শাল-কটঙ্কটের ঈশাণে, ত্রিমুখ; কুষ্মাণ্ডের পূর্ব্বে, পঞ্চাস্য; মুণ্ড গণেশের অগ্নিকোণে, হেরম্ব; বিকটদন্তের পশ্চিমে,

বিঘ্নরাজ ; রাজপুত্রের নৈঋতে, বরদ ; ও প্রণবগণেশের দক্ষিণে, মোদক প্রিয় গণেশ।

চতুর্থাবরণস্থিত অষ্ট বিনায়ক—বক্রতুণ্ড গণেশের উত্তরে, অভয়দ; এক দন্তের উত্তরে, সিংহতুণ্ড; ত্রিমুখের ঈশানে, কুনিতাক্ষ ; পঞ্চাস্যের পূর্ব্বে, ক্ষিপ্রপ্রসাদন ; হেরম্বের অগ্নিকোণে, চিন্তামণি; বিঘ্নরাজের উত্তরে, দণ্ড হস্ত; বরদ গণেশের নৈঋতে, পিচিণ্ডিল ও মোদকপ্রিয়; গণপতির দক্ষিণে, উদ্দণ্ডমুণ্ড বিনায়ক।

পঞ্চমাবরণস্থিত অষ্ট বিনায়ক—অভয়প্রদ গণেশের উত্তরে, স্থূলদন্ত ; সিংহতুণ্ডের উত্তরে, কলিপ্রিয় ; কুনিতাক্ষের ঈশানে, চতুর্দ্দন্ত ; ক্ষিপ্রপ্রসাদনের পূর্ব্বে, দ্বিতুণ্ড ; চিন্তামণির অগ্নিকোণে, জ্যেষ্ঠ ; পিচিণ্ডিলের দক্ষিণে, কাল বিনায়ক ; উদ্দণ্ডমুণ্ডের দক্ষিণে, নাগেশ ; ও যমতীর্থের উত্তরে, মিত্রগণপতি।

ষষ্ঠাবরণস্থিত অষ্ট বিনায়ক—কাশীর পূর্ব্বদিকে, মণিকর্ণ গণপতি ; অগ্নিকোণে, আশাবিনায়ক ; দক্ষিণে, সৃষ্টিবিনায়ক ; নৈঋতে, যক্ষবিঘ্নেশ্বর ; পশ্চিমে, গজকর্ণ গণপতি; বায়ুকোণে, চিত্র-ঘণ্ট-গণেশ, উত্তরে স্থূল-জঙ্ঘ ; এবং ঈশাণকোণে মঙ্গলবিনায়ক।

সপ্তমাবরণস্থিত অষ্ট বিনায়ক—পঞ্চমোদাদী বিনায়ক, জ্ঞানবিনায়ক, দ্বারবিনায়ক এবং অবিমুক্ত বিনায়ক।

এতদ্ভিন্ন ভগীরথ গণেশ, হরিশ্চন্দ্র গণেশ, কপর্দ্দ

গণেশ ও বিন্দু বিনায়ক ইত্যাদি অসংখ্য সহস্রবিভিন্ন প্রকারের মূর্ত্তি আছে।

দিবোদাসের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি ও
দিবোদাসেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা।

অনন্তর এই ক্ষেত্র প্রধান অবিমুক্ত ক্ষেত্রে, গজেন্দ্র-বদন বিলম্ব করিতে থাকিলে, ত্র্যম্বক সত্বর বিষ্ণুকে প্রেরণ করিলেন। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, বুদ্ধি এবং বলাবল অনুসারে সকলের উদ্যম করা কর্ত্তব্য। পরন্তু হে শঙ্কর! কার্য্যের সফলতা তোমার আয়ত্ত, যেহেতু কর্ম্ম সকল অচেতন এবং কর্ম্ম কর্ত্তাও স্বাধীন নহেন। তুমিই কর্ম্মের সাক্ষী এবং তুমিই কর্ম্ম কর্ত্তার প্রবর্ত্তক। এই বলিয়া গরুড়ধ্বজ বিশ্বনাথকে প্রদক্ষিণ ও বারম্বার প্রণাম করিয়া, লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে মন্দরাচল হইতে, কাশী যাত্রা করিলেন। তিনি গঙ্গা ও বরণার সঙ্গমস্থলে নির্ম্মলচিত্তে, হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক সবস্ত্রে স্নান করিলেন। তদবধি সেই স্থান, পাদোদক তীর্থ নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে স্নান দানও, শ্রাদ্ধাদি করিলে মানবের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হয় এবং একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার হয়। ঐ পাদোদক তীর্থে স্নানান্তে আদিকেশববিষ্ণু, স্বীয় ত্রৈলোক্যব্যাপিনীমূর্ত্তি উপসংহৃত করিয়া, স্বহস্তে এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পুরঃসর; তাহার পূজা করিলেন। তৎপরে ক্ষীরোদ তীর্থে, তাহার দক্ষিণে শঙ্খতীর্থে, তাহার দক্ষিণে চক্র-

তীর্থে, তাহার নিকটে গদাতীর্থে, তন্নিকটে পদ্মতীর্থে, তচ্ছন্নিকটে মহালক্ষ্মীর স্নানসিদ্ধ মহালক্ষ্মী তীর্থে ও তন্নিকটে তার্ক্ষ্যতীর্থে, নারদ তীর্থে, প্রহ্লাদ তীর্থে, এবং অম্বরীষ তীর্থে স্বকীয় অঙ্গাভরণ ও পারিষদগণকে সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং অতীব সুন্দর বৌদ্ধরূপ গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মীও তৎসহ পরিব্রাজিকা হইয়া, কাশীর কিঞ্চিৎ উত্তরে, ধর্ম্মক্ষেত্র নামক একস্থান নির্দ্দেশ করত, অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে গরুড়, তাঁহার শিষ্য রূপে সর্ব্ব-বস্তু-নিস্পৃহ, গুরু শুশ্রূষারত হইয়া সংসার মোচক পরমধর্ম্ম কথা জিজ্ঞাসা করায়; ঐ পূণ্যকীর্ত্তি নামক পুণ্যাত্মাবৌদ্ধ বলিলেন, জগৎ অনাদি সিদ্ধ, ইহা কাহারও কৃতি সাধ্য নহে এবং ইহার কর্ত্তাও কেহ নাই। আপনা হইতেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে এবং আপনিই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। এক আত্মাই ইহার ঈশ্বর। ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং রুদ্র প্রভৃতি মশকান্ত সকল প্রাণীই বিনষ্ট হয়। সর্ব্ব প্রাণীতেই আহার নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, সুখ ও দুঃখ সমভাবে বিরাজিত আছে। সকল প্রাণীই সম তুল্য, বুদ্ধি দ্বারা ইহা বিচার করিতে হয়। দয়া ও অহিংসাই জগতের মধ্যে মুখ্য ধর্ম্ম। অর্থোপার্জ্জন দ্বারা, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি, এই দ্বাদশায়তনের পূজা করা কর্ত্তব্য। অন্যের পূজায় কোন ফল নাই। সুখের নাম স্বর্গ ও দুঃখের নাম নরক। স্বর্গ ও নরক ইহ লোকে

ব্যতিত অন্য কোথাও নাই। বাসনার সহিত ক্লেশের উচ্ছেদকেই নির্ব্বাণ কহে। বৃক্ষচ্ছেদন, পশুহত্যা, শোণিত কর্দ্দম এবং অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দ্বারা স্বর্গ কামনা করা, আকাশ-কুসুম-সৌরভাঘ্রাণের ন্যায়, নিতান্ত অসম্ভব। যত দিন এই দেহ সুস্থ থাকে, যত দিন ইন্দ্রিয় শৈথিল্য না হয়, যত দিন জরা নিকটে না আসে, তত দিন যাহাতে সুখ হয়; তাহাই করিবে। অতএব সুখাভিলাষী ব্যক্তি, যাচক ব্যক্তিকে শরীরও দান করিবে। লোকে যে জাতিভেদ কল্পনা করিয়াছে তাহা অলীক। ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি কথা, সম্পূর্ণ ভ্রমসঙ্কুল; কারণ এক ব্যক্তির এক দেহ হইতেই চারিপুত্র উৎপন্ন হইলে; তাহাদের বিভিন্নত্ব থাকিতে পারে না।

এ দিকে সর্ব্ব বিদ্যা বিচক্ষণা পরিব্রাজিকা বিজ্ঞান কৌমুদীর আকর্ষণীবিদ্যা প্রভাবে, পুরনারীগণ মোহিত হইয়া, ভর্ত্তৃ শুশ্রূষণ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করত, অধর্ম্মাচরণে আসক্তা হইল। মোহ প্রাপ্ত পুরুষেরা বশীকরণ বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া, পরস্ত্রীতে তাহার সাফল্য সম্পাদন করিতে লাগিল। বিনাকর্ষণে শস্য উৎপত্তি প্রভৃতি যে সকল সিদ্ধি ছিল, পাপের প্রবেশে, তৎসমস্ত নষ্ট হইল; রাজা দিবোদাসের সামর্থ্য অল্পে ২ হ্রাস হইতে লাগিল। তিনি, নির্দ্দিষ্ট সীমা অষ্টাদশ দিন উপস্থিত হইলে, একদ্বিজোত্তমকে দ্বারদেশে উপস্থিত হইতে

দেখিলেন। তাঁহাকে পুনঃ ২ প্রণাম করিয়া, আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া, মধুপর্কাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিলেন।

অনন্তর অপগত পথিশ্রম, উল্লসিত মুখ কমল, সেই ব্রাহ্মণকে খাদ্য দ্রব্য নিবেদন করিয়া, পরিশেষে ভোজন পরিতৃপ্ত সুখাসীন, সেই দ্বিজকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্রবর্য্য! আমি রাজ্য ভার বহন করত ক্ষিন্ন হইয়াছি, প্রকৃত খেদও নহে, পরন্তু যেন বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। এক্ষণে আমি কি করি, কোথায় যাই, কি রূপে আমার নিবৃত্তি হইবে? আমি প্রজারঞ্জনানুরোধে স্বীয় তপোবল দর্পে দেবগণকে তৃণজ্ঞান করিতাম, এই একটী মাত্র অপরাধ করিয়াছি, নচেৎ আমার আর কোন দোষ নাই। ভাগ্যক্রমে আপনি আসিয়াছেন, অধুনা আপনি আমার গুরু হউন। যদিও আমার রাজ্যে যম ভয় নাই, অকাল মৃত্যু নাই এবং জরা, ব্যাধি ও দারিদ্র্য হইতে কাহারও কোন আশঙ্কা নাই। যদিও আমার রাজ্যস্থ সকলই সুখি ও ধর্ম্মোন্নত, সৎবিদ্যাচর্চ্চায় অনুরক্ত এবং সৎপথচারী; তত্রাপি আমার যাবতীয় ভোগ্য ভোগই চর্ব্বিত চর্ব্বণবৎ ও পিষ্টপেষণ তুল্য প্রতীয়মাণ হইতেছে। হে প্রাজ্ঞ! আর যাহাতে গর্ভবাস না হয় এমন কিছু একটা উপদেশ করুন। ব্রাহ্মণ বেশধারী হৃষীকেশ তাহা শুনিয়া, বলিতে লাগিলেন হে নিষ্পাপ-নৃপচূড়ামণে! তুমি প্রথম হইতেই, নিবৃত্তি

প্রাপ্ত হইয়াই আছ, তুমি তপস্যারূপ স্বচ্ছসলিলে ইন্দ্রিয়পঙ্ক প্রক্ষালন করিয়াছ। তোমার সদৃশ রাজা ভূতলে হয় নাই ও হইবে না। তুমি কাশী হইতে বিশ্বেশ্বরকে যে দূর করিয়াছ, এই একমাত্র তোমার দোষ, আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। সেই পাপ শান্তির জন্য আমি এই উপায়স্থির করিয়াছি, যে, মানবশরীরে রোম সংখ্যক পাপও একমাত্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠায় দূর হয়; "অতএব তুমি সর্ব্বতোভাবে সযত্নে একটি শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠাকর।" হে রাজন্! তোমার মনোরথ বৃক্ষ আজ ফলবান্ হইয়াছে। তুমি এই শরীরেই পরম্পদ প্রাপ্ত হইবে। তুমি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে অদ্য হইতে সপ্তম দিনে, দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া, শিবকিঙ্কর সেবিত হওত, পরমধামে গমন করিবে। ইহা কেবল বারাণসী সেবারই পরিণাম। যে ব্যক্তি কাশীস্থিত এক জনেরও পালক হয়, হে রাজসত্তম! দেহান্তে তাহারও এই রূপ পুণ্য ভোগ হইয়া থাকে।

পরিপূর্ণ মনোরথ, হৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ, মহীপতির নিকট সাদর সম্ভাষিত ও সৎকৃত হইয়া আপনার অভি-লষিত স্থানে গমন করিলেন। তিনি কাশীর চতুর্দ্দিক অবলোকনকরত পুনঃ২ বিচার করিয়া, পঞ্চনদ হ্রদে স্নান পূর্ব্বক, শীঘ্র ত্র্যম্বক সমাগম প্রতীক্ষায়; সেই স্থানে রহিলেন। এবং রাজবৃত্তান্তাভিজ্ঞ গরুড়কে শিব সমীপে মন্দরাচলের প্রেরণ করিলেন।

রাজেন্দ্র দিবোদাসও সকল অমাত্যবৃন্দ, পঞ্চশত পুত্র, পুরোহিত, প্রতিহারী, ঋত্বিকগণ, ও অন্তঃপুরচারীণী, মহিষীগণকে আহ্বান পূর্ব্বক, ব্রাহ্মণোক্ত সপ্তাহমাত্র আপনার অস্তিত্বের কথা হৃষ্টচিত্তে অবগত করাইলেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠপুত্র সমরঞ্জয়কে, স্বীয়রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, সত্বর সমগ্র সাঞ্চতসম্পত্তি ব্যয়পূর্ব্বক গঙ্গার পশ্চিমতীরে “ ভূপালশ্রী ” নামক স্থান নির্দ্দিষ্ট করত; এক শিবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া, “দিবোদাসেশ্বর” নামক লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

অনন্তর এক দিবস রাজা সেই লিঙ্গকে বিধি পূর্ব্বক পূজা ও প্রণাম করিয়া, স্তব পাঠ করিতেছেন; ইতি মধ্যে গগণপ্রাঙ্গণ হইতে দ্রুতবেগে একখানি দিব্য যান অবতীর্ণ হইল। শূলখট্টাঙ্গধারী, সূর্য্যসন্নিভত্রিলোচন, জটাজুটশোভিত, শুভ্রকান্তি, সর্পালঙ্কারভূষিত, এবং নীলকণ্ঠ, শিবপারিষদগণ, তাহা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দিব্যমাল্য, দিব্যানুলেপন, ও দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে রাজাকে অলঙ্কৃত করিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন।

বিশ্বেশ্বরের কাশীতে পুনঃ প্রবেশ।

পক্ষীরাজ বৈনতেয়গরুড় প্রমুখাৎ রাজা দিবোদাসের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি বিষয় অবগত হইয়া পার্ব্বতীনাথ, পার্ব্বতীসহ রুদ্রগণ পরিবেষ্টিত ও নাগাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক নীরাজিত হইয়া, চৈত্রমাসের শুক্লাত্রয়োদশীতে, শুভা

বারাণসীপুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাশাখ, বিশাখ, নৈগমেয় দেবর্ষিগণ; সনকাদি ঋষিগণ, দেবায়তনের অধিপতিও দিকপালগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, এবং যাবতীয় সিদ্ধচারণগণ, তাঁহার স্তব করিতে করিতে তৎসহগামী হইলেন। নন্দী ও ভৃঙ্গী অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। আকাশে অনাহতবাদ্য ধ্বনি, চতুর্দ্দিকে তাঁহার অনুমোদন করিতে লাগিল। সুরবধূগণের মুষ্টি-ভ্রষ্ট-লাজ-বৃষ্টি হইতে লাগিল, বিদ্যাধরীগণ তাঁহাকে মাল্যোপহারে অলঙ্কৃত ও কিন্নর মিথুন সঙ্গীতে পুলকিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে দানবারি মধুসূদন, শঙ্করের সমাগম বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া, সানন্দহৃদয়ে শিবাগমনবার্ত্তাবহ খগপতিকে যথোচিত পুরস্কার করিলেন, এবং প্রজাপতিকে অগ্রসর করত, যোগিণীগণ, আদিত্যদেব, প্রমথগণ ও গণপতি সহ; ভগবান্ শঙ্করকে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক; অভ্যুত্থান করিলেন। অনন্তর বৃষধ্বজ, বৃষরাজ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সর্ব্বদেবগণ সমক্ষে গণপতিকে, আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার বহুবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। যেহেতু ঐ সিদ্ধিদাতার বুদ্ধিকৌশলেই, তিনি পুনরায় কাশীররাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। প্রজাপতি, যোগিণী ও প্রমথগণ এবং আদিত্যদেব, রাজা দিবোদাসের ছিদ্রানুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া, বিশ্বেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায়, তাঁহারই আরাধনাসক্ত ছিলেন বলিয়া; বিশ্বনাথ সকলকেই

সাদরসম্ভাষণে সন্তুষ্ট করিয়া; যথোচিত আসনে উপ-বিষ্ট করাইলেন।

পঞ্চনদের উৎপত্তি।

পূর্ব্বকালে ভৃগুবংশোৎপন্ন, মহাতপস্বী, দ্বিতীয়-বেদেরন্যায় মূর্ত্তিমান, বেদশিরা নামে একজন মুনি ছিলেন। একদা তাঁহার, ইন্দ্রিয়শৈথিল্যতাবশতঃ, রূপ-লাবণ্যশালিনী শুচি নাম্নী এক অপ্সরাকে দর্শন করিয়া, রেতঃপাত হয়। তিনি ঐ শুক্র ভক্ষণ করিতে আদেশ করিলে, শুচি আপনাকে মহাভাগ্যবতী জ্ঞান করিয়া, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এবং যথা-কালে, এক পরমাসুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়া, তাহা, ঐ বেদশিরা মুনিকে সমর্পণ করত, স্বস্থানে প্রস্থান করেন। মুনি বেদশিরা, ঐ কন্যার ধূতপাপা নামকরণ পূর্ব্বক, অতিশয় যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অষ্টমবর্ষ অতিবাহিত হইলে, এক দিবস বেদ-শিরা, ঐ ধূতপাপাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়িধূতপাপে! তুমি কি রূপ বরে, পরিণিতা হইতে ইচ্ছা কর?" তাহা শ্রবণে ধূতপাপা, সলজ্জে কহি-লেন, হে তাত! যিনি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র, সকলের নমস্য, সর্ব্ব সুখের আকর, অবিনশ্বর, সর্ব্ব বিপত্তারক, এবং যাঁহাতে চতুর্দ্দশভুবন বর্ত্তমানে আছে, তিনিই আমার অভিলষিত ভর্ত্তা হউন। পিতা বেদশিরা কিয়ৎ-কাল ধ্যানাসক্ত হইয়া কহিলেন, অয়ি বিচক্ষণে। তুমি

যাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করিয়াছ, তিনি অনায়াস লভ্য নহেন, তবে সুতীর্থরূপ বিপনি মধ্যে, তপস্যা মূল্যে, তাঁহাকে ক্রয় করিতে হইবে; নচেৎ অর্থে, কি কৌলিন্যে, কি শাস্ত্রাভ্যাসে, কি বুদ্ধি প্রভাবে, কি পরাক্রমে, তিনি সুলভ নহেন।

তদনন্তর পিতার নিকট উপদিষ্টা হইয়া, ধূত পাপা, এই পরম পবিত্র কাশীক্ষেত্রে পঞ্চতপা হওত, ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। পিতামহব্রহ্মা তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া, এই বর দিয়াছিলেন, যে উত্তরোত্তর পবিত্র সার্দ্ধ ত্রিকোটী তীর্থ, তাঁহার প্রতি লোমকূপে অবস্থিত হউক।

কোনসময়ে ঐ ধূতপাপাকে একাকী নির্জ্জনে অবস্থিতা দেখিয়া, ধর্ম্ম, তাঁহাতে কামাসক্ত হওয়ায়, ঐ ধূত পাপা, তাঁহাকে অভিশম্পাত দ্বারা জড়প্রধান ধর্ম্ম নদ করিয়াছিলেন এবং তিনিও ঐ ধূতপাপাকে ক্রোধে জড় রূপী পাষাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধূতপাপা, নিজ পিতর অনুগ্রহে প্রথমে চন্দ্রকান্তশিলা হইয়া, পরে চন্দ্রকিরণে বিগলিতা হওত, পবিত্র নদী রূপে, ঐ ধর্ম্মনদ সহ একত্রিতা হইলেন। অনন্তর ভগীরথসহ গঙ্গা ও তৎসহকারে যমুনা এবং সরস্বতী ঐ স্থানে মিলিতা হন। এই সময়ে, ঐ স্থানে ভগবানসূর্য্য, ভগস্তীশ্বরের ও মঙ্গলাগৌরীর অর্চ্চনা করত, উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন; তাঁহার অতিশ্রম নিবন্ধন, কিরণরাশি হইতে প্রবল স্বেদ

নির্গত হইয়া ; কিরণা নদীর উৎপত্তি হয়। কিরণা, ধূত-পাপা, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই পঞ্চপবিত্র নদী হইতে, পঞ্চনদ তীর্থের উৎপত্তি। এই তীর্থ ত্রিভুবনস্থ যাবতীয় তীর্থের প্রধান। কার্ত্তিক মাসে পঞ্চনদতীর্থে একটী মাত্র স্নান দান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। সত্যযুগে ধর্ম্মনদ, ত্রেতাযুগে ধূতপাপা, দ্বাপরে বিন্দুতীর্থ ও কলিযুগে পঞ্চনদতীর্থ প্রশস্ত জানিবে। চতুর্ব্বর্গ-ফলদায়ী পঞ্চনদতীর্থের অপার মহিমা বর্ণনা করিতে কেহ সমর্থ নহে।

বিন্দুমাধব আবির্ভাব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান মধুসূদন, রাজা দিবোদাসকে নির্ব্বাণপদ প্রদান করিয়া, গরুড়কে মহে-শ্বর সন্নিধানে প্রেরণ করত, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায়, পঞ্চনদতীর্থে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তিনি তথায় কৃশাবয়ব, তপঃসেবিত, অগ্নিবিন্দু, নামে এক ঋষিকে, একান্তচিত্তে ধ্যানাসক্ত দেখিতে পাই-লেন। ঐ ঋষি নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক সম্মুখে পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুতকে, সন্দর্শন করিয়া, অবনি-তল-বিলুণ্ঠিত-মস্তকে, ভক্তি-গদ্গদ-মানসে প্রণাম করত, বহু প্রকারে, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ অগ্নিবিন্দুর অন্তঃ-করণ সরসীর, ভক্তিচন্দনসিক্ত-মানস-পদ্মে অর্চ্চিত হইয়া, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বম্ভর-মাধব, তাঁহাকে বর প্রদানে উদ্যত হইলেন। তদনুসারে একবরে নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও,

সর্ব্ব প্রাণিগণের, বিশেষতঃ মুমুক্ষুগণের হিতের জন্য, এই পঞ্চনদ তীর্থে অবস্থান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। দ্বিতীয় বরে নিজ নামের অগ্রে, অগ্নিবিন্দুর; "বিন্দু" শব্দ সংযোগ করিয়া এই শুভ পঞ্চনদতীর্থাগত ভক্ত ও অভক্তগণকে, বিন্দুমাধব নাম দ্বারা মুক্তি প্রদান করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। তদবধি ঐ তীর্থ, বিন্দুতীর্থ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ থাকিয়া, কার্ত্তিকমাসে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই বিন্দুতীর্থে স্নান করে, তাহার শরীর নিষ্পাপ হয় এবং মহামৃত্যু ভয়েও তাহার বুদ্ধি-ভ্রংশ হয় না। স্বর্ণ এবং রত্নযুক্ত পুষ্পাজল, শঙ্খাধারে লইয়া, যে পুণ্যবান ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে এই বিন্দুতীর্থে স্নান পূর্ব্বক ঐ অর্ঘ্য, বিন্দুমাধবকে অর্পণ করেন, তাঁহার দেশ, কাল, ও পাত্রানুযায়ী সুবর্ণপূর্ণ পৃথিবী দানের ফল প্রাপ্তি হয়।

বিন্দুমাধব কহিলেন, হে অগ্নি বিন্দো! আমি সত্য-যুগে আদিমাধব, ত্রেতায় অনন্তমাধব, দ্বাপরে শ্রীদ-মাধব এবং কলিযুগে, কলি-মল-বিনাশক বিন্দুমাধব নামে সর্ব্বসিদ্ধিও পরমার্থ প্রদান করি। কলিতে পাপীমানবেরা মায়া মোহিত; তাহারা ভেদবুদ্ধিপ্রযুক্তই, আমাকে ভক্তি ও বিশ্বেশ্বরের দ্বেষ করিয়া দ্বাত্রিংশৎ সহস্র বৎসর পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়া, কালভৈরবশাসনে দুঃখভোগ করত; তৎপরে বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহেই মুক্তিলাভ করে।

হে মুনে! আমিও বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াই মুক্তি দানে সমর্থ হইয়াছি। এই বারাণসী, পাশুপত-ক্ষেত্র। অতএব মুক্তিপ্রার্থিগণ, ভেদজ্ঞানরহিত হইয়া, বিশ্বেশ্বরের সেবা করিবে। কার্ত্তিক মাসে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, গণপতি, কার্ত্তিকেয় ও পরিজনসহ এই পঞ্চনদ তীর্থে স্নান করেন। বেদ ও সযজ্ঞ ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণী, মাতৃগণ এবং প্রয়াগাদি তীর্থ প্রভৃতি, সকলই কার্ত্তিক মাসে এই পঞ্চনদ তীর্থ স্নান করেন। হে মুনি সত্তম! আনন্দ-কানন পবিত্র, তন্মধ্যে পঞ্চনদ তীর্থ আরও পবিত্র, এবং এই মৎসন্নিধ্য তদপেক্ষাও পরম পবিত্র জানিবে।

বারাণসীর বিষ্ণুমূর্ত্তি নামাবলী।

মহামুনি অগ্নিবিন্দু, নারায়ণের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়া, সহর্ষে কহিলেন, হে ভগবন্! এই কাশীতে আপনার ভক্তগণ, যে, যে মূর্ত্তি পূজা করিয়া কৃতার্থ হন, আর ভবিষ্যতে এখানে কত প্রকার মূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইবে, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। চক্রপাণি লক্ষ্মীপতি তদুত্তরে কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই অবিমুক্তক্ষেত্রে আমার পঞ্চশত সঙ্খ্যক নারায়ণ মূর্ত্তি, শত সঙ্খ্যক জল-শবরীমূর্ত্তি, ত্রিংশৎ সঙ্খ্যক কমঠ মূর্ত্তি, বিংশতি সঙ্খ্যক মৎস্যমূর্ত্তি, অষ্টোত্তরশত সঙ্খ্যক গোপালমূর্ত্তি, সহস্র সঙ্খ্যক বুদ্ধমূর্ত্তি, ত্রিংশৎ সঙ্খ্যক পরশুরামমূর্ত্তি এবং একশত সঙ্খ্যক রামমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। মুক্তিমণ্ডপে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।

হে মুনে! বারাণসীস্থ অনধিক দুই সহস্র বিষ্ণুমূর্ত্তির মধ্যে আদিকেশব, জ্ঞানকেশব, তার্ক্ষ্যকেশব, নারদকেশব, প্রহ্লাদকেশব, আদিত্যকেশব, আদিগদাধর, ভৃগুকেশব, বামনকেশব, নরনারায়ণ, যজ্ঞবরাহ, বিদার নরসিংহ, গোপীগোবিন্দ, লক্ষ্মীনৃসিংহ, শেষমাধব, শঙ্খ মাধব, হয়গ্রীব মাধব, ভীষ্মকেশব, নির্ব্বাণ কেশব, ত্রিভুবন কেশব, জ্ঞানমাধব, শ্বেতমাধব, প্রয়াগমাধব, গঙ্গা কেশব, বৈকুণ্ঠমাধব, বীরমাধব, কালমাধব, নির্ব্বাণ নর সিংহ, মহাবল নৃসিংহ, প্রচণ্ড নরসিংহ, গিরি নৃসিংহ, মহাভয়হর নৃসিংহ, অত্যুগ্র নৃসিংহ, জ্বালামালী নরসিংহ, কোলাহল নৃসিংহ, বিটঙ্ক নরসিংহ, অনন্তবামন, ত্রিবিক্রম, বলিবামন, তাম্রবরাহ, ধরণি বরাহ ও কোকা বরাহ এই দ্বিচত্বারিংশৎটী প্রধান ও নিত্যপূজ্য মূর্ত্তি আছে।

কাপিলতীর্থ বা শিবগয়া।

বিশ্বেশ্বরের কাশীপ্রবেশকালিন, গোলকধাম হইতে সুনন্দা, সুমনা, সুরভি, সুশীলা এবং কপিলা নামে পাঁচটী ধেনু আসিয়া উপনীতা হইলে, ভগবান শঙ্করের স্নেহময় দৃষ্টিতে তাহাদিগের স্তনভার হইতে, নিরন্তর এরূপ স্থূল ধারে, দুগ্ধক্ষরণ হইয়াছিল, যে, তাহাতে ক্ষণ মধ্যে অতি বৃহৎ একটী হ্রদ সমুদ্ভূত হইল। তাঁহার আদেশানুসারে তথায় সমুদয় সুরগণ অবগাহন করিলেন এবং তন্মধ্য হইতে দিব্য পিতৃগণ আবির্ভূত হইলেন।

অমরগণ পরমানন্দে অগ্নিষ্বাত্তা, সোমপ, আজ্যপ ও বহির্ষদ প্রভৃতি পিতৃগণ উদ্দেশে জলাঞ্জলিদান করিলেন, তাঁহারা পরমপরিতৃপ্ত হইয়া, ভগবান ভবানীনাথের নিকট বর প্রার্থনা করিলে, তিনি, প্রফুল্ল চিত্তে, ঐ স্থানের; মধুশ্রবা, কৃতকৃত্যা, ক্ষীরনীরধি, বৃষধ্বজ, পৈতামহ, গদাধর, পিতৃ, কাপিলধারা, সুধাখনি ও শিবগয়া এই দশটী নাম প্রদান করিয়া; ঐ স্থানে শ্রাদ্ধকারীদিগের পিতৃগণের মোক্ষবর প্রদান করিলেন। সোমবার অমাবস্যা তিথিতে তাহার যাত্রা ও কৃত কৃত্যাদি নির্ণয় করিয়াছিলেন। উক্ত তিথি ও উক্ত বারে, এই স্থানে শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিলে, গর্ব্ভমৃত, অপগণ্ডাবস্থায় মৃত, ও কৌমারাদি, যে কোন অবস্থায় মৃত হউক না কেন এবং ঔর্দ্ধ্বদৈহিক-কার্য্য-বিবর্জ্জিত; পিশাচযোনি প্রাপ্ত, হইলেও, তদুদ্দিষ্ট পিণ্ডদান দ্বারা মুক্ত হইবে, ইহা শিবাদেশ। গয়াতীর্থাপেক্ষা এই তীর্থ অষ্টগুণ ফলদায়ী।

জ্যেষ্ঠেশ্বর উৎপত্তি।

পূর্ব্বে মহেশ্বর যখন পার্ব্বতীর সহিত বারাণসী পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্দরাচলে প্রস্থান করেন, তদবধি ঋষিবর জৈগীষব্য, এ রূপ এক ভীষণ ব্রতাবলম্বন করেন যে "আমি পুনরায় যে দিবস শঙ্করের চরণকমল দর্শন পাইব, সেই দিবস জলবিন্দু গ্রহণ করিব," ইহার মধ্যে যাবৎকাল

উপবাসী থাকিব। সেই যোগিবর কোন বচনাতীতকারণ বশতঃ বা ভগবান শঙ্করের প্রসাদে পানভোজনবর্জ্জিত হইয়াও, এতাবৎকাল জীবিত ছিলেন। ইহা কেবল অন্তর্য্যামী মহেশ্বরই অবগত ছিলেন; অপর কেহ জানিতে পারে নাই। তিনি তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে জৈগীষব্যের গহ্বর সমীপে উপনীত হইয়া, নন্দিকেশ্বর দ্বারা তাঁহাকে গহ্বর হইতে বহির্গত করাইয়া লীলাকমল স্পর্শে, তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করাইয়াছিলেন। অনন্তর সেই মুনিবর জৈগীষব্য, সম্মুখে শঙ্করকে অবলোকন করিয়া, সসম্ভ্রমে দণ্ডবৎ প্রণাম ও চরণপ্রান্তে মস্তকলুণ্ঠন পূর্ব্বক, পরমভক্তিসহকারে স্তব করিয়াছিলেন। তাঁহাতে ভগবান সোমশেখর, জৈগীষব্যকে বরদানে পরিতুষ্ট করিলেন। তিনি একবরে তৎপ্রতিষ্ঠিত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠেশ্বরশিবলিঙ্গে সদা অবস্থিত হইলেন। দ্বিতীয়বরে জৈগীষব্যকে যোগী প্রধান ও সেই জৈগীষব্য গুহাকে, স্বর্গদ্বার বলিয়া অভিহিত করিলেন। তৃতীয়বরে জৈগীষব্যকৃত পরমপবিত্র স্তোত্র জপকারীগণকে, যোগসিদ্ধি, মহাভয়শান্তি, মহাভক্তিবর্দ্ধন, মহৎপুণ্যসঞ্চয়ী ও মহাপাপরাশিনিবারক করিয়াছিলেন। উক্তজ্যেষ্ঠেশ্বর শিবলিঙ্গের সমীপে জ্যেষ্ঠাগৌরীদেবীস্বতঃপ্রকাশমানা হইয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসীয় শুক্লাষ্টমীতে তথায় মহোৎসব হইয়া থাকে। মহেশ্বর তথায় কিছুকাল বাস করায়, সেই স্থানে, নিবাসেশ্বর সংজ্ঞক এক শিবলিঙ্গ প্রসিদ্ধ আছেন॥

পরাপরেশ্বর, কন্দুকেশ্বর ও ব্যাঘ্রেশ্বর উৎপত্তি।

জ্যেষ্ঠেশ্বর শিবলিঙ্গের চতুর্দ্দিকে অন্যূন পঞ্চসহস্র লিঙ্গ আছেন। তন্মধ্যে উঁহার উত্তরে, পরাপরেশ্বর নামক একমহৎ শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। কোন সময়ে মাহেশ্বরী কন্দুক ক্রীড়ায় আসক্তা ছিলেন, ঐ সময়ে বিদল ও উপল নামক দুইজন দৈত্য, তাঁহাকে দেখিয়া কামাতুর হওয়ায়, তিনি স্বকীয়া হস্তস্থিত কন্দুক নিক্ষেপে, তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। ভবভয়-হারিণী ভবানী কর্ত্তৃক মৃত হইয়া; ঐ দৈত্যদ্বয় কন্দুকেশ্বর ও পরাপরেশ্বর শিবলিঙ্গ নামে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

কোন সময়ে যজ্ঞভোজী, পাপাত্মা দুন্দুভি নিহ্রাদ দৈত্য, ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া, বারাণসীস্থ অনেকানেক ব্রাহ্মণ ভক্ষণ করিতেছিল। একদা শিবরাত্র যোগে, শিব পূজাসক্ত, ধর্ম্মনিষ্ঠ এক ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করায়, ভগবান শঙ্কর মুষ্ঠাঘাতে তাহাকে সংহার করিয়া, স্বয়ং ব্যাঘ্ররূপে অবস্থিত হইয়াছিলেন; তাহাতেই ব্যাঘ্রেশ্বরের উৎপত্তি হয়।

শৈলেশ্বর উৎপত্তি।

সত্যযুগে শৈলরাজ হিমাদ্রি, মেনকাকর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ হইয়া, প্রাণপ্রতিমা-তনয়া উমা ও জামাতা শঙ্করের অবস্থা অবগত হইবার জন্য, অপর্য্যাপ্ত পরিমিত মুক্তা, হীরক, বিদ্রুমরত্ন, পদ্মরাগ, পুষ্পরাগ, গোমেদ, ইন্দ্র-

নীলমণি ও অতুল স্বর্ণালঙ্কার বসন ভূষণ লইয়া, বরণা-তীরে উপস্থিত হওত, দূর হইতে এই কাশীধাম দেখিতে পাইলেন। এই অমরাবতীবিজীতা, কুবেরালয় ও বৈকুণ্ঠধামাধিকা কাশীধামের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে, হিমবান চিত্রপুত্তলিপ্রায় অবস্থিত আছেন ; ইত্যবসরে এক কার্পটিক (ভিক্ষুক) প্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, ইহা তাঁহার জামাতা উমাপতি শঙ্করের রাজধানী ; তখন তিনি অতিশয় লজ্জিত হইয়া, নিজানীত রত্নাদি, অপ্রীতিকর বিবেচনায় ; ঐ সকল, এক স্থানে পরিহার পূর্ব্বক, শঙ্করের চিত্ত বিনোদনার্থ, একরাত্রি মধ্যে এই স্থানে, এই শৈলেশ্বর নামক চন্দ্রক্রান্ত মণিময় এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

রত্নেশ্বর প্রাদুর্ভাব।

পূর্ব্বোক্ত কারণে শৈলাধিপতি হিমালয়, কাল-রাজের উত্তরে যে সকল রত্নরাজি পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন ; সেই সকল রত্নই, সেই সুকৃতিশালীর পূণ্য বলে, ইন্দ্রধনুসমপ্রভ সর্ব্বরত্নময় এক শিবলিঙ্গ রূপে পরিণত হয়। শঙ্করাদেশে, এই রত্নেশ্বর লিঙ্গ, কাশী-স্থিত সমুদয় লিঙ্গের মধ্যে, মহানির্ব্বাণ রূপ রত্নপ্রদ বলিয়াই ইহার নাম রত্নেশ্বর। ইনি অনাদিসিদ্ধ, কেবল নগরাজের পূণ্য গৌরবেই আবির্ভূত হইয়াছেন। সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই লিঙ্গের প্রসাদে সিদ্ধি লাভ করিয়া-ছেন। প্রতি কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে ইঁহার যাত্রা বিধি।

ওঙ্কারেশ্বর বর্ণন।

পূর্ব্বকালে এই আনন্দবনে বিশ্বযোনি ব্রহ্মা, পরম সমাধি যোগ পূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতেছিলেন। অনন্তর সহস্র যুগ পূর্ণ হইলে, এক পরম জ্যোতিঃ; দশদিঙ্মুখ বিদ্যোতিত করিয়া, সপ্তপাতাল ভেদপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। অকপট সমাধি বলে, যে পরমজ্যোতিঃ, যোগিগণের অন্তরে আবির্ভূত হয়, তাহা বিধাতার বাহিরে আবির্ভূত হইয়াছিল। সমাধি ভঙ্গে নেত্রোন্মীলন করিয়া, তিনি সম্মুখে, সত্বগুণময়, ঋগ্বেদের উৎপত্তি ক্ষেত্র, সৃষ্টিপালক নারায়ণস্বরূপী আদিমঅক্ষর, সাক্ষাৎ (অ) কার দর্শন করিলেন। তদগ্রে যজুর্ব্বেদের যোনি স্বরূপ, প্রতিবিম্বিত নিজ মূর্ত্তির ন্যায়, সর্ব্ব স্রষ্টা রজোরূপী (উ) কার অক্ষর দেখিতে পাইলেন। অনন্তর দেখিলেন যে, সঙ্কেতগৃহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা তমোরূপী, সামবেদের উৎপত্তি স্থান, প্রলয়ের কারণ, সাক্ষাৎ (ম) কার রুদ্রমূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন। বিশ্বরূপাকৃতি, পরমানন্দরূপী, অনাখ্যেয় নাদসদন, তদগ্রে বিদ্যমান থাকায়, তাঁহাকে শব্দব্রহ্ম বলিয়া থাকে। ঐ নাদের উপরিভাগে কারণকারণ, জগতাদিভূত, বিন্দুরূপ পরাৎপরকে, ব্রহ্মা অবলোকন করিয়াছিলেন। তিনিই জগতকে অবন (রক্ষণ) করেন, তিনিই ভক্তকে উন্নীত করেন; এই জন্য "ওঁ" নামে কীর্ত্তিত হয়েন। নির্ব্বাণ প্রার্থীগণ তাঁহার স্তব করেনও তিনি সর্ব্বাপেক্ষা

অধিক, এই হেতু "প্রণব" বাচ্য। তৎপরে বিধাতা, প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন, পঞ্চাক্ষররূপী শঙ্কর, ঈশ্বরকে দেখিয়া, অশেষ প্রকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন— হে শিতিকণ্ঠ! তুমি ওঙ্কাররূপী, পঞ্চব্রহ্মময়, ও আদি পঞ্চ স্বরূপ। তুমি অকার, উকার, মকার,—ঋগ, যজুঃ ও সামরূপী এবং রূপাতীত; তোমায় নমস্কার। হে ঈশ! তুমি নাদ, বিন্দু, ও কলারূপী; তুমি অলিঙ্গ ও লিঙ্গরূপী; তোমায় নমস্কার। হে আদ্যন্তরহিত! তুমি তেজোনিধি, উগ্র, ভীম, পশুপতি ও সর্ব্বতোময় তোমায় নমস্কার। হে গিরীশ! তুমি ধূম্র পিঙ্গলাদি বর্ণরূপী; তুমি স্বর ও ব্যঞ্জন; তুমি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত; তুমি হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত স্বর; তুমি পঞ্চম ও নিষাদস্বর; তুমি বেণু, মৃদঙ্গাদি বাদ্যরূপী; তোমায় নমস্কার। হে তৌর্য্যত্রিক মহাপ্রিয়! তুমি বেদান্ত বেদ্য, বেদপতি, বেদস্বরূপী ও পরব্রহ্ম; তোমায় নমস্কার। হে ত্রিপুরারে! তুমি তামস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, কৃতান্তের অন্তবিধান কর। তুমি কর্ত্তা, তুমি স্তুতি, তুমি নিত্য স্তুত্য; তুমি "নমঃ শিবায়" এই রূপেজ্ঞেয়। প্রভো! আমি তোমা ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না।

মহেশ্বর বিধাতার এই প্রকার ঐকান্তিক ভক্তি বিজড়িত স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বরদানোন্মুখ হইলে, তিনি এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে; হে শঙ্কর! এই মহালিঙ্গে আপনার সান্নিধ্য হউক ও ইহার

নাম ওঙ্কারেশ্বর হউক। এই আনন্দকাননে সর্ব্বজীবের মুক্তির জন্য অকার, উকার, মকার, বিন্দু ও নাদ সংজ্ঞক, এই পঞ্চায়তন ঈশাণলিঙ্গ উত্থিত হন, ইহাঁকেই নাদেশ্বরলিঙ্গ কহে। ভগবান সদাশিব, বিধাতার বাক্য শুনিয়া "তথাস্তু" বলিয়া সেই লিঙ্গে লীন হইলেন। ওঙ্কারেশ্বর সমীপে মৎস্যোদরীতে স্নান, তপস্যা, দান, হোম ও দেবার্চ্চনা করিলে, অশ্বমেধ যাগ প্রভৃতির ফল লাভ হয়।

ইহা বৈশাখীশুক্লা চতুর্দ্দশীতে ঘটিয়াছিল, এই জন্য ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমুদয়তীর্থ, বৈশাখীশুক্লা চতুর্দ্দশীতে, এই ওঙ্কারেশ্বর দর্শনে আগমন করেন।

ত্রিলোচন আবির্ভাব।

বিষ্টপ (ভুবন) ত্রিবিষ্টপ (ত্রিভুবন) বিষ্টব ত্রয়স্থ অর্থাৎ ত্রিভুবনবাসীরা জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদ, এই লিঙ্গকে ত্রিলোচন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বকালে মহেশ্বরের যোগাবস্থায় এই মহৎলিঙ্গ, সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভূতল হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। ইহাঁকেই সন্দর্শনার্থ মহেশ্বর, গৌরীকে তিনটী নেত্র প্রদান করিয়াছিলেন; তাহাতেই তিনি ত্রিনয়না হইয়াছেন। সরস্বতী, যমুনা ও নর্ম্মদা এই নদীত্রয় স্রোতোমূর্ত্তি ধারণে, ঠিক যেন, স্ব স্ব করে কুম্ভ গ্রহণপূর্ব্বক এই মহাতেজঃসম্পন্ন মহৎ ত্রিবিস্টপ লিঙ্গকে, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করান। সকল ভূভাগের মধ্যে আনন্দকানন শ্রেষ্ঠ,

যেহেতু তথায় সর্ব্বতীর্থ বর্ত্তমান। ওঙ্কারস্থান তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ-পথ-প্রকাশক ওঙ্কারলিঙ্গক্ষেত্র অপেক্ষা, মঙ্গলস্বরূপ এই ত্রিলোচনলিঙ্গ, অতি শ্রেষ্ঠতর। তেজস্বীর মধ্যে যেমন সূর্য্য, দৃশ্য বস্তুর মধ্যে যেমন চন্দ্র, তেমনি সকল লিঙ্গের মধ্যে, ত্রিলোচনলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ। প্রলয়কালেও এই নানা মাণিক্যখচিত, গবাক্ষরাজি বিরাজিত, সুমেরু সদৃশ উচ্চ শিবভবন, বিধাতৃসৃষ্ট পদার্থ নিচয়ের ধারণস্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। সেই প্রাসাদের উপরিস্থিত পতাকা সকল পবনান্দোলিত হইলে, বোধ হয় যেন, তাহারা পাপরাশিকে আসিতে নিষেধ করিতেছে। ইহার শিখরস্থ স্বর্ণকুম্ভনিচয়ের জ্যোতি, যেন পূর্ণ শশধরের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। এই মহালিঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনে, একমাত্র মহেশ্বর ভিন্ন অপর কেহই সমর্থ নহে।

অতএব মানব মাত্রেরই সর্ব্ব প্রযত্নে, এই বিরজাপীঠস্থ ত্রিলোচন লিঙ্গের আরাধনা করত, রজঃশূন্য হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য॥

কেদারেশ্বর বর্ণন।

পূর্ব্বে রথন্তঃকল্পে উজ্জয়িনীবাসী বশিষ্ঠ নামক এক ব্রাহ্মণতনয়, পিতার সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, এই কাশীতে আচার্য্য হিরণ্যগর্ভের নিকট উপদিষ্ট হইয়া, হরপাপ হ্রদে স্নান ও ভস্মাচ্ছাদিত দেহে শিব লিঙ্গের আরাধনাতৎপর ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃ ক্রমের

সময়, তিনি গুরুর অনুচর হইয়া, কেদারেশ্বর উদ্দেশে, হিমালয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা গুরু শিষ্যে, অসিধার নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত আসিলে, গুরু কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া, শিবানুচরগণ দ্বারা কৈলাসে উপ-নীত হয়েন। এই ব্যাপার দর্শনে বশিষ্ঠ কেদারেশ্বরকেই শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ বলিয়া স্থিরীকৃত করত; তাঁহাতেই দৃঢ় ভক্তি করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে ঐ কেদারেশ্বর যাত্রা করিতেন। এই রূপে একাধিক ষষ্ঠিবার (৬১)কেদারেশ্বর যাত্রার পর, পুনর্ব্বার চৈত্রমাসে তথায় যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু তদনুচর বর্গ, তাঁহার বার্দ্ধক্যদর্শনে, পথিমধ্যে মৃত্যুর আশঙ্কায় বারম্বার নিষেধ করেন। কিন্তু সেই মহামতি তপোধন কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হওয়ায়; ভগবান ভবানী নাথ, স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া, বরদানে উদ্যত হইলে, ঐ নিঃস্বার্থ পরোপকারী তপোধন বশিষ্ঠ, এই বরপ্রার্থনা করিয়াছিলেন যে—"হে শঙ্কর। আপনি মদনুচরগণের উপর অনুগ্রহ প্রকাশার্থ হিমালয়ে অংশমাত্র থাকিয়া; এই কাশীতে পূর্ণরূপে অবস্থান করুন "মহেশ্বর তাঁহাকে তাহাই হইবে" বলিয়া স্বীকৃত হওত, তদবধি এই অনাদি লিঙ্গ কেদারেশ্বরে অবস্থান করিতেছেন।

এই কাশীতেও হিমালয়ের ন্যায়, গৌরীকুণ্ড, হংস তীর্থ, ও মধুস্রবা গঙ্গা, সেই ভাবেই বিরাজ করিতেছেন। পূর্ব্বে এই স্থানে দুইটী বায়স অন্তরীক্ষে যুদ্ধ করিতে

করিতে নিপতিত হইয়া সর্ব্ব সমক্ষেই সেই মুহূর্ত্তে হংসরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম হংস তীর্থ হইয়াছে। ভগবতী গৌরী এই হ্রদে স্নান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহার নাম গৌরীকুণ্ড। এই স্থানে অমৃতময়ী গঙ্গাদেবী অমৃতক্ষরণ করিয়া, জীবের মোহান্ধকারও বহু জন্মের জড়তা দূর করেন; এই হেতু ইহার অপর নাম মধুশ্রবা গঙ্গা। মানস সরোবর এই স্থানে কঠোর তপোনুষ্ঠান করায় ইহার নাম মানসতীর্থ হইয়াছে।

কলিকালে এই কেদারেশ্বরের মহিমা সকলে জানিতে পারিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি চৈত্রীয় কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে উপোসিত থাকিয়া পরদিন এই কেদারতীর্থের গণ্ডুষত্রয়মাত্র জল পান করে, শিবলিঙ্গ তাহার অন্তরে বাস করিয়া থাকেন; ইহা মহেশ্বরাজ্ঞা।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ, এই গ্রন্থকর্ত্তার এবং অপরাপর কাশীবাসী ব্যক্তিগণের ঐকান্তিক ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ, ইনি নিত্য ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করিতেছেন।

ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গের উৎপত্তি বিবরণ।

পূর্ব্বে একদা সূর্য্যাত্মজ ধর্ম্মরাজ যম, সংযমী হইয়া এই ধর্ম্মেশ্বর আয়তন ধর্ম্মপীঠ সন্নিধানে, ষোড়শ যুগকাল পঞ্চতপা হওত অনাহারে ঘোরতর তপশ্চরণ করেন। তথায় তাঁহার তপস্যাজনিত তাপদূর করিবার জন্য,

কাঞ্চনশাখ নামক একটী সুন্দর বট বৃক্ষ ছিল। তাহাতে, তাঁহার ঘোরতর তপস্যার চিরসাক্ষী, ইতিহাস কথাভিজ্ঞ, মাতৃ-পিতৃ-হীন, আহার বিহার-পরিবর্জ্জিত, কতকগুলি শুকপক্ষিশাবক বাস করিত। অনন্তর যথাসময়ে ভগবান বৃষভধ্বজ, ধর্ম্মরাজের সম্মুখীন হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করত কহিলেন। হে মহাভাগ, শমনঃ! তোমার তপস্যায় আমার সন্তোষ হইয়াছে; এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমার আজ্ঞায় আজ অবধি অখিল সংসারের পাপ পুণ্য বিচারভার তোমাতে অর্পিত হইল। অদ্যাবধি তুমি দাক্ষিণদিকের অধিপতি হইয়া, জীবগণের শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী হইলে। হে ধর্ম্ম! এই কাশীতে তোমা কর্ত্তৃক যে লিঙ্গ আরাধিত হইল, মানবগণ সেই ধর্ম্মেশ্বর লিঙ্গের দর্শনে, স্পর্শনে, বা পূজায় অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। গুরুতর পাপিষ্ঠব্যক্তি কর্ত্তৃকও যদি ধর্ম্মেশ্বর একবার অর্চ্চিত হন, তবে তিনি তাহার সকল ভয় দূর করেন।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধতারপর ভাস্করতনয় যম, মহেশ্বরকে সানুনয়ে কহিলেন, প্রভো! যদি আমার প্রতি সদয় হইয়া থাকেন তবে, এই শুক শাবকগুলির মনোভিষ্ট সফল করুন। তাহাতে ধূর্জ্জটী ধর্ম্মরাজের পরোপকারিতায় সন্তুষ্ট হইয়া, ঐ শুকশাবকগণের চিরাভিলষিত কাশীমৃত্যু প্রার্থনা সফল করিলেন। তাহারাও

তদনুযায়ী রুদ্রকন্যা পরিবৃত হইয়া, দিব্য বিমানারোহণে কৈলাশাভিমুখে গমন করিল ॥

এই ধর্ম্মেশ্বর সন্নিধানে মনোরথতৃতীয়া ব্রত উদ্যাপন করিয়া, পুলোমনন্দনী শচীদেবী, দেবরাজ ইন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

বৃত্রাসুর বধে, ব্রহ্মহত্যাগ্রস্ত হওত শচীনাথ, এই ধর্ম্মপীঠে ধর্ম্মেশ্বরারাধনাতৎপর হইলে, দেবাদিদেব মহেশ্বর, কৃপাবলোকনে তথায় যে কূপ নিষ্পাদন পূর্ব্বক, তাহাতে স্নান করাইয়া ইন্দ্রকে, নিষ্পাপ করিয়াছিলেন; তাহাকেই ধর্ম্মকূপ কহে।

বীরেশ্বরাবির্ভাব।

পূর্ব্ব কালে অমিত্রজিৎ নামে এক পরম বৈষ্ণব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, যশস্বী, প্রজারঞ্জনপর রাজা ছিলেন। একদা তিনি দেবর্ষি নারদ প্রমুখাৎ, কঙ্কালকেতু দানব কর্ত্তৃক, মলয়গন্ধিনী নাম্নী এক বিদ্যাধর তনয়ার অপহরণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাহার উদ্ধারার্থ পাতালে, চম্পকাবতী নগরীতে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় ঐ দিব্যাঙ্গনার ষড়যন্ত্রে, কঙ্কালকেতুকে বিনাশ করিয়া, দেবী ভগবতীর আদেশে, তাহার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক এই বারাণসীতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন।

পতিভক্তিপরায়ণা মলয়গন্ধিনী, পুত্র কামনায় স্বামীর অনুমতি ক্রমে, মনোরথতৃতীয়া মহাব্রত অনুষ্ঠান

করিয়া যথাকালে একটী সুন্দরপুত্র লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পুত্র, মূলা নক্ষত্রে ভূমিষ্ঠ হওয়ায়, অমাত্যগণ সেই সূতিকাগারস্থিতা রাজ্ঞীকে, ঐ দুষ্টনক্ষত্র-সম্ভূত-পুত্রকে, পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। তদনুসারে পতিপ্রাণা রাজমহিষী, পঞ্চমুদ্রা মহাপীঠে বিকটামাতৃকা সম্মুখে, ঐ বালককে পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন। খেচরী যোগিনীরা ঐ বিকটা দেবীর আদেশে নবমাতৃকা সন্নিধানে তাহাকে উপনীত করায, তাঁহাদিগের পরামর্শে পুনরায় ঐ বালক এই বারাণসীস্থ পঞ্চমুদ্রা পীঠে তপস্যায় আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

নিশ্চলেন্দ্রিয়, ও নিশ্চলচিত্ত, সেই রাজকুমারের তীব্র তপস্যায় উমাপতি প্রসন্ন হইয়া, সপ্তপাতাল ভেদ পূর্ব্বক সর্ব্বজ্যোতির্ম্ময় বৃহৎলিঙ্গরূপে, তৎসম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে এই বর প্রদান করিলেন; যে "হে রাজপুত্র! আমি সংসারতাপবিনাশকরূপে ভক্তের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য এই লিঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থান করিব। যাহারা বাক্য, মন, দেহ এবং কর্ম্মে এই লিঙ্গের ভক্ত হইবে, বিনামন্ত্রে, আমি তাহাদিগকে সিদ্ধি প্রদান করিব। আর তোমার নামানুসারে, এই লিঙ্গের নাম বীরেশ্বরলিঙ্গ হইল"। বীরতীর্থে স্নানান্তে এই বীরেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে, মনুষ্যের সকল তীর্থের ফল লাভ হয়। চতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রি জাগরণ করিয়া, যত্নপূর্ব্বক বীরেশ্বরের অর্চ্চনায় পুনর্জ্জন্ম হয় না। সর্ব্ব

তীর্থ ও পূজা অপেক্ষা ইহার পূজায় ও জপে, কোটী গুণ ফল লাভ হয়।

কামেশ্বর বা দুর্ব্বাসেশ্বর আবির্ভাব।

পুরাকালে একদিন মহাক্রোধী, ও মহাতেজস্বী তাপস শ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা, স্বকীয় চিত্তস্থৈর্য্যতা সম্পাদনার্থ, সাগরান্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক, বিশ্বনাথ রাজধানী আনন্দ-কাননে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিছু কাল এই স্থানে দুশ্চর তপস্যাচরণ করিয়াও, কোন প্রকার সিদ্ধমনোরথ না হওয়ায়, যখন এই ক্ষেত্রকে শাপ প্রদা-নোন্মুখ হইয়াছিলেন; সেই সময়ে বিশ্বনাথ প্রহসিতে-শ্বর নামক একটী লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়া, তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন "হে আনুসূয়েয়! তোমার অভি-লাষ সিদ্ধ হইবে, তুমি ক্রোধী হইয়াছিলে বলিয়া, লজ্জিত হইও না। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গ কাম-প্রদ কামেশ্বর লিঙ্গ ও এই কুণ্ড, কামকুণ্ড নামে বিখ্যাত হইবে। শনিবার ত্রয়োদশী তিথিতে প্রদোষ সময়ে, যে ব্যক্তি এই কামকুণ্ডে অবগাহন পূর্ব্বক কামেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিবে, তাহার কামকৃতদোষ, সমস্তই ক্ষয় হইয়া যাইবে। এই মহাতীর্থে স্নান করিলে, জন্ম জন্মান্তরের পাপও মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষয় হয়। দুর্ব্বাসাকে এই বরপ্রদানা-ন্তর ভগবান ভূতভাবন সেই লিঙ্গমধ্যে লীন হইয়া-ছিলেন॥

বিশ্বকর্ম্মেশ প্রাদুর্ভাব ।

প্রজাপতির মূর্ত্ত্যন্তর ত্বষ্টপুত্র বিশ্বকর্ম্মা উপবীত হওত, গুরুকুলে বাস করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে কালাতিপাত করণ সময়ে, তদীয় গুরু, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র ও গুরুকন্যা কর্ত্তৃক, কতিপয় দ্রব্য নির্ম্মাণে আদিষ্ট হইয়া, নিজের অসামর্থতা বিধায়, অরণ্যে প্রস্থান পূর্ব্বক গাঢ় চিন্তামগ্ন হইয়া ছিলেন। ইত্যবসরে এক তপস্বী তাঁহার সম্মুখীন হইয়া, মনোরথ সিদ্ধার্থ তাঁহাকে কাশীস্থ বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিতে পরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক, নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া এই অবিমুক্তক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন। নির্ম্মলচেতা বিশ্বকর্ম্মা, এই কাশীতে স্বহস্তে যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া, মহাদেবের নিকট বর প্রাপ্তে সিদ্ধ মনোরথ হইয়াছিলেন, সেই লিঙ্গের নামই বিশ্বকর্ম্মেশ্বর। ইহাঁর অর্চ্চনায় মানব মাত্রেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। ইহা হইতেই ত্বষ্টপুত্র বিশ্বনির্ম্মাণে ও বিশ্বেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া; বিশ্বকর্ম্মা নামের সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন।

দক্ষেশ্বরের উৎপত্তি ।

একদা প্রাচীন কালে দধীচি মুনি কর্ত্তৃক, ধিক্কৃত দক্ষপ্রজাপতি, শিবনিন্দায় ছাগমুখ হওয়ায়, বিকৃতানন হইয়া, প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য ব্রহ্মার উপদেশে পুরশ্চরণ কামনায় কাশীধামে সমাগত হন। তথায় একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন পূর্ব্বক, পরম তপস্যায় নিযুক্ত হইলে,

দ্বাদশ সহস্র বৎসরান্তে, ভগবান উমাপতি উমার অনু- রোধে দক্ষকে এই বর দিয়া ছিলেন যে "তোমার প্রতি- ষ্ঠিত এই লিঙ্গের নাম দক্ষেশ্বর হইবে। আমি তোমার যে রূপ, অজ্ঞানকৃতঅপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছি, সেই রূপ যে মানব এই লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে, সে সহস্র অপরাধী হইলেও, আমার ক্ষমা যোগ্য। আর তোমার মনোভিষ্ট সিদ্ধির জন্য, আমি সর্ব্বদা এই লিঙ্গে অব- স্থান করিব।"

ঐশ্বর্য্যমদেমত্ত হইয়া দক্ষপ্রজাপতি যে রূপ জ্ঞান দৃষ্টি বিহীন হওত, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বলোপ করিবার বাস- নায় যজ্ঞ করিয়া, তাহা ঈশ্বর কোপানলে আহুতি প্রদান করত, অকৃতকার্য্য ও নিঃসহায় অবস্থায় তাহার প্রায়- শ্চিত্ত বিধানে কাশীতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া পাপ নির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অপরাধী মানবমাত্রেরই কাশীতে লিঙ্গ স্থাপন করা একান্ত বিধেয়॥

পার্ব্বতীশ লিঙ্গোৎপত্তি।

হিমাদ্রিপত্নী মেনকা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, গিরীন্দ্রতনয়া পার্ব্বতী, শঙ্করের সুখধাম আনন্দকাননের অবিচ্ছিন্ন আনন্দের কারণ অবগতির জন্য, অভিলাষীনী হইয়াছিলেন। তদুত্তরে মহেশ্বর কহিয়াছিলেন, এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে লিঙ্গ স্থাপনই সকল আনন্দের মূল। ইহা শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতী, পিতা মাতার ভবিষ্যৎ নিরা- নন্দতা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত্যাশায়, হিমাচল পরিহার

পূর্ব্বক, এই কাশীতে মহাদেবলিঙ্গের সমীপে একটী লিঙ্গস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাই পার্ব্বতীশলিঙ্গ। দেবদেব, ভক্তগণের হিতার্থে ঐ লিঙ্গ সম্বন্ধে এই বর দিয়া ছিলেন,—যে, স্ত্রী বা পুরুষ যেই হউক না কেন, এই পার্ব্বতীশ লিঙ্গ আরাধনা করিলে, এই জন্মে সৌভাগ্য সম্পন্ন হইয়া, দেহাবসানে কাশীর শিবলিঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইবে। তাহাকে আর দেহবন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে না। চৈত্র শুক্লাতৃতীয়ায় পার্ব্বতীশ লিঙ্গের পূজা করিতে হয়॥

গঙ্গেশ্বরের উৎপত্তি।

যে সময়ে গঙ্গা, সেই দিলীপনন্দন ভগীরথ সমভি-ব্যাহারে এই কাশীর চক্রপুষ্করিণী তীর্থে উপনীতা হইয়া-ছিলেন, সেই সময়ে, তিনি শিবপরিগৃহীতা বলিয়া এবং এই ক্ষেত্রের অতুলপ্রভাব অবগতা হইয়া, বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বভাগে একটী শুভ লিঙ্গ স্থাপন করেন। কাশীতে সেই গঙ্গেশ্বরলিঙ্গ দর্শন, অতিদুর্লভ; কারণ কলিযুগে তিনি গুপ্তাবস্থায় অবস্থিত হইয়াছেন। দশহরা তিথিতে গঙ্গেশলিঙ্গের পূজা করিলে সহস্র জন্মার্জ্জিত-পাপরাশি ক্ষণমধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়॥

নর্ম্মদেশ উপাখ্যান।

পাপবিনাশিনী, চতুর্ব্বর্গদায়িনী, ঋগ্বেদস্বরূপা-ভগবতী গঙ্গার সমতুল্যতা প্রাপ্তাশায়, সামবেদস্বরূপা নর্ম্মদা; বহুবৎসর তপস্যা করিয়া ছিলেন। বিধাতা

তাঁহাকে তদ্বিষয়ে বিরতা হইতে উপদেশ দিয়া, বলিয়া ছিলেন যে, "যদি কেহ ত্র্যম্বকের সমতা প্রাপ্ত হয়, অন্য পুরুষ যদি, পুরুষোত্তমের সমান হয়; অন্য রমণী যদি, গৌরীর সমান হয়; এবং অন্য নগরী যদি, কাশীপুরীর তুল্যা হয়; তবেই অন্য নদী, সুরধুনীর সমতা পাইতে পারিবে।" সরিৎপ্রবরা নর্ম্মদা, বিধাতার এই বাক্যে নিরতিশয় বিষন্নচিত্তা হইয়া, কাশীতে আসিয়া একটী শিবলিঙ্গ স্থাপনে, তাঁহার অর্চ্চনায় নিযুক্তা থাকিলে, যথাকালে মহেশ্বর তাঁহাকে এই বর দিয়া ছিলেন যে, "তোমার তটস্থ যাবতীয় শিলাই, লিঙ্গ স্বরূপী হইবে, গঙ্গা সদ্যঃ পাতকনাশিনী; যমুনা সপ্তাহে পাপ নাশিনী; সরস্বতী তিন দিনে পাপ দূর করেন: পরন্তু তুমি: দর্শন মাত্রে পাপ নষ্ট করিবে। আর তোমার প্রতিষ্ঠিত এই নর্ম্মদেশ্বর লিঙ্গ, সনাতন মুক্তিদাতা, ও মহাশ্রেয়ো বৃদ্ধি কারক হইবেন। ইহার ভক্তগণ, পাপ-কঞ্চুক-মুক্ত হইয়া দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন।" এই বলিয়া ভগবান মহেশ্বর সেই ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ সমীপস্থ নর্ম্মদেশ্বরে লীন হইয়াছিলেন।

সতীশ্বর প্রাদুর্ভাব।

পূর্ব্বকালে দক্ষকন্যা সতী, এই কাশীতে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহেশ্বরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য ঘোরতর তপস্যা করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে এই বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে; এই লিঙ্গ অর্চ্চনাবলে কুমারী, মন অপেক্ষা উন্নত পতি ও কুমারপুরুষ, শ্রেষ্ঠ

ভার্য্যা লাভ করিবে এবং যাহার যাহা অভিলাষ, তাহাই পূর্ণ হইবে। রত্নেশ্বরের পূর্ব্বভাগে, এই সতীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়া মনুষ্য সর্ব্বপাপমুক্ত হয়।

অমৃতেশ্বরাবির্ভাব।

পূর্ব্বকালে এই কাশীতে সনারু নামে, ব্রহ্মযজ্ঞ রত, অতিথিপূজক, ও পরমশৈব; এক মুনি বাস করিতেন। একদা তাঁহার একমাত্র পুত্র, উপজন্ধনি, অরণ্য মধ্যে সর্পাঘাতে মৃত হওয়ায়; সনারু নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে, ঐ মৃতপুত্রকে, স্বর্গদ্বার সমীপে, একটী সুশোভন, ও শ্রীফলাকৃতি গুপ্তলিঙ্গোপরি স্থাপিত করিয়া; তাহার সংকারার্থ চিন্তাবিষ্ট ছিলেন। ইতিমধ্যে ঐ মৃত উপজন্ধনি, সুপ্তোত্থিতের ন্যায়, পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন। মুনিবর সনারু, ঐ গুপ্তলিঙ্গের আবিষ্কার করিয়া; অমৃতেশ্বর নামে অভিহিত করেন। যেহেতু ঐ লিঙ্গের, অমৃতসদৃশ প্রাণদায়ক গুণবত্ত্বা প্রভাবেই; তাঁহার মৃতপুত্র পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন। কলিকালে এই লিঙ্গ অদৃশ্য হইয়াছেন। ত্রিভুবনে কোন লিঙ্গই, এই অমৃতেশ্বরের তুল্য, আশুফলদায়ী নহে; তজ্জন্যই ভগবান শঙ্কর কর্ত্তৃক, ইনি পরমযত্নে গোপিত হইয়াছেন। তাঁহার নামোচ্চার মাত্র, উপসর্গ জনিত আশঙ্কা বিদূরিত হয়॥

লিঙ্গ ও ভৈরবাবলী।

যাহাতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত লীন, বা অশ্লিষ্ট হয়,

তাহাকে লিঙ্গ কহে। পূর্ব্বে মহেশ্বর যে স্থানে গজাসুরের চর্ম্ম পরিধান করিয়া, কৃত্তিবাস নাম ধারণ করেন; সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদ সেই স্থান, রুদ্রবাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তথায় তিনি স্বেচ্ছাক্রমে উমার সহিত অবস্থিতি করিতে ছিলেন, ইতি মধ্যে একদা নন্দী আসিয়া, প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন—হে দেবদেবেশ! এই স্থানে এক্ষণে সর্ব্ব রত্নময়, সুরম্য, ও সুমহৎ অষ্টাধিক ষষ্টি (৬৮) প্রাসাদ বিরাজমান হইয়াছে, আমি আপনার চিত্ত বিনোদনার্থ ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোকস্থিত মুক্তিপ্রদ শুভশিবলিঙ্গ সকল, আনয়ন করিয়া তন্মধ্যে স্থাপন করিয়াছি: ভগবতাবগতির জন্য তাঁহাদিগের নাম উল্লিখিত হইতেছে, যথা—স্থাণু, দেবদেব, বৈকুণ্ঠদেব, গোকর্ণ, মহাবল, শশিভূষণ, মহাকাল, অঘোগন্ধেশ্বর, মহানাদেশ্বর, মহোৎকটেশ্বর, বিমলেশ্বর, মহাব্রত বা মহাদেব, শূলটঙ্ক, মহাতেজেশ্বর, মহাযোগীশ্বর, চণ্ডীশ্বর, বিজয়েশ্বর, ঊর্দ্ধরেতা, শ্রীকণ্ঠেশ্বর, সূক্ষ্মেশ, জয়ন্তেশ্বর, ত্রিপুরান্তক, মুকুটেশ্বর, ত্রিশূলী, জটীদেব, ত্র্যম্বকদেব, হরেশ্বর, সর্ব্ব লিঙ্গ, স্থলেশ্বর, সহস্রাক্ষ, হর্ষিত লিঙ্গ, রুদ্রেশ্বর, বৃষেশ্বর, সংহারভৈরব, উগ্রলিঙ্গ, দণ্ডীশ্বর, ভদ্রকর্ণেশ্বর, শঙ্করলিঙ্গ, কাললিঙ্গ, পশুপতি, কপালী, উমাপতি, দীপ্তেশ্বর, কলশেশ, নকুলীশ্বর, অমরেশ, ভীমেশ্বর, ভস্মগাত্র, স্বয়ম্ভূ, ধরণীবরাহ, তারকেশ্বর, গদাধরগণপতি, বিরূপাক্ষ, মৎস্যেশ্বর, ভূর্ভুবঃ, হাটকে-

শ্বর, কিরাতেশ্বর, মকরেশ্বর, জলপ্রিয়, কোটীশ্বর, অন-লেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর, ত্রিলোচন, কৃত্তিবাসা, চন্দ্রেশ্বর, কামেশ্বর, ও নন্দীকেশ্বর ॥

এতদ্ভিন্ন রুরু, চণ্ড, অসিতাঙ্গ, কপালী, ক্রোধন, উন্মত্ত, সংহার ও ভীষণ নামক অষ্টভৈরবগণ, অষ্ট দিকে অবস্থিত থাকিয়া, নির্ব্বাণলক্ষ্মীর নিকেতন স্বরূপ কাশী-ক্ষেত্র সতত রক্ষা করিতেছেন।

আর কঙ্কাল বিদ্যুজ্জিহ্ব, লোলজিহ্ব, ক্রূরাস্য, ক্রূর-লোচন, উগ্র, বিকটদংষ্ট্র, রক্তাস্য, রক্তনাসিক, জৃম্ভক, জৃম্ভণমুখ, জ্বালানেত্র, বৃকোদর, গর্ত্তনেত্র, মহানেত্র, তুচ্ছনেত্র, অন্ত্রমণ্ডণ, জ্বলৎকেশ, শঙ্কুঃশিরা, খর্ব্বগ্রীব, মহাহনু, মহানাস, লম্বকর্ণ ও কর্ণপ্রাবরণ প্রভৃতি মহা-ভীমকায় চতুঃষষ্ঠি বেতাল ও তাদৃশাকার সম্পন্ন কোটী কোটী ভূতগণ বেষ্টিত হইয়া, চতুর্দ্দিকে দুরাচারদিগকে ত্রাশিত করত; সর্ব্বদা এই পুরী রক্ষা করিতেছেন ॥

এতন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান চতুর্দ্দশ লিঙ্গ—ওঙ্কারেশ্বর, ত্রিলোচন নাথ, মহাদেব, কৃত্তিবাসা, রত্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদারেশ্বর, ধর্ম্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, মণিকর্ণীশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর।

দ্বিতীয়তঃ—অমৃতেশ্বর, তারকেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর, করুণেশ্বর, মোক্ষদ্বারেশ্বর, স্বর্গদ্বারেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর, বৃষেশ্বর, চণ্ডীশ্বর, নন্দিকেশ্বর, মহেশ্বর ও জ্যোতিরূপেশ্বর।

তৃতীয়তঃ—শৈলেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, স্বর্লীন, মধ্যমেশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, ঈশান, গোপ্রেক্ষ, বৃষভধ্বজ, উপশান্তশিব, জ্যেষ্ঠেশ্বর, নিবাসেশ্বর, শুক্রেশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর ও জম্বুকেশ্বর এই দ্বিচত্বারিংশৎ লিঙ্গ; কাশীধামে বিখ্যাত আছেন॥

দুর্গাশক্তি বিবরণ।

সত্যযুগে রুরুদৈত্যাত্মজ দুর্গাসুর, তপস্যা বলে অজেয়ত্ব বর লাভ করিয়া, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের একাধিপত্যতা লাভ করিয়াছিল। কি মনুষ্য, কি দেবতা, কি তপস্বী, কি ঋষিগণ কেহই তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ও আসুরিক উৎপীড়নে, স্থির থাকিতে পারেন নাই। তজ্জন্য যাবতীয় সুরগণ, ভগবান শঙ্করের শরণাপন্ন হইলে: সর্ব্বজ্ঞ মহেশ্বর, দুর্গাসুরের নিধনার্থদেবীভগবতীকে আদেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর রুদ্রাণী, লাবণ্য চ্ছটায়, ত্রিলোকমন-মুগ্ধ-কারিণী, কালরাত্রিকে আহ্বান পূর্ব্বক, সেই দুর্গাসুরের নিকট প্রেরণ করিলেন। তদনুযায়ী মহাশক্তি মহাকালী, দুর্গাসুরকে নানাপ্রকার সদুপদেশ দ্বারা দেব রাজত্ব প্রত্যর্পণে অনুমতি করিলে, ঐ দুরাশয় তাহাতে প্রকোপিত হইয়া, তাঁহাকেই স্বকীয় অন্তঃপুরস্থা করিবার চেষ্টা করত, সমরোদ্যত হওয়ায়; তিনি নিমেষমধ্যে, দুর্গাসুর সৈন্যনিচয়ের নিধন করিলেন। অনন্তর দৈত্যেশ্বর, পর্ব্বতোপম দীর্ঘকায়, ও দুর্দ্ধর্ষ অসংখ্য দানবগণে পরিবৃত হইয়া, যুদ্ধ সজ্জায় সুসজ্জিত হইলে, দেবীমাহেশ্বরী, যাবতীয় দেবগণের, দৈবশক্তি

সংগ্রহে দশভূজা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, ত্রৈলোক্যবিজয়া, তারা, ত্রিপুরাভৈরবী, কামাখ্যা, শবাসনা প্রভৃতি মহা-বল-সম্পন্না নবকোটী মহাশক্তি সহকারে, মহাবল পরাক্রান্ত দুর্গাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন। দুর্দ্দান্ত দুর্গাসুর নিধন সময়ে, কখন মহিষরূপ, কখন মহাকায় মত্তমাতঙ্গ-রূপ ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই ঐ মহামায়ার মায়াপাশ হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। দুর্গাসুর নিধনান্তে দেবী মাহেশ্বরী, দেবতা ও মহর্ষিগণকে অভিলষিত বর-প্রদান করিয়া, দুর্গানামে অভিহিতা হইয়া; অন্তর্হিতা হয়েন। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশীতে, বিশেষতঃ মঙ্গলবারে ঐ দুর্গতিহারিণীর অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। নবরাত্রে, প্রত্যহ যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনায়, সমুদয় বিঘ্ন নিবারিত হয়। এতদ্ভিন্ন শতনেত্রা, সহস্রাস্যা, অযুতভুজা, অশ্বারূঢ়া, গজাস্যা, ত্বরিতা, শববাহিনী, বিশ্বা, ও সৌভাগ্যগৌরী নাম্নী নবশক্তি দ্বারা; এই অবিমুক্তক্ষেত্র, সর্ব্বক্ষণ নির্ব্বিঘ্ন রহিয়াছেন।

মণিকর্ণিকার রূপ ও ধ্যান এবং পরিমাণ।

চক্রপুষ্করিণীই মণিকর্ণিকা নামে প্রসিদ্ধা। তাহার স্থূল পরিমাণ—হরিশ্চন্দ্র মণ্ডপ, গঙ্গাকেশব, গঙ্গার মধ্যস্থল এবং স্বর্গদ্বারের মধ্যবর্ত্তী স্থান। সূক্ষ্ম পরিমাণ—হরিশ্চন্দ্র তীর্থের সম্মুখে হরিশ্চন্দ্র গণেশ হইতে, উত্তরাংশে সীমাগণেশ পর্য্যন্ত। নারায়ণের তপস্যায় মণিকর্ণিকা নিজ দ্রবরূপতা পরিহার পূর্ব্বক, নারীরূপে তাঁহাকে

দর্শন দিয়া ছিলেন। ঐ রমণী, দ্বাদশবর্ষীয়াকুমারী রূপধারিণী, শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, দক্ষিণকরে নীলপদ্ম মাল্যধরা, বামকরে পবিত্র মাতুলুঙ্গ ফল; ও অপর দুইহস্ত, সংলগ্নী কৃতা। পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, ওষ্ঠাধর প্রবাল ও মাণিক্য সৌন্দর্য্যহারী, সর্ব্বশরীর মুক্তালঙ্কার ও পঙ্কজমালায় সুশোভিত। মানবের অষ্টবিধ সিদ্ধিদায়ী মণিকর্ণিকার মন্ত্র—প্রথমে প্রণব, তৎপরে সরস্বতী বীজ, ভুবনেশ্বরী বীজ, লক্ষ্মীবীজ ও কামবীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক; পরে, "মণিকর্ণিকায়ৈ নমঃ" এবং অবশেষে প্রণব উচ্চারণ করিবে। অথবা প্রথমে প্রণব, মধ্যে "মং মণিকার্ণিকায়ৈ নমঃ" ও অন্তে, পুনর্ব্বার প্রণব জপ করিতে হয়। তিন লক্ষবার এই স্থানে, এই মন্ত্র জপ করিতে পারিলে, একটী মহাপুরশ্চরণের ফল লাভ হয়।

মুক্তিমণ্ডপ প্রবেশ।

পূর্ব্বোক্ত চৈত্র শুক্লাত্রয়োদশীতে, মহেশ্বর মন্দরাচল হইতে বারাণসীতে আসিয়া, এতাবৎ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা মোক্ষলক্ষ্মীর বিলাসভবন সদৃশ প্রাসাদ, সম্পূর্ণরূপে বিনির্ম্মিত হইলে; কার্ত্তিকমাসীয় অনুরাধা নক্ষত্রান্বিত শুক্লাপ্রতিপদে, শশী সমরাশিস্থ এবং অপর ২ শুভগ্রহ সকল, উচ্চস্থানে অবস্থিত হইলে; ভগবান বিশ্বনাথ, ত্রিলোচন পীঠ হইতে, অন্তর্গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময়ে ভূ-

লোক ও ভুবর্লোক প্রতিধ্বনিত করিয়া, দেববাদিত্র নিচয়ধ্বনিত হইতে লাগিল, দিঙ্মণ্ডল প্রশান্ত হইল, এবং ব্রাহ্মণ-বদনোচ্চারিত রমণীয় বেদধ্বনি, অন্য শব্দকে পরাভূত করিয়া; আকাশমণ্ডল পরিপূরিত করিল। গন্ধর্ব্বগণ মঙ্গলসঙ্গীত, অপ্সরোগণনৃত্য, সিদ্ধচারগণ মনোহর স্তুতিপাঠ এবং দেবগণ পুলকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। নিখিল দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, নাগ, বিদ্যাধর, সাধ্য, কিন্নর ও নর নারীগণের প্রতি পদে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ নির্ব্বাধে উদিত হইয়াছিল। তৎকালে সমুদয় প্রাঙ্গণভূমিই হরিত, শ্বেত, মাঞ্জিষ্ঠ, নীল, পীত এবং কর্ব্বুরবর্ণ কুসুমসমূহ নির্ম্মিতমাল্যে, সুশোভিত হইয়াছিল। যে সকল দ্রব্য, চেতনাবিহীন ছিল; তাহাও যেন, সেই উৎসবে সচেতনের ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছিল।

এই প্রকারে মহাসমারোহ বিলোকন করিতে করিতে, ভগবানবিশ্বেশ্বর, কুমারনিকরে পরিবেষ্ঠিত হওত, ভবানীর সহিত, মুক্তিমণ্ডপে প্রবিস্ট হইয়া, উৎকৃষ্ট আসনে আসীন হইলে; ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, ও মহর্ষিবৃন্দ, সমবেত পুরঃসর; তাঁহার শুভঅভিষেককার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তদনন্তর তাবৎ দেবগণ, মহোরগগণ, সমুদ্র চতুষ্টয়, পর্ব্বত সকল এবং অপরাপর পবিত্র জীব নিচয়, অসঙ্খ্য রত্ন, বস্ত্র, বিবিধ বিচিত্র মাল্য ও গন্ধদ্রব্য দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করিলেন। ব্রাহ্মী আদি মাতৃগণ

তাঁহার নীরাঞ্জন করিলেন। তৎপরে বিশ্বভাবন বিশ্বনাথ, উপস্থিত যাবতীয় দেবগণ, মহর্ষিগণ ও মুনীন্দ্রগণকে সাদরসম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া; ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে নিজ সমীপে উপবেশন করাইলেন। যে নর, নিমেষ পরিমিত কাল অচঞ্চলচিত্তে, এই মুক্তিমণ্ডপে অবস্থিতি করে, সেই ভক্তমানব, আর জরায়ুবন্ধনে বদ্ধ হয় না। ইহা বিশ্বনাথের আদেশ।

শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বর পরিক্রমণ।

ত্রৈলোক্য নগরের মধ্যে, কাশীই বিশ্বেশ্বরের রাজভবন। তন্মধ্যে মোক্ষ-লক্ষ্মী-বিলাস নামক অতি সুখময় প্রাসাদ, তাঁহার ভোগভবন। উক্ত প্রাসাদের দক্ষিণে একটী মণ্ডপ আছে, তাহাই তাঁহার সভামণ্ডপ। ইহাই মুক্তিমণ্ডপ নামে বিখ্যাত। জ্ঞান বাপীতে, তিনি উমার সহিত জলক্রীড়া করেন। তাহার অগ্রভাগে তাঁহার শৃঙ্গারমণ্ডপ অবস্থিত, তাহাকেই শ্রীপীঠ কহে। মোক্ষ-লক্ষ্মী-বিলাস-ভবনের উত্তরে, একটী মণ্ডপ আছে, তাহার নাম ঐশ্বর্য্যমণ্ডপ; তথায় বিশ্বেশ্বর, ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। ঐ ঐশ্বর্য্য মণ্ডপের পূর্ব্বদিকে জ্ঞানমণ্ডপ বর্ত্তমান আছে। ভবানীরাজভবনে, বিশ্বনাথের রন্ধনশালা। বিশালাক্ষীর মহাসৌধ, তাঁহার বিশ্রাম স্থান। চক্রপুষ্করিণী, মহেশ্বরের নিয়ম স্নানেরতীর্থ। তন্নিকটস্থ মণিকর্ণিকা, তাঁহার দানস্থল। এই মণিকর্ণিকা সৌভাগ্য ভূমি বলিয়া বিখ্যাতা। শরীর, সম্পত্তি এবং

মণিকর্ণিকা, এতৎ তৃতয়ের সম্মিলনই "ত্রিসংযোগঃ"। দৈবক্রমে এস্থলে ত্রিসংযোগ ঘটিলে, বিশ্বনাথ, পাত্রা-, পাত্র বিচার না করিয়াও, নিজ সর্ব্বস্ব প্রদান করেন। অবিমুক্তেশ্বরের সমীপে তাঁহার লিঙ্গ পূজার পরম স্থান। তিনি পশুপতীশ্বরের নিকটে সায়ংসন্ধ্যা, ও ওঙ্কারেশ্বর সন্নিধানে প্রাতঃ সন্ধ্যা করিয়া থাকেন। কৃত্তিবাস লিঙ্গে প্রতি চতুর্দ্দশীতে বাস করেন। এই রূপে তিনি রত্নেশ্বর লিঙ্গে, ত্রিলোচনে বা ত্রিবিষ্টপলিঙ্গে, মহাদেব লিঙ্গে, বৃষভধ্বজ পীঠে, আদিকেশব পীঠে, মঙ্গলা পীঠে, বিন্দু মাধব তীর্থে, পঞ্চনদে, বীরেশ্বরে, চন্দ্রেশ্বরে এবং ধর্ম্মেশ্বর পীঠে; সময়ে সময়ে বিচরণ করিয়া; ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

কাশী মাহাত্ম্য।

"সন্তি তীর্থান্যনেকানি পুণ্যান্যায়তনানিচ।
অধি ত্রিলোকি নোকাশ্যাঃ কলামর্হন্তি ষোড়শীং॥"

পূর্ব্বে মণিকর্ণীশ্বর, দক্ষিণে ব্রহ্মেশ্বর, পশ্চিমে গোকর্ণেশ্বর ও উত্তরে ভারভূতেশ্বর; এই চতুঃসীমান্তর্গত ক্ষেত্রই, অবিমুক্তমহাক্ষেত্র। এই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ রূপ রত্নের পরম আকর মহাক্ষেত্র, সজ্জনের সর্ব্ব সিদ্ধিদায়িকা। ইহা, স্বৈরচারী আশ্রিত জীবরূপ পতঙ্গের, প্রদীপ স্বরূপা। ইহা, অন্ধকাররূপ অজ্ঞানরাশীর পক্ষে সহস্ররশ্মি; কর্ম্মরূপ মহীরূহের দাবানল; সংসার সাগরের বাড়বানল; নির্ব্বাণলক্ষ্মীর ক্ষীরসমুদ্র; ও অনন্ত

সুখের সঙ্কেতগৃহ স্বরূপা। ইনি, দীর্ঘনিদ্রায় নিদ্রিত জীবগণকে পরম উদ্বোধ প্রদান করেন। ইনি, মার্গবৃক্ষের ন্যায় ছায়াদানে যাতায়াতশ্রমার্ত্ত জীবগণের শ্রমরাশি অপনোদন করেন। এই অবিমুক্তক্ষেত্র বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায়, বহুজন্মার্জ্জিত পাপাচলের; পক্ষচ্ছেদনে ব্রতী। ইহাঁর নামোচ্চারণ মাত্রে, মানবের মহাকল্যাণ হইয়া থাকে। ইহা বিশ্বনাথের নিত্যধাম, স্বর্গ ও অপবর্গের সীমা এবং ইহার ভুমি, স্বর্গনদীরচঞ্চলকল্লোলে প্রতি-নিয়ত প্রক্ষালিত হইয়া থাকে। রাগরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন বিশালসংসারবৃক্ষ, এই কাশীতে দীর্ঘনিদ্রারূপ কুঠারে ছিন্ন হইলে, আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। পৃথিবীতে যে সমস্ত উষর ক্ষেত্র বিদ্যমান আছে, কাশী তাহাদিগের মধ্যে প্রধান; যেহেতু এই ক্ষেত্রে দেহ-বীজ বপন করিলে, পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না! সর্ব্ব ভোজী, ও সর্ব্ব বিক্রয়ী, কাশীবাসী ব্যক্তি, যে গতি প্রাপ্ত হয়; তাহা অন্যত্র বিবিধ যজ্ঞ, ও দান করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি দেহাবসানকালে, কাশীর স্মরণ করে, তাহারও পাপ রাশি মুক্ত হইয়া; পরম গতি লাভ হইয়া থাকে। সত্যাদি সপ্তলোকের সম্পত্তি, ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু এই অবিমুক্তক্ষেত্রের সম্পদ, কদাচ বিনষ্ট হয় না। তাহা বিশ্বেশ্বরের আজ্ঞায় লাভ করা যায়। এই অবি-মুক্তক্ষেত্রে কৃমি, কীট, পতঙ্গাদিও যদি দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে, তাহাদের যে গতি দৃষ্ট হইয়া থাকে,

তাহা ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না। পূর্ব্বে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—"কাশীতে দেহত্যাগ করিলে মুক্তি হয়।" নারায়ণ সূর্য্যকে অষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন "কৈবল্যং কাশী সংস্থিতো।" মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য মুনিসমাজে বলিয়াছেন—"কাশীতে মৃত্যু হইলে পরমপদ প্রাপ্তি হয়" বিশ্বেশ্বর জগদম্বার নিকট মন্দরাচলে সর্ব্বদা বলিতেন "কাশী নির্ব্বাণের উৎপত্তি ক্ষেত্র।" কৃষ্ণ দ্বৈপায়নও এই কথা বলেন—"যথায় সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর, তথায় পদে পদে মুক্তি হইতে পারে।" তীর্থ সন্ন্যাসকারী লোমশ প্রভৃতি অন্যান্য প্রধান প্রধান মুনিরাও এই কথা বলেন—"কাশী মুক্তি প্রকাশিকা।" এই অবিমুক্তক্ষেত্রে আসিয়া, যে ব্যক্তি বিশেশ্বরের পূজা করে, শত কোটী কল্পেও তাহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না। এ সংসারে তাদৃশ যোগ বা তপস্যা নাই, যাহার প্রভাবে কাশীর সেবা না করিয়াও, তৎসেবা ফলস্বরূপ শ্রেষ্ঠ নির্ব্বাণ লাভ হয়। এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজন্ম পাইয়া, যাহারা কাশীর সেবা না করে, সেই মূঢ়চেতাদিগকে, নিশ্চয়ই দৈব বঞ্চনা করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে অনায়াসেই অত্যুগ্র তপস্যা, মহাদান, মহাব্রত, যম, নিয়ম, আধ্যাত্ম যোগাভ্যাস, মহাযজ্ঞ, ও উপনিষদের সহিত বেদান্তপাঠের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কাশীই বিদ্যার জন্মভূমি, লক্ষ্মীর চিরন্তন আবাসস্থান ও ত্রিগুণাত্মিকা মুক্তিক্ষেত্র। ত্রিভুবনস্থ যাবতীয় দেবতা

গণ, দেবর্ষিগণ, মহর্ষিগণ, মুক্তাত্মা মানবগণ এবং তীর্থা-
বলী সময়ে সময়ে, এই কাশীনাথের ও ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য
সেবার জন্য উপস্থিত হন ॥

বিশ্বেশ্বর মাহাত্ম্য।

গঙ্গা-তরঙ্গ রমণীয় জটা কলাপং,
গৌরী নিরন্তর বিভূষিত বামভাগম্।
নারায়ণ প্রিয় মনঙ্গ মদাপহারং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ১ ॥

বাচামগোচরমনেক গুণ স্বরূপং,
বাগীশ বিষ্ণু সুর সেবিত পাদপীঠম্।
বামেন বিগ্রহবরেণ কলত্রবন্তং,
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ২ ॥

ভূতাধিপং ভুজগ ভূষণ ভূষিতাঙ্গং,
ব্যাঘ্রাজিনাম্বরধরং জটিলং ত্রিনেত্রম্।
পাশাঙ্কুশাভয়বরপ্রদ শূলপাণিং,
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৩ ॥

শীতাংশুশোভিত কিরীট বিরাজমানং,
ভালেক্ষণানল বিশোধিত পঞ্চবাণম্।
নাগাধিপারচিত ভাস্বরকর্ণপূরং,
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৪ ॥

পঞ্চাননং দুরিত মত্তমাতঙ্গজানাং,
নাগান্তকং দনুজপুঙ্গব পন্নগানাম্।

দাবানলং মরণ শোকজরাটবীনাং,
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৫ ॥
তেজোময় সগুণ নির্গুণমদ্বিতীয়ং,
আনন্দকন্দমপরাজিতমপ্রমেয়ম্ ।
নাগান্তকং সকল নিষ্কলমাত্মরূপং,
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৬ ॥
আশাং বিহায় পরিহৃত্য পরস্যনিন্দা,
পাপেরতিঞ্চ সুনিবার্য্য মনঃ সমাধৌ ।
আদায় হৃৎকমলমধ্যগতং পরেশং,
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৭ ॥
রাগাদিদোষরহিতং স্বজনানুরাগ
বৈরাগ্য শান্তিনিলয়ং গিরিজাসহায়ম্ ।
মাধুর্য্য-ধৈর্য্য-সুভগং গরলাভিরাগং,
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্ ॥ ৮ ॥

এই অবনী মণ্ডলে যাহা কিছু দেখা যায় তৎসমস্তই ক্ষণভঙ্গুর, একমাত্র কেবল বিশ্বনাথই অভঙ্গুর এবং তাঁহার পূজাও অভঙ্গুর। চন্দনবৃক্ষের সংসর্গে সকল বৃক্ষই যে রূপ সৌরভ সম্পন্ন হয়, সেই রূপ বিশ্বনাথের সান্নিধ্য দ্বারা, প্রাকৃক্ত-পাশ-যন্ত্রিত সংসারবদ্ধ জীবগণ নির্ব্বাণমুক্তিরূপ সৌরভ সংযুক্ত হয়; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক ও বৈকুণ্ঠ বা রসাতল

মধ্যে কোন স্থানেই ; বিশ্বেশ্বর সদৃশ নির্ব্বাণ মুক্তি-দায়ক লিঙ্গ নাই। যে ব্যক্তি জন্ম মধ্যে একবার মাত্র বিশ্বেশ্বরকে দর্শনও নমস্কার করে, সে ত্রৈলোক্যজন-পূজিত নরপতি হয়। যাহার রসনাগ্রে বিশ্বেশ্বর নাম, কর্ণে বিশ্বেশ্বর কথা শ্রবণ এবং মানসে বিশ্বেশ্বর চিন্তা ; তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না !

" ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নিগুর্ণায় ॥
ত্বমেকং শরণং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎ কারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং ॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,
গতি প্রাণিনাং, পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং, রক্ষকং রক্ষকানাম্ ॥
পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপ বিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্যং।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥
তদেকং স্মরাম, তদেকং জপাম,

তদেকং জগৎ সাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং,
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥”

বারাণসী তীর্থাবলী।

গঙ্গাসিসঙ্গম হইতে, উত্তর দিকস্থ তীর্থশ্রেণীর মাহাত্ম্যপর্য্যায়।

১ হয়গ্রীব তীর্থ। ২ গজতীর্থ। ৩ কোকাবরাহ তীর্থ। ৪ দিলীপ তীর্থ—দিলীপেশ্বর। ৫ সগরতীর্থ—সগরেশ্বর। ৬ সপ্তসাগরতীর্থ। ৭ মহোদধিতীর্থ। ৮চৌর তীর্থ—কফল্কেশ্বর। ৯ হংসতীর্থ। ১০ ত্রিভুবনকেশব তীর্থ। ১১ গোব্যাঘ্রেশ্বর তীর্থ। ১২ মান্ধাতৃতীর্থ। ১৩ মুচুকুন্দুতীর্থ। ১৪ পৃথুতীর্থ-পৃথ্বীশ্বর। ১৫ পরশুরামতীর্থ। ১৬ বলরামতীর্থ। ১৭ দিবোদাসতীর্থ দিবোদাসেশ্বর। ১৮ ভাগীরথী তীর্থ। ১৯ কেদারকুণ্ডতীর্থ-নিষ্পাপেশ্বর। ২০ দশাশ্বমেধতীর্থ-দশাশ্বমেধেশ্বর। ২১ বন্দীতীর্থ। ২২ মহানিগড়খণ্ডনতীর্থ। ২৩ প্রয়াগতীর্থ প্রয়াগেশ্বর। ২৪ ক্ষৌণীবরাহ তীর্থ। ২৫ কালেশ্বর তীর্থ। ২৬ অশোক তীর্থ। ২৭ শুক্রতীর্থ শুক্রেশ্বর। ২৮ ভবানীতীর্থ। ২৯ প্রভাসতীর্থ (সোমেশ্বরের সম্মুখে)। ৩০ গরুড়তীর্থ গরুড়েশ্বর। ৩১ ব্রহ্মতীর্থ-ব্রহ্মেশ্বর। ৩২ বৃদ্ধার্কতীর্থ। ৩৩ নৃসিংহ তীর্থ। ৩৪ চিত্ররথেশ্বরতীর্থ চিত্ররথেশ্বর। ৩৫ ধর্ম্ম তীর্থ-ধর্ম্মেশ্বর। ৩৬ বিশালতীর্থ-বিশালাক্ষী দেবী। ৩৭ জরাসন্ধতীর্থ জরাসন্ধেশ্বর। ৩৮ ললিতাতীর্থ ললিতা-

দেবী। ৩৯ গঙ্গাকেশবতীর্থ। ৪০ অগস্ত্যতীর্থ। ৪১ যোগিনীতীর্থ। ৪২ ত্রিসন্ধ্যাতীর্থ। ৪৩নর্ম্মদাতীর্থ-নর্ম্মদেশ্বর। ৪৪ অরুন্ধতীতীর্থ। ৪৫ বশিষ্ঠতীর্থ। ৪৬ মার্কণ্ডেয়-তীর্থ মার্কণ্ডেশ্বর। ৪৭ খুরকর্ত্তরিতীর্থ। ৪৮ ভগীরথতীর্থ।

গঙ্গা ও বরণা সঙ্গম হইতে, দক্ষিণ দিকস্থ তীর্থ শ্রেণীর মাহাত্ম্যপর্য্যায়॥

১ আদিকেশবতীর্থ। ২ পাদোদকতীর্থ। ৩ শ্বেতদ্বীপতীর্থ। ৪ ক্ষীরাব্ধিতীর্থ। ৫ শঙ্খতীর্থ। ৬ চক্রতীর্থ। ৭ গদাতীর্থ। ৮ পদ্মতীর্থ। ৯মহালক্ষ্মীতীর্থ। ১০গারুত্মতীর্থ। ১১ নারদতীর্থ-নারদকেশব। ১২ প্রহ্লাদতীর্থ। ১৩ অম্বরীষতীর্থ। ১৪ আদিত্যকেশবতীর্থ। ১৫ দত্তাত্রেয়তীর্থ। ১৬ভার্গবতীর্থ। ১৭ বামনতীর্থ। ১৮ নারায়ণতীর্থ। ১৯বিদারনারসিংহতীর্থ। ২০যজ্ঞবারাহতীর্থ। ২১ গোপীগোবিন্দতীর্থ। ২২ শেষতীর্থ। ২৩ শঙ্খমাধবতীর্থ। ২৪নীলগ্রীবতীর্থ। ২৫উদ্দালকতীর্থ। ২৬সাঙ্খ্যতীর্থ-সঙ্খ্যেশ্বর। ২৭ স্বর্লীনতীর্থ স্বর্লীনেশ্বর। ২৮মহিষাসুরতীর্থ। ২৯ বাণতীর্থ-বাণেশ্বর। ৩০ গোপ্রতারেশ্বরতীর্থ। ৩১ হিরণ্যগর্ভতীর্থ। ৩২ প্রণবতীর্থ-প্রণবেশ্বর। ৩৩পিশঙ্গিলাতীর্থ। ৩৪পিলিপ্পিলাতীর্থ-ত্রিপিষ্টপলিঙ্গ। ৩৫নাগেশ্বরতীর্থ। ৩৬ কর্ণাদিত্যতীর্থ। ৩৮ভৈরবতীর্থ। ৩৯খর্ব্বনৃসিংহতীর্থ। ৪০দ্বিতীয় মার্কণ্ডেয়তীর্থ। ৪১পঞ্চনদতীর্থ বিন্দুমাধব। ৪২জ্ঞানেশ্বরতীর্থ। ৪৩মঙ্গলতীর্থ। ৪৪ময়ুখমালীতীর্থ-ভগস্তীশ্বর। ৪৫ ময়ূখেশ্বরতীর্থ। ৪৬

বিন্দুতীর্থ। ৪৭ পিপ্পলাদতীর্থ। ৪৮ তাম্রবরাহতীর্থ। ৪৯ কালগঙ্গাতীর্থ। ৫০ ইন্দ্রদ্যুম্নতীর্থ ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর। ৫১ রামতীর্থ-রামেশ্বর। ৫২ ঐক্ষ্বাকেশ্বরতীর্থ। ৫৩ মরুৎ-তীর্থ-মরুত্তেশ্বর। ৫৪ মৈত্রাবরুণতীর্থ। ৫৫ অগ্নিতীর্থ-অগ্নিশ্বর। ৫৬ অঙ্গারতীর্থ-অঙ্গারেশ্বর। ৫৭ কলশ-তীর্থ-কলশেশ্বর। ৫৮ চন্দ্রতীর্থ-চন্দ্রেশ্বর। ৫৯বীরতীর্থ-বীরেশ্বর। ৬০বিঘ্নেশতীর্থ। ৬১হরিশ্চন্দ্রতীর্থ-হরিশচন্দ্রেশ্বর। ৬২ পর্ব্বততীর্থ-পর্ব্বতেশ্বর। ৬৩কম্বলাশ্বতরতীর্থ-কম্বলাশ্বতরেশ্বর। ৬৪ সারস্বততীর্থ। ৬৫ উমাতীর্থ। ৬৬মণিকর্ণিকাতীর্থ। ৬৭চক্রতীর্থ। ৬৮রুদ্রাবাস তীর্থ। ৬৯ বিশ্বতীর্থ। ৭০ মুক্তিতীর্থ। ৭১ অবিমুক্ততীর্থ। ৭২ তারকতীর্থ। ৭৩ ঢুণ্টিতীর্থ। ৭৪ ২য় ভবানীতীর্থ। ৭৫ ঈশানতীর্থ। ৭৬ জ্ঞানতীর্থ। ৭৭ নন্দীতীর্থ। ৭৮ বিষ্ণু-তীর্থ। ৭৯ পিতামহতীর্থ। ৮০ নাভিতীর্থ বা ব্রহ্মানল তীর্থ।

পঞ্চতীর্থরাজ।

১ অসিসঙ্গম। ২ দশাশ্বমেধ। ৩ পাদোদক। ৪ পঞ্চ-নদ। ৫ মণিকর্ণিকা। এই পঞ্চতীর্থে স্নান করিলে মনুষ্য শিব স্বরূপ হয়, অর্থাৎ তাহাকে আর নরদেহ ধারণ করিতে হয় না। এই তীর্থপঞ্চের মহিমা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, দেবর্ষি ও মহর্ষিগণেও, বর্ণনা করিতে অক্ষম।

—*—

বারাণসী তীর্থ নির্দ্দেশ ।

লিঙ্গ সকলই তীর্থ বলিয়া কথিত আছে এবং ঐ লিঙ্গরূপ তীর্থ সম্বন্ধেই জলাশয়ের নামও তীর্থ হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অর্ক, শিব ও গণেশাদি সমস্ত দেব মূর্ত্তিই শিবলিঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহাদিগের অবস্থিতির স্থানও তীর্থ।

তীর্থ	লিঙ্গ	কুণ্ড বা কূপ	স্থান	ফল
মহাব্রত তীর্থ	মহাদেব	মহাকূপ	হিরণ্যগর্ভ তীর্থের পশ্চিমে	সারস্বতপদ প্রদ
	গোপ্রেক্ষ	—	মহাদেবের পূর্ব্ব দিকে	গোদানজনিত ফল
	দধীচীশ্বর	—	গোপ্রেক্ষলিঙ্গের দক্ষিণে	যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত ফল
	অত্রীশ্বর	—	দধীচীশ্বরের দক্ষিণে	বিষ্ণুপদ লাভ
	বিজ্বরেশ্বর	—	গোপ্রেক্ষ লিঙ্গের পূর্ব্বে	জ্বর শূন্যতা
	বেদেশ্বর	—	বিজ্বরেশ্বরের পশ্চিমে	চতুর্ব্বেদ পাঠের ফল
আদিকেশব তীর্থ	আদিকেশব	—	বেদেশ্বরের উত্তরে	ত্রিভুবন দর্শন জনিত ফল
সঙ্গমতীর্থ	সঙ্গমেশ্বর	—	আদিকেশবের পূর্ব্বে	নিষ্পাপ
	চতুর্ম্মুখ লিঙ্গ ও শান্তিগৌরী	—	সঙ্গমেশ্বরের পূর্ব্ব ভাগে	ব্রহ্মলোক বাস
	দন্তীশ্বর	—	বরণানদীর পূর্ব্ব তটে	বহুপুত্র লাভ
কাপিল তীর্থ	বৃষভধ্বজ	কাপিলহ্রদ	দন্তীশ্বরের উত্তরে	বাজসূয়যজ্ঞফলপ্রদ

	অনসূয়েশ্বর	—	গোপ্রেক্ষলিঙ্গের উত্তরে	পাতিব্রত ফলপ্রদ
	সিদ্ধিবিনায়ক	—	অনসূয়েশ্বরের পূর্ব্ব ভাগে	বাসনা সফল
	হিরণ্যকশিপুশ্বর	হিরণ্য কূপ	সিদ্ধি বিনায়েকর পশ্চিমে	হিরণ্য ও অশ্বসমৃদ্ধি প্রদ
	মুণ্ডাসুরেশ্বর	—	হিরণ্যকশিপুলিঙ্গের পশ্চিমে	সিদ্ধি প্রদ
	বৃষভেশ্বর	চতুঃসাগরবাপী	গোপ্রেক্ষ লিঙ্গের নৈঋতে	অভীষ্ট দায়ক
স্কন্দতীর্থ	স্কন্দেশ্বর	—	মহাদেবের পশ্চিমে	ষড়ানন সামীপ্য দায়ক
	শাখেশ্বর			
	বিশাখেশ্বর			নামধেয় গণসমূহের সামীপ্য
	নৈগমেয়েশ্বর	—	স্কন্দেশ্বরের পার্শ্বে	মোক্ষ দায়ক
১ম নন্দী তীর্থ	নন্দীশ্বর ইত্যাদি			
	শত সহস্র লিঙ্গ			
	শিলাদেশ্বর	—	নন্দীশ্বরের পশ্চিমে	কুবুদ্ধি নাশক
হিরণ্যাক্ষ তীর্থ	হিরণ্যাক্ষেশ্বর	—	শিলাদেশ্বরের নিকটে	মহাফল প্রদ
	অট্টহাস	—	হিরণ্যাক্ষেশ্বরের দক্ষিণে	সর্ব্বসুখপ্রদ
	প্রসন্নবদন	প্রসন্নোদক কুণ্ড	অট্টহাসের উত্তরে	প্রসন্নতা দায়ক
মৈত্রাবরুণতীর্থ	মিত্রাবরুণ	—	অট্টহাসের পশ্চিমে	মিত্রাবরুণলোকপ্রাপ্তি
বশিষ্ঠতীর্থ	বৃদ্ধবশিষ্ঠেশ্বর	—	,, নৈঋতকোণে	মহজ্জ্ঞানোদয়
	কৃষ্ণেশ্বর	—	বশিষ্ঠেশ্বরের সমীপে	বিষ্ণুলোক প্রদ
	যাজ্ঞবল্ক্যেশ্বর	—	,, দক্ষিণে	ব্রহ্মতেজো বিবর্দ্ধক

প্রহ্লাদতীর্থ	প্রহ্লাদেশ্বর	—	যাজ্ঞবল্কেশ্বরের পশ্চাতে	পরমভক্তিদায়ক
স্বলীন তীর্থ	স্বলীন	—	প্রহ্লাদেশ্বরের পূর্ব্বদিকে	পরমানন্দদায়ক
	বৈরোচনেশ্বর	—	স্বলীন লিঙ্গের সম্মুখে	ঐ
	বলীশ্বর	—	বৈরোচনেশ্বরের উত্তরে	মহাবল বিবর্দ্ধক
বাণতীর্থ	বাণেশ্বর	—	বলীশ্বরের নিকটে	সর্ব্বসিদ্ধি প্রদ
চন্দ্রতীর্থ	চন্দ্রেশ্বর	চন্দ্রকুণ্ড	মরীচীশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে	পাপপ্রণোদক
	বিদ্যেশ্বর	—	চন্দ্রেশ্বরের পূর্ব্বে	বিদ্যালাভ
পঞ্চমুদ্র অথবা বীরতীর্থ	বীরেশ্বর ও বিকটা দেবী	—	বিদ্যেশ্বরের দক্ষিণে	মহাসিদ্ধিপ্রদ
সগরতীর্থ	সগরেশ্বর	—	বীরেশ্বরের বায়ুকোণে	অশ্বমেধযজ্ঞ ফলপ্রদ
	বাগীশ্বর	—	সগরেশ্বরের ঈশাণকোণে	তির্য্যকযোনিপ্রাপ্তিনিবারক
	সুগ্রীবেশ্বর	—	বাগীশ্বরের উত্তরে	মহাপাপ নাশক
হনুমান তীর্থ	হনুমদীশ্বর	—	,, ,,	ব্রহ্মচর্য্য ফলপ্রদ
	জাম্বদীশ্বর	—	,, ,,	মহাবুদ্ধিদায়ক
	আশ্বিনেয়েশ্বর	—	গঙ্গার পশ্চিম তটে	সহস্র কপিলাগোদান
ভদ্রতীর্থ	ভদ্রেশ্বর	ভদ্রহ্রদ	ভদ্রহ্রদের পশ্চিমে	গোলোক বাস
	উপশান্ত শিব	—	ভদ্রেশ্বরের নৈঋতে	শতজন্মার্জ্জিত পাপনাশক
	চক্রেশ্বর	চক্রহ্রদ	উপশান্ত শিবের উত্তরে	পুনর্জ্জন্ম নাশক
	শূলেশ্বর	শূলহ্রদ	চক্রেশ্বরের নৈঋতকোণে	রুদ্রলোক প্রাপ্তি

নারদতীর্থ	নারদেশ্বর	নারদ কুণ্ড	শূলেশ্বরের পূর্ব্বাংশে	মোক্ষ ফল
	বভ্রাহকেশ্বর	অত্রিকুণ্ড	নারদেশ্বরের পূর্ব্বে	মহাপাপ নাশক
	বিঘ্নহর্ত্তাগণেশ	বিঘ্নহর কুণ্ড	অত্রিকুণ্ডের বায়ুকোণে	বিঘ্নশান্তি
	অনারকেশ্বর	অনারককুণ্ড	বিঘ্নহর্ত্তাগণেশের উত্তরে	নিরয়গতি নাশক
	বরণেশ্বর	—	অনারকেশ্বরের উত্তরে	পরমসিদ্ধি প্রদ
পর্ব্বততীর্থ	শৈলেশ্বর	—	বরণেশ্বরের পশ্চিমে	নির্ব্বাণগতি দায়ক
	কোটীশ্বর	কোটীতীর্থ হ্রদ	শৈলেশ্বরের দক্ষিণে	অক্ষয়সিদ্ধিদায়ক
কপালমোচনতীর্থ	কপালেশ্বর	কপালমোচন হ্রদ	কোটীশ্বরের অগ্নিকোণে	অশ্বমেধযজ্ঞ ফল
ঋণমোচনতীর্থ	ঋণমোচনেশ্বর	ঋণমোচন হ্রদ	কপাল মোচনের উত্তরে	ঋণমুক্তি
অঙ্গারকতীর্থ	অঙ্গারকেশ্বর	অঙ্গারকুণ্ড	ঋণমোচনের নিকটে	ব্যাধিমুক্তি ও সুখদায়ক
	বিশ্বকর্ম্মেশ্বর	—	অঙ্গারকেশ্বরের উত্তরে	জ্ঞানদায়ক
	মহামুণ্ডেশ্বর ও মহামুণ্ডাদেবী	শুভোদক কূপ	বিশ্বকর্ম্মেশ্বরের দক্ষিণে	পাপনাশক
	খট্বাঙ্গেশ্বর	—	মহামুণ্ডেশ্বরের নিকটে	নিষ্পাপত্ব প্রাপ্তি
	ভুবনেশ্বর	ভুবনেশ্বর কুণ্ড	খট্বাঙ্গেশ্বরের দক্ষিণে	শিবত্ব প্রাপ্তি
	বিমলেশ্বর	বিমলোদক কুণ্ড	ভুবনেশ্বরের দক্ষিণে	নিষ্পাপত্ব প্রাপ্তি
কপিলতীর্থ	কপিলেশ্বর	কপিলগুহা	শুভেশ্বরের দক্ষিণে	গর্ভযন্ত্রণা নাশক
	শুভেশ্বর	যজ্ঞোদক কূপ	ভৃগু আশ্রমের পশ্চিমে	মহাশুভফল দায়ক
প্রণব তীর্থ	নাদেশ্বর	মৎস্যোদরী গঙ্গা	মৎস্যোদরীর উত্তর কূলে	পরমগতি দায়ক

উদ্দালকতীর্থ	উদ্দালকেশ্বর	—	কপিলেশ্বরের উত্তর দিকে	পরমগতি দায়ক
	বাষ্কলীশলিঙ্গ	—	উদ্দালকেশ্বরের উত্তরে	সর্ব্বার্থ সিদ্ধি দায়ক
	কৌস্তুভেশ্বর	—	বাষ্কলীশ লিঙ্গের দক্ষিণে	রত্নরাশিশূন্যতাপহারক
	* শঙ্কুকর্ণেশ্বর	—	কৌস্তুভেশ্বরের দক্ষিণে	পরমজ্ঞানদায়ক
অঘোরতীর্থ	অঘোরেশ্বর	অঘোর কূপ	কপিলেশ্বরের নিকটে	অশ্বমেধযজ্ঞ ফলদায়ক
	গর্গেশ্বর	—	অঘোরেশ্বরের নিকটে	বাঞ্ছিত সিদ্ধিদায়ক
	দমনেশ্বর	—	,,	,,
রুদ্রবাস	রুদ্রেশ্বর	রুদ্রমহাকুণ্ড	গর্গেশ্বরের দক্ষিণে	রুদ্রলোক প্রাপ্তি
	মহালয়েশ্বর	মহালয়কুণ্ড	রুদ্রেশ্বরের নৈঋত কোণে	,,
		বৈতরণী দীর্ঘিকা	মহালয়েশ্বরের সমীপে	একবিংশৎ পুরুষ উদ্ধারক
	বৃহস্পতীশ্বর	—	রুদ্রকুণ্ডের পশ্চিমে	দিব্যবাণী
	কামেশ্বর বা দুর্ব্বাসেশ্বর	কামকুণ্ড	রুদ্রাবাসের দক্ষিণে	সিদ্ধ কাম্যতা
	নলকুবেরেশ্বর	কুবের কূপ	কামেশ্বরের পশ্চিমদিকে	সমৃদ্ধি দায়িক
	সূর্য্যাচন্দ্রমসেশ্বর	—	নলকুবরেশ্বরের পূর্ব্বদিকে	অজ্ঞান নাশক
	অম্বরকেশ্বর	—	সূর্য্যাচন্দ্রমসেশ্বরের দক্ষিণে	মোহনাশক
	সিদ্ধীশ্বর	—	অম্বরকেশ্বরের নিকটে	মহাসিদ্ধি প্রদ
	মণ্ডলেশ্বর	—	* ,,	মণ্ডলেশ্বর পদ প্রদায়ক

* কাশীক্ষেত্রের নৈঋতকোণ রক্ষক।

	চ্যবনেশ্বর	—	কামকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে	সমৃদ্ধিদায়ক
	সনকেশ্বর	—	চ্যবনেশ্বরের সমীপে	রাজসূয়যজ্ঞ ফলদায়ক
	সনৎকুমারলিঙ্গ	—	সনকেশ্বরের পশ্চাতে	যোগসিদ্ধিকর
	সনন্দেশ্বর	—	সনৎকুমার লিঙ্গের উত্তরে	জ্ঞানদায়ক
	আহুতীশ্বর	—	সনন্দেশ্বরের দক্ষিণে	হোমফলদায়ক
	পঞ্চশিখেশ্বর	—	আহুতীশ্বরের দক্ষিণে	,,
মার্কণ্ডতীর্থ	মার্কণ্ডেয়েশ্বর	মার্কণ্ডহ্রদ	পঞ্চশিখেশ্বরের পশ্চিমে	সুকৃতিবর্দ্ধক
	কুণ্ডেশ্বর	—	মার্কণ্ডেয় হ্রদের উত্তরে	তপশ্চরণ ফলদায়ক
	শাণ্ডিল্যেশ্বর	—	,, পূর্ব্বে	,,
	চণ্ডেশ্বর	—	,, পশ্চিমে	পাপনাশক
	শ্রীকণ্ঠেশ্বর	শ্রীকণ্ঠ কুণ্ড	কপালেশ্বরের দক্ষিণে	লক্ষ্মী কৃপাদায়ক
স্বর্গদ্বার	মহালক্ষ্মীশ্বর	—	শ্রীকণ্ঠ কুণ্ডের নিকটে	সুরনারী সেবাদায়ক
	গায়ত্রীশ্বর ও সাবিত্রীশ্বর	—	শ্রীকণ্ঠকুণ্ডের দক্ষিণে	ব্রহ্মপদদায়ী
	সত্যবতীশ্বর	—	মৎস্যোদরীর তটে	,,
	তপঃশ্রীবর্দ্ধকলিঙ্গ	—	সাবিত্রীশ্বরের পূর্ব্বভাগে	,,
উগ্রতীর্থ	উগ্রেশ্বর	উগ্রকুণ্ড	লক্ষ্মীশ্বরের পূর্ব্বে	জাতিস্মরত্বদায়ক
	কবরীরেশ্বর	—	উগ্রেশ্বরের পশ্চিমে	রোগনাশক

	মরীচিশ্বর	মরীচিকুণ্ড	করবীরেশ্বরের বায়ু কোণে	পাপপ্রণোদক
	কর্কোটেশ্বর	কর্কোট বাপী	ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণে	নাগাধিপত্যত্বদায়ক
	* দৃমিচণ্ডীশ	মহাকুণ্ড	কর্কোটেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে	,,
অগ্নিতীর্থ	অগ্নীশ্বর	আগ্নেয়কুণ্ড	মহাকুণ্ডের পশ্চিমে	অগ্নিলোকদায়ী
	বাল চন্দ্রেশ্বর	পিতৃকূপ	আগ্নেয় কুণ্ডের পূর্ব্বে	চন্দ্রলোকপ্রদ
বিশ্বতীর্থ	শ্রীবিশ্বেশ্বর	—	বালচন্দ্রেশ্বরের পূর্ব্ব দিকে	নির্ব্বান মুক্তিদায়ক
কালেশ্বর তীর্থ	বৃদ্ধকালেশ্বর	কালোদকূপ	শ্রীবিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বে	,,
	দক্ষেশ্বর	—	কালেশ্বরের উত্তরে	অপরাধনাশক
	মহাকালেশ্বর	মহাকাল কুণ্ড	দক্ষেশ্বরের পূর্ব্বভাগে	জগতপূজাফলদায়ক
	অন্তকেশ্বর	—	মহাকালেশ্বরের দক্ষিণে	অন্তকালক্লেশনাশক
	হস্তিপালেশ্বর	—	অন্তকেশ্বরের দক্ষিণে	হস্তিদানফলদায়ক
গজতীর্থ	ঐরাবতেশ্বর	ঐরাবত কুণ্ড	হস্তিপালেশ্বরের নিকটে	ধনধান্যপ্রদ
	মালতীশ্বর	—	ঐরাবতেশ্বরের দক্ষিণে	কল্যাণপ্রদ
	জয়ন্তেশ্বর	—	হস্তিপালেশ্বরের উত্তরে	বিজয়দায়ক
বন্দীতীর্থ	বন্দীশ্বর	বন্দীকুণ্ড	মহাকালকুণ্ডের উত্তরে	মহাপাপনাদক
	ধন্বন্তরীশ্বর বা- তুঙ্গেশ্বর	ধন্বন্তরী কুণ্ড বা বৈদ্যেশ্বর কুণ্ড	বন্দীশ্বরের নিকটে	মহাব্যাধিনাশক
	চলীশেশ্বর	—	বৈদ্যেশ্বর কুণ্ডের উত্তরে	সর্ব্বরোগোপশমকারী

* বায়ু কোণ রক্ষক

	শিবেশ	...	ভুঙ্গেশ্বরের দাক্ষিণে	শ্রেয়স্কর
	জমদগ্নীশ	...	শিবেশ্বরের ,,	মঙ্গলদায়ক
ভৈরবতীর্থ	ভৈরবেশ	ভৈরবকূপ	জমদগ্নীশ্বরের পশ্চিমে	সর্ব্বযজ্ঞফলদায়ক
	শুকেশ	বিমলোদক কূপ	ভৈরবেশ্বরের পশ্চিমে	যোগসিদ্ধিদায়ক
ব্যাসতীর্থ ...	ব্যাসেশ	...	শুকেশ্বরের নৈঋত	অভিলষিতফলদায়ক
	* ঘণ্টাকর্ণেশ	ঘণ্টাকর্ণহ্রদ	ব্যাসেশ্বরের পশ্চিমে	কাশীমরণ ফলদায়ক
	ভমীশ	পঞ্চচূড়া বা অপ্সরবাপী	ঘণ্টাকর্ণহ্রদের সমীপে	স্বর্গলোকপ্রাপ্তি
		গৌরীকূপ	অপ্সরসরোবরের দক্ষিণে	জাড়াশান্তিকর
অশোকতীর্থ ...	অশোকেশ	...	পঞ্চচূড়াবাপীর উত্তরে	,,
মন্দাকিনীতীর্থ ...	...	...	অশোকতীর্থের উত্তরে	মহাপাপহারী
	মধ্যমেশ	...	মন্দাকিনীতীর্থের উত্তরে	রুদ্রলোকপ্রাপ্তি
	বিশ্বদেবেশ	...	মধ্যমেশ্বরের দক্ষিণভাগে	ত্রয়োদশবিশ্বদেব অর্চ্চনাফলদায়ক
	বীরভদ্রেশ ও ভদ্রকালী দেবী	ভদ্রকালহ্রদ	বিশ্বদেবেশ্বরের পূর্ব্বদিকে	মহাবীরত্বদায়ক
	আপস্তম্বেশ	পুণ্যকূপ	ভদ্রকালহ্রদের পূর্ব্বদিকে	জ্ঞানপ্রদ
	শৌনকেশ	শৌনকহ্রদ	পুণ্যকূপের পশ্চিমে	দিব্যজ্ঞানদায়ক
	জম্বুকেশ	...	শৌনকেশ্বরের দক্ষিণে	তির্য্যগ্‌যোনিপরিত্রাণকারক

* উত্তরদ্বার রক্ষক

		মতঙ্গেশ	...		...	অমৃতেশ্বরের উত্তরে	...	গানবিদ্যাপ্রদ
		ব্রহ্মভারেশ	...		...	মতঙ্গেশ্বরের দক্ষিণভাগে	...	অপমৃত্যু ভয়হারক
		আজ্যপেশ	...		...	ব্রহ্মভারেশ্বরের নিকটে	...	প্রীতিদায়ক
		সিদ্ধেশ	...	সিদ্ধকূপ	...	আজ্যপেশ্বরের দক্ষিণে	...	সিদ্ধিদায়ক
		ব্যাঘ্রেশ	...	সিদ্ধবাপী	...	সিদ্ধেশ্বরের পূর্ব্বে	...	ব্যাঘ্র ও চৌরভয়হর
জ্যেষ্ঠস্থান	...	জ্যেষ্ঠেশ ও জ্যেষ্ঠাদেবী	}		...	ব্যাঘ্রেশ্বরের দক্ষিণে	...	স্বর্গপ্রদ
		প্রহসিতেশ	...		...	জ্যেষ্ঠেশ্বরের দক্ষিণে	...	আনন্দদায়ক
		নিবাসেশ	...	চতুঃসমুদ্রকূপ	...	প্রহসিতেশ্বরের উত্তরে	...	কাশীবাসীসতর্কতাদায়ক
		চণ্ডীশ	...	দণ্ডখাতবাপী	...	ব্যাঘ্রেশ্বরের দক্ষিণে	...	পুণ্যপ্রদ
		জৈগীষব্যেশ	...	জৈগীষব্যগুহা	...	চণ্ডীশ্বরের নিকটে	...	নির্ম্মলজ্ঞানদায়ক
		দেবলেশ	...		...	জৈগীষব্যেশ্বরের পশ্চাতে	...	মহাপুণ্যদ
		শতকালেশ	...		...	দেবলেশ্বরের নিকটে	...	শতবর্ষ পরমায়ুপ্রদ
		শতাতপেশ	...		...	শতকালেশ্বরের দক্ষিণে	...	মহাজপফলদায়ক
		হেতুকেশ	...		...	শতাতপেশ্বরের পশ্চিমে	...	মহাফলহেতুক
		অক্ষপাদেশ	...	পুণ্যোদককূপ	...	হেতুকেশ্বরের দক্ষিণে	...	মহাজ্ঞানদায়ক
		কণাদেশ	...		...	অক্ষপাদেশ্বরের সম্মুখে	...	ধনধান্যদায়ক
		ভূতীশ	...		...	কণাদেশ্বরের দক্ষিণে	...	ভূতিবৃদ্ধিকারক

	আষাঢ়ীশ ...	...	ভূতীশ্বরের পশ্চিমে	... ভূতিবৃদ্ধিকারক
	দুর্ব্বাসেশ ...	...	ভূতীশ্বরের পশ্চিমে	... সর্ব্বকামপ্রদ
	* ভারভূতেশ্বর ...	...	দুর্ব্বাসেশ্বরের দক্ষিণে	... সর্ব্বপাপধ্বংশকারক
	শঙ্খেশ ও লিখিতেশ }	...	ব্যাসেশ্বরের পূর্ব্বদিকে	... জ্ঞানবিধায়ক
অবধূততীর্থ ...	অবধূতেশ ...	...	বিশ্বেশ্বরের ঈশান কোণে	... যোগজ্ঞানবিধায়ক
পাশুপততীর্থ ...	পশুপতীশ্বর ...	...	অবধূতেশ্বরের পূর্ব্বদিকে	... পশুপাশমোচনকারক
	গোভিলেশ্বর ...	...	পশুপতীশ্বরের দক্ষিণে	... মহাভিলষিতপ্রদ
	জীমূতবাহনেশ্বর ...	...	,, পশ্চাতে	... বিদ্যাধরপদপ্রদ
ময়ুখমালীতীর্থ ...	গভস্তীশ্বর ও মঙ্গলাগৌরী }	...	পঞ্চনদতীর্থে	... মোক্ষদায়ক
	দধিকল্পেশ ...	দধিকল্পহ্রদ ...	গভস্তীশ্বরের উত্তরে	... শিবলোক প্রাপ্তি
	মুখপ্রেক্ষেশ বদনপ্রেক্ষণাদেবী }	...	মঙ্গলাগৌরীর সমীপে	... সুবর্ণের সহিত ভূমি-দানের ফলদায়ক
	ত্বষ্ট্রীশ ও বৃত্রেশ }	...	,,	... ,,
	চর্চ্চিকাদেবী ...	...	ত্বষ্ট্রীশ্বর প্রভৃতির উত্তরে	... ,,
	রেবতেশ ...	...	চর্চ্চিকাদেবীর সম্মুখে	... শান্তি বিধায়ক

* অন্তর্গৃহের উত্তরদ্বাররক্ষক

তীর্থ	দেবতা	কুণ্ড	স্থান	ফল
পঞ্চনদতীর্থ ...	পঞ্চনদেশ ও মঙ্গলাগৌরীদেবী	মঙ্গলোদককুণ্ড	রেবতেশ্বরের সমীপে ...	শুভপ্রদ
	মহালিঙ্গ ...	...	মঙ্গলাগৌরীর পশ্চিমে ...	,,
	ব্যাঘ্রপাদেশ ...	...	মহালিঙ্গের পশ্চাদ্ভাগে ...	ব্যাঘ্রভীতিহারক
	শশাঙ্কেশ্বর ...	...	গভস্তীশ্বরের নৈঋতে ...	পাপহারক
চিত্ররথ তীর্থ ...	চিত্ররথেশ ...	...	শশাঙ্কেশ্বরের পশ্চিমে ...	দিব গতিদায়ক
	জৈমিনীশ ...	...	রেবতেশ্বরের পশ্চিমে ...	মহাপাপহারী
	রাবণেশ, বরাহেশ, খাণ্ডবেশ, প্রচণ্ডেশ, যোগেশ, ধাতেশ	রাবণকুণ্ড ...	জৈমিনীশ্বরের বায়ুকোণে ও রাবণেশ্বরহইতেক্রমান্বয়েদক্ষিণে ...	,,
প্রভাস তীর্থ ...	সোমেশ ...	সোমকুণ্ড ...	ধাতেশ্বরের সম্মুখে ...	,,
	কনকেশ ...	...	সোমেশ্বরের নৈঋতকোণে ...	সুবর্ণপ্রদ
পাণ্ডব তীর্থ ...	ভীমেশ্বরাদি পঞ্চলিঙ্গ	...	কণকেশ্বরের উত্তরভাগে ...	পরমানন্দপ্রদ

	সম্বর্ত্তেশ ...	...	পাণ্ডবলিঙ্গের সম্মুখে ...	,,
	শ্বেতেশ ...	...	,, পশ্চিমে ...	,,
কলস তীর্থ ...	কলসেশ ...	...	শ্বেতেশ্বরের পশ্চাতে ...	কালভয়হারক
	চিত্রগুপ্তেশ ও চিত্রঘণ্টাদেবী }	...	কলসেশ্বরের উত্তরে ...	পাপনাশক
	দৃঢ়েশ ...	...	চিত্রগুপ্তেশ্বরের পশ্চাতে ...	বহুফলদায়ক
	গ্রহেশ ...	...	কলসেশ্বরের দক্ষিণে ...	গ্রহবাধানাশক
	যদৃচ্ছেশ ...	...	চিত্রগুপ্তেশ্বরের পশ্চাতে ...	সর্ব্বফলদায়ক
	বামদেবেশ ...	...	গ্রহেশ্বরের দক্ষিণে ...	শান্তিকারক
	কম্বলেশ ...	...	বামদেবেশ্বরের দক্ষিণে ...	,,
	অমৃতেশ ...	...	,, ...	,,
মণিকর্ণিকাতীর্থ ...	মণিকর্ণিকেশ ...	চক্রপুষ্করিণী ...	অমৃতেশ্বরের দক্ষিণে ...	,,
	পলিতেশ্বর ...	...	,, ...	,,
	বরাহেশ ...	...	মণিকর্ণিকেশ্বরের নিকটে ...	পলিতনাশক
	পাপনাশন ...	পাপনাশনকুণ্ড ...	,, ...	পাপহারক
	নির্জ্জরেশ ...	...	পাপনাশনলিঙ্গের পশ্চিমে ...	,,
পিতামহ স্রোতিকা	পিতামহেশ ...	...	নির্জ্জরেশ্বরের নৈঋতে ...	,,
	বকরেশ ...	...	পিতামহেশ্বরের দক্ষিণে ...	,,
বাণতীর্থ ...	২য় বাণেশ ...	...	বকরেশ্বরের দক্ষিণে ...	,,

	কুষ্মাণ্ডেশ	... ...	পিতামহ স্রোতিকাতে	...	,,
রাক্ষসতীর্থ	রাক্ষসেশ	... ...	কুষ্মাণ্ডেশ্বরের পূর্ব্বে	...	ভীতিহারক
ভাগীরথী তীর্থ	গঙ্গেশ	... ...	রাক্ষসেশ্বরের দক্ষিণে	...	পাপবিমোচক
	নিম্নগেশ	... ...	গঙ্গেশ্বরেব উত্তরে	...	,,
	বৈবস্বতেশ	... ...	নিম্নগেশ্বরের নিকটে	...	যমলোকগমননিবারক
অর্কতীর্থ	অদিতীশ	... ...	বৈবশ্বতেশ্বরের পশ্চাতে	...	,,
	চক্রেশ	... ...	অদিতীশ্বরের সম্মুখে	...	পাপবিনাশক
	কালকেশ	... ...	চক্রেশ্বরের সম্মুখে	...	নিজছাযাদর্শক
তারকতীর্থ	তারকেশ	... ...	কালকেশ্বরের সম্মুখে	...	পাপবিমোচক
	স্বর্ণভারদেশ	... ...	তারকেশ্বরের সম্মুখে	...	,,
মরুতীর্থ	মরুতেশ	... ...	,, উত্তরে	...	,,
	শক্রেশ	... ...	মরুতেশ্বরের সম্মুখে	...	,,
	রম্ভেশ	... ...	শক্রেশ্বরের দক্ষিণে	...	,,
	শশীশ	... ...	,,	...	,,
	লোকপালেশ	... ...	রম্ভেশ্বরের উত্তরে	...	সিদ্ধিদায়ক
	ফাল্গুনেশ	... ...	শক্রেশ্বরের দক্ষিণে	...	,,
	পাশুপতেশ	... ...	,, উত্তরে	...	,,
মহো ি তীর্থ	সমুদ্রেশ	... ...	পাশুপতেশ্বরের পশ্চিমে	...	,,
ঈশানতীর্থ	ঈশানেশ	... ...	সমুদ্রেশ্বরের উত্তরে	...	,,

	লাঙ্গলীশ ...	...	ঈশানেশ্বরের পূর্ব্বে	... সিদ্ধিদায়ক
	কপীলেশ } নকুলেশ }	...	লাঙ্গলীশ্বরের সমীপে	... ,,
	প্রীতিকেশ ...	শুভোদকবাপী ...	নকুলেশ্বরের নিকটে	... শতবর্ষউপবাসফলদায়ক
			প্রীতিকেশ্বরের পশ্চিমভাগে	... কাশী ভীতিনাশক
	দণ্ডপাণি ...	...	দণ্ডপাণির পূর্ব্বদিকে	... ...
	তারেশ ...	...	,, দক্ষিণে	... সিদ্ধিদায়ক
	কালেশ্বর ...	...	,, উত্তরে	... ,,
২য়নন্দীতীর্থ ...	সোমনন্দীশ্বর ...	...	বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বদিকে	... নির্ব্বাণদায়ক
অবিমুক্ততীর্থ ...	অবিমুক্তেশ্বর ...	...	অবিমুক্তেশ্বরের নিকটে	... মোক্ষদায়ক
	মোক্ষেশ্বর ...	...	মোক্ষেশ্বরের উত্তরে	... ,,
	করুণেশ্বর ...	...	,, পূর্ব্বে	... ,,
	স্বর্ণাক্ষেশ ...	...		
	জ্ঞানদেশ } সৌভাগ্যগৌরী }	...	স্বর্ণাক্ষেশের উত্তরে	... সৌভাগ্যদাত্রী
			বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণ ভাগে	... ক্ষেত্রমঙ্গলদায়ক
	নিকুম্ভেশ ...	...	নিকুম্ভেশ্বর অগ্নিকোণে	... সিদ্ধিদায়ক
	বিরূপাক্ষেশ ...	...	বিরূপাক্ষেশ্বরেবদক্ষিণে	... সন্তানদায়ক
শুক্রতীর্থ	শুক্রেশ ...	শুক্রকূপ ...	শুক্রেশের পশ্চিমে	... মানসসিদ্ধিদায়ক
ভবানীতীর্থ	ভবানীশ ...	...	ঐ পূর্ব্বে	... বিশেষফলদায়ক
	অলকেশ ...	...		

রামতীর্থ	মদালসেশ ও গণেশ্বরেশ	শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত	অলকেশ্বরের সমীপে	ব্রহ্মহত্যাপাপনাশক
	ত্রিপুরান্তক	...	,,	
দত্তাত্রেয়তীর্থ	দত্তাত্রেয়েশ	দত্তাত্রেয় হ্রদ	গণেশ্বরেশ্বরের পশ্চিমে	চিকিৎসানৈপুণ্যদায়ক
গোকর্ণ তীর্থ	হরিকেশেশ গোকর্ণেশ *	...	দত্তাত্রেয়েশ্বরের দক্ষিণে	ভীতিহারক
ধ্রুবতীর্থ	ধ্রুবেশ	ধ্রুবকুণ্ড	গোকর্ণেশ্বরের নিকটে	পিতৃসন্তোষদায়ক
	পিশাচেশ	পিশাচকুণ্ড	ধ্রুবেশ্বরের উত্তরে	পৈশাচপদনাশক
পিত্রীশতীর্থ	পিত্রীশ	পিতৃকুণ্ড	,, দক্ষিণে	পিতৃপিণ্ডস্থলী
বৈদ্যনাথতীর্থ	বৈদ্যনাথতারেশ	...	,, নিকটে	সিদ্ধিদায়ক
	প্রিয়ব্রতেশ	...	বৈদ্যনাথের সম্মুখে	,,
মুচুকুন্দতীর্থ	মুচুকুন্দেশ	...	প্রিয়ব্রতেশ্বরের দক্ষিণে	,,
গৌতম তীর্থ	গৌতমেশ	...	মুচুকুন্দেশ্বরের পার্শ্বে	,,
	২য় ভদ্রেশ	...	গৌতমেশ্বরের পশ্চিমে	,,
	ঋষ্যশৃঙ্গীশ	...	,, দক্ষিণে	,,
ব্রহ্ম তীর্থ	ব্রহ্মেশ	ব্রহ্মকুণ্ড	,, সম্মুখে	অভীষ্টদায়ক
	পর্জ্জন্যেশ	...	ব্রহ্মেশ্বরের ঈশানকোণে	,,

* পশ্চিমদ্বার রক্ষক

	নহুষেশ ...	...	পর্জ্জন্যেশ্বরের পূর্ব্বদিকে ...	অভীষ্টদায়ক
বিশালাক্ষীতীর্থ ...	বিশালাক্ষীশ ...	উত্তর গঙ্গা ...	নহুষেশ্বরের সম্মুখে ...	,,
জরাসন্ধ তীর্থ ...	জরাসন্ধেশ ...	...	বিশালাক্ষীশ্বরেরদক্ষিণে ...	ভবমুক্তিদায়ক
	২য় হিরণ্যাক্ষেশ ...	...	জরাসন্ধেশ্বরের সম্মুখে ...	পাপনাশক
	গয়াধীশ ...	...	,, পশ্চিমে ...	,,
ভগীরথতীর্থ ...	ভগীরথেশ ...	...	,, পূর্ব্বে ...	,,
দিলীপ তীর্থ ...	দিলীপেশ ...	...	ভগীরথেশ্বরের সম্মুখে ...	,,
	বিশ্বাবস্বীশ ...	...	দিলীপেশ্বরের নিকটে ...	,,
	মুণ্ডেশ ...	... ...	বিশ্বাবস্বীশ্বরের পূর্ব্বে ...	,,
	বিধীশ ...	...	,, দক্ষিণে ...	,,
	অশ্বমেধেশ বা	মাতৃতীর্থ ...	বিধীশ্বরের দক্ষিণে ...	অশ্বমেধযজ্ঞফলদায়ক
দশাশ্বমেধ ...	দশাশ্বমেধেশ			
	পুষ্পদন্তেশ ...	...	মাতৃতীর্থের দক্ষিণভাগে ...	,,
	সিদ্ধীশ ...	...	পুষ্পদন্তেশ্বরের দক্ষিণে ...	সিদ্ধাদেশদায়ক
হরিশ্চন্দ্রতীর্থ ...	হরিশ্চন্দ্রেশ ...	মহাশ্মশান	হরিশ্চন্দ্রতীর্থে মণিকর্ণিকার নিকটে...	রাজ্যপদদায়ক
	নৈঋতেশ ...	...	হরিশ্চন্দ্রেশ্বরের পশ্চিমে ...	পাপনাশক
	আঙ্গীরসেশ ...	...	নৈঋতেশ্বরের দক্ষিণে ...	,,
	ক্ষেমেশ ...	...	আঙ্গীরসেশ্বরের দক্ষিণে ...	,,
	চিত্রাঙ্গেশ ...	...	ক্ষেমেশ্বরের ,, ...	,,

হংসতীর্থ ...	নিষ্পাপেশও কেদারেশ	হরপাপহ্রদ, মধুস্রবাগঙ্গা ... গৌরীকুণ্ড বা হংসতীর্থ	... চিত্রাঙ্গেশের দক্ষিণে ...	সিদ্ধিদায়ক
মানসতীর্থ ...	করন্ধমেশ ...	...	লোলার্ক দক্ষিণস্থ আশা-বিনায়কের পশ্চিমে ...	বহুফলপ্রদ
দুর্গা তীর্থ ...	মহাদুর্গা দেবী ...	দুর্গাপাপী	করন্ধমেশ্বরের পশ্চিমে ...	দুর্গতিনাশিনী
	শুষ্কেশ্বর ...	শুষ্কানদী	দুর্গাদেবীর দক্ষিণে ...	,,
	জনকেশ্বর ...	...	শুষ্কেশের পশ্চিমে ও অন্তকেশের পার্শ্বে ...	...
	২য় শঙ্কুকর্ণেশ্বর ...	...	,, উত্তরে ...	,,
সিদ্ধিতীর্থ	মহাসিদ্ধীশ্বর ...	সিদ্ধিকুণ্ড	,, পূর্ব্বে ...	সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক
	বাড়বালিঙ্গ ...	...	শঙ্কুকর্ণেশের বায়ু কোণে ...	...
	বিভাণ্ডেশ্বর ...	...	বাড়ব্যালিঙ্গের অগ্রভাগে ...	...
	কহোলেশ্বর ...	...	,, উত্তরে ...	...
দ্বারতীর্থ	দ্বারেশ্বর দ্বারেশ্বরী দেবী ...	...	কহোলেশ্বরের সম্মুখে ...	ক্ষেত্রবিঘ্ননাশক
	কাত্যায়নেশ্বর হবিদীশ্বর ...	...	দ্বারেশ্বরের সমীপে ...	,,
	জাঙ্গলেশ্বর ...	...	কাত্যায়নেশের পশ্চাৎ ...	,,
মুকুটতীর্থ ...	মুকুটেশ	মুকুটকুণ্ড	জাঙ্গলেশ্বরের পশ্চাতে ...	সর্ব্বলিঙ্গযাত্রাফলদায়ক

পিলপিলাতীর্থ ...	ওঙ্কারেশ ...	...	মৎস্যোদরীর নিকট ...	নির্ব্বাণদায়ক
বিরজাপীঠ ...	ত্রিলোচন বা ত্রিবিষ্টপলিঙ্গ	...	পিলপিলাতীর্থের নিকটে ...	,,
রুদ্রাবাস ...	কৃত্তিবাসেশ ...	কৃত্তিবাস কুণ্ড	রত্নেশ্বরের নিকটে ...	মোক্ষদায়ক
	রত্নেশ ...	...	কালরাজের উত্তরে ...	,,
ধর্ম্মপীঠ ...	ধর্ম্মেশ ...	...	জ্ঞানেশ্বরের নিকটে ...	পাপনাশক
	পার্ব্বতীশ ...	...	মহাদেবের সমীপে ...	সিদ্ধিদায়ক
নর্ম্মদাতীর্থ ...	নর্ম্মদেশ ...	...	ত্রিবিষ্টপলিঙ্গের সমীপে ...	পাপনাশক
	সতীশ ...	...	রত্নেশ্বরের পূর্ব্বভাগে ...	অভিলাষসিদ্ধিদ
কমলাশ্বতরতীর্থ ...	অশ্বতরেশ ...	...	পর্ব্বতেশ্বরের দক্ষিণে ...	,,
	বাসুকীশ ...	বাসুকীকুণ্ড ...	জ্যেষ্ঠেশ্বরের নৈঋতকোণে ...	সর্পভয়নাশক
২য় পর্ব্বততীর্থ ...	পর্ব্বতেশ ...	...	হরিশ্চন্দ্রতীর্থের নিকটে ...	,,
গঙ্গাকেশবতীর্থ ...	গঙ্গাকেশব	...	অগস্ত্যতীর্থের দক্ষিণে ...	পাপনাশক
ললিতাতীর্থ ...	ললিতাদেবী			
অগস্ত্যতীর্থ ...	অগস্ত্যীশ	অগস্ত্যকুণ্ড ...	যোগিনীতীর্থের পশ্চিমে ...	,,
	লোপামুদ্রা			
	কাশ্যপেশ			
	হাটকেশ ...	...	ঈশানেশ্বরের পূর্ব্বে ...	,,
	কীকশেশ ...	অস্থিক্ষেপবাপী ...	অস্থিক্ষেপতড়াগের নিকটে ...	,,
বিঘ্নেশতীর্থ ...	বিঘ্নেশ ...	...	... ...	,,

তীর্থ		দেবতা		কুণ্ড		স্থান		ফল
		নাগেশ	...	নাগকুণ্ড	...	...	...	সর্পভয়নাশক
ত্রিসন্ধ্য তীর্থ	...	ত্রিসন্ধ্যেশ চতুর্ব্বক্রেশ ব্রহ্মেশ			...	নর্ম্মদাতীর্থের নিকটে ত্রিসন্ধ্যাতীর্থে		মোক্ষদায়ক
২য় সগরতীর্থ	...	২য় সগরেশ	...	...		দিলীপতীর্থের উত্তরে	...	ব্রহ্মশাপবিনাশক
চৌরতীর্থ	...	কফল্লেশ	...	...		মহোদধিতীর্থের উত্তরে	...	চৌরভয়নিবারক
মান্ধাতৃতীর্থ	...	মান্ধাতৃশ্বর	...	...		গোপ্রেক্ষেশ্বরের উত্তরে	...	পাপনাশক
পৃথুতীর্থ	...	পৃথ্বীশ্বর	...	...		মুচুকুন্দতীর্থের উত্তরে	...	,,
পরশুরামতীর্থ	...	পরশুরামেশ্বর	...	...		পৃথুতীর্থের উত্তরে	...	,,
দিবোদাসতীর্থ	...	দিবোদাসেশ্বর	...	...		বলরামতীর্থের উত্তরে	...	সিদ্ধিদায়ক
প্রয়াগতীর্থ	...	প্রয়াগেশ্বর	...	...		দশাশ্বমেধের উত্তরে	...	সর্ব্বপাপনাশক
গরুড়তীর্থ	...	গরুড়েশ্বর	..	...		প্রভাসতীর্থের উত্তরে	...	,,
যোগিনীতীর্থ	...	চতুঃষষ্টিযোগিনী	...	...		অগস্ত্যতীর্থের পূর্ব্বে	...	,,
খুরকর্ত্তরী তীর্থ	...	খুরকর্ত্তরীশ্বর	...	...		মার্কণ্ডেয়তীর্থের উত্তরে	...	,,
ইন্দ্রদ্যুম্নতীর্থ	..	ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর	...	...		কালগঙ্গাতীর্থের দক্ষিণে	...	,,
অঙ্গারতীর্থ	...	অঙ্গারেশ্বর	...	...		অগ্নিতীর্থের দক্ষিণে	...	,,
তারকতীর্থ	...	তারকেশ্বর	...	...		নন্দীশ্বরের উত্তরে	...	সিদ্ধিদায়ক
ঢুণ্ঢিতীর্থ	...	ঢুণ্ঢিবিনায়ক	...	...		বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে	...	,,

২য় ভবানীতীর্থ ...	অন্নপূর্ণাদেবী ...	...	ঢুণ্ডি বিনায়কের পূর্ব্ব উত্তরে ...	সর্ব্ব সিদ্ধি ও মুক্তিদায়িকা
জ্ঞানতীর্থ ...	২য় জ্ঞানদেশ্বর ...	জ্ঞানবাপী ...	নন্দীশ্বরের দক্ষিণে ...	জাড্যাপহারী
ব্রহ্মতীর্থ বা নাভিতীর্থ অথবা ব্রহ্মনাল		...	ধর্ম্মেশ্বরের পূর্ব্বে ...	,,
শ্বেততীর্থ ...	বিশ্বভুজাগৌরী ...	...	রুদ্রাবাস তীর্থের দক্ষিণে ...	,,
অরুন্ধতীতীর্থ ...	অরুন্ধতীশ্বর ...	...	বশিষ্ঠ তীর্থের নিকটে ...	,,
	* মহোদরেশ্বর ...	...	বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বে ...	,,
	পিঙ্গলেশ্বর ...	...	কালেশ্বরের উত্তরে ...	,,
	কুক্কুটেশ্বর ...	সৌভাগ্যোদককূপ ...	সৌভাগ্যোদককূপের নিকট ...	,,
	কুম্ভোদরেশ্বর ...	...	লোলার্কের নিকট ...	,,
	ময়ূরেশ্বর ...	...	ঐ পশ্চিমে ...	
তারকতীর্থ ...	২য় তারকেশ্বর ...	জ্ঞানবাপী ...	জ্ঞানবাপীর উত্তরে ...	সর্ব্ব সিদ্ধিদায়ক
	স্থূলকর্ণেশ্বর ...	...	তিলপর্ণেশ্বরের নিকটে ...	,,
	সুকেশেশ্বর ...	...	হবিকেশ বনে ...	,,
	বিন্দতীশ্বর ...	...	ভীমচণ্ডীর নিকটে ...	,,
	ছাগেশ্বর ...	...	পিত্রীশ্বরের নিকটে ...	,,
	পিঙ্গলাক্ষেশ্বর ...	...	কপর্দ্দীশের নিকটে ...	,,
	প্রভাময়েশ্বর ...	...	ঐ ...	,,
	নীলকণ্ঠেশ্বর ...	...	অন্তকূটগণেশের সমীপে ও কেদারেশ্বরের দক্ষিণে	

* উত্তর দ্বার রক্ষক।

তীর্থ	লিঙ্গ	কুণ্ড/কূপ/বাপী	অবস্থান	ফল
	বলিভদ্রেশ্বর ...	...	বলিবামনের পশ্চিমে ...	পাপনাশক
	উটজেশ্বর ...	...	বাভ্রেশ্বরের পশ্চিমে ...	,,
	অপ্সরেশ্বর ...	সৌভাগ্যোদক কূপ ...	জ্যেষ্ঠেশ্বরের দক্ষিণে ..	সৌভাগ্যদায়ক
	গদাধরেশ্বর ...	...	পিতামহেশ্বরের নৈঋতকোণে ...	মুক্তিদায়ক
তক্ষক তীর্থ	তক্ষকেশ্বর ...	তক্ষককুণ্ড ...	বাসুকীকুণ্ডের পশ্চিমে ...	সর্পভয় নিবারক
	কপালীভৈরব ...	...	তক্ষককুণ্ডের উত্তরে ...	সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশক
	গন্ধর্ব্বেশ্বর ...	...	বৃষভেশ্বরের উত্তরে ...	,,
শঙ্খচূড় তীর্থ বা যোগীশ্বরালয় ...	শঙ্খচূড়েশ্বর ...	শঙ্খচূড়বাপী ...	অবিমুক্তক্ষেত্রের ঈশানে ...	পাপনাশক
	ধুন্ধুমারীশ্বর ...	...	কর্কোটেশ্বরের পশ্চিমে ...	সর্ব্ব বিঘ্ননিবারক
	পুরুরবেশ্বর ...	...	ধুন্ধুমারীশ্বরের উত্তরে ...	,,
	দিগ্‌গজেশ্বর ...	...	পুরুরবেশ্বরের সম্মুখে ...	,,
সুপ্রতীকতীর্থ ...	সুপ্রতীকেশ্বর ...	সুপ্রতীক সরোবর ...	দিগ্‌গজেশ্বরের সম্মুখে ...	,,
হয়গ্রীব তীর্থ ...	হয়গ্রীবেশ্বর ...	...	কোণার্কের উত্তরে ...	,,
পিশাচমোচনতীর্থ ...	কপর্দ্দীশ ...	বিমলোদক কুণ্ড ...	পিত্রীশের উত্তরে ...	প্রতিগ্রহ পাপ নাশক
কিরাত তীর্থ ...	কিরাতেশ্বর ...	...	কেদারেশ্বরের দক্ষিণে ...	সর্ব্ব পাপ নাশক
	পঙ্কজেশ্বর ...	...	শ্রীবিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে ...	,,

বিরাদেশ্বর ... ... দণ্ডপাণীর নৈঋতে ... ,,
ব্রাক্ষেশ্বর ... ... ত্রিলোচনের সম্মুখে ... ,,
সুমুখেশ্বর ... ... পিলিপিলা তীর্থে ... ,,
সিদ্ধাষ্টকতীর্থ ... সিদ্ধাষ্টকেশ্বর ... সিদ্ধাষ্টক কুণ্ড ... মন্দাকিনীদীর্ঘিকার পশ্চিমে ... অষ্ট সিদ্ধিদায়ক

দাক্ষায়ণীশ্বর ও অম্বিকেশ্বর অম্বিকাগৌরী দেবী ... রত্নেশ্বরের পূর্ব্বাংশে ... পাপ নাশক

কুরুক্ষেত্র ... স্থাণু লিঙ্গ ... মণিকুণ্ড ... লোলার্কের পশ্চিমে ... অষ্ট সিদ্ধিদায়ক
ব্রহ্মাবর্ত্ত তীর্থ দেবদেবমহালিঙ্গ ... ব্রহ্মাবর্ত্তকূপ ... বৈকুণ্ঠেশ্বরের সম্মুখে ... ,,

বৈকুণ্ঠ দেব ...ঢুণ্ঢিরাজের উত্তর । ত্রিপুরান্তক ...বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমে । ভীমেশ্বর ...নকুলীশ্বরের সম্মুখে
মহাবল লিঙ্গ ...কপালমোচনের সম্মুখে । মুকুটেশ্বর ...বক্রাননগণেশের নিকটে । ভস্মগাত্র ...ভীমেশ্বরেরসম্মুখে
শনিভূষণ ...ঋণমোচনের পূর্ব্বে । ত্রিশূলীলিঙ্গ ...কূটদন্তগণপতির সম্মুখে । সয়ম্ভু ...মহালক্ষ্মীশ সম্মুখে
মহাকাল ...ওঙ্কারেশ্বরের পূর্ব্বে । জটীদেব ...একদন্ত ঐ উত্তরে । ধরণীবরাহ...প্রয়াগতীর্থের নিকট
অযোগন্ধেশ্বর ...মৎস্যোদরীর উত্তরে । হবেশ্বর ...হরিশ্চন্দ্রেশ্বরের সম্মুখে । বিরূপাক্ষ ...মহেশ্বরের দক্ষিণে
মহানাদেশ ...ত্রিলোচনের উত্তরে । সর্ব্ব লিঙ্গ ...চতুর্ব্বেদেশ্বরের সম্মুখে । মৎস্যেশ্বর ...ব্রহ্মনালেরপশ্চিমে
মহোৎকটেশ ...কামেশ্বরের উত্তরে । স্থলেশ্বর ...যজ্ঞেশ্বরের নিকটে । মহেদেবীবাপী কপিলেশ নিকট
শূলটঙ্ক ...মুক্তিমণ্ডপের দক্ষিণে । মহাতেজেশ্বর...বিনায়কেশ্বরের পূর্ব্বে । মহাযোগীশ্বর...পার্ব্বতীশ নিকট
চণ্ডীশ্বর ...পাশপাণির নিকটে । বিজয়েশ্বর ...শালকটঙ্কের পূর্ব্বে । উর্দ্ধরেতা ...গণাধ্যক্ষের সম্মুখে
শ্রীকণ্ঠেশ্বর ...মুণ্ডগণেশের উত্তরে । সূক্ষ্মেশ্বর ...বিকটদ্বিজগণেশেরনিকট । জয়ন্তেশ্বর...লম্বোদরগণেশ সম্মুখে

সহস্রাক্ষ	...শৈলেশ্বরের দক্ষিণে	হর্ষিত লিঙ্গ	...মন্ত্রেশের সমীপে	রুদ্রেশ	...ত্রিপুরেশের সম্মুখে
বৃষেশ	..বাণেশ ,,	সংহারভৈরব	...খর্ব্ববিনায়কের দক্ষিণে	ভবেশ	...ভীমচণ্ডীরনিকটে
দণ্ডীশ	...দেহলীগণ পতির পূর্ব্বে	ভদ্রকর্ণেরশর	...উদ্দণ্ডগণ পতির পূর্ব্বে	শঙ্কর লিঙ্গ	...উদ্দণ্ডগণেশের পূর্ব্বে
কাল লিঙ্গ	...মিত্রাবরুণের দক্ষিণে	কপালী	...কপালমোচন তীর্থে	উমাপতি	...পশুপতির পূর্ব্বে
দীপ্তেশ	...উমাপতির নিকটে	অমরেশ	...নকুলীশ নিকটে	গদাধর	...ধরণীবরাহের উত্তরে
ভূর্ভুবঃ লিঙ্গ	...গণাধিপের পূর্ব্বে	মকরেরশর	...পৌলস্ত রাঘবের পশ্চিম	অনলেরশর	...নলেশ সম্মুখে
সরস্বতীশ	...ত্রিবিষ্টপের দক্ষিণে	যমুনেশ	...ত্রিবিষ্টপের পশ্চিমে	নর্ম্মদেশ	...ত্রিবিষ্টপের পূর্ব্বে
শান্তনব লিঙ্গ	... ঐ নিকটে	ভীষ্মেশ	...শান্তনবেব দক্ষিণে	দ্রোণেশ	...ভীষ্মেরশরের পশ্চিম
অশ্বত্থামেশ	...দ্রোণেশের সম্মুখে	বালখিল্লেশ	... ঐ বায়ুকোণে	বাল্মীকেশ	...বালখিল্লশ্বরের নিকটে
জ্যোতীরূপেশ	...চক্রপুষ্করণীর তীরে	ঐশ্বর্য্যেশ্বর	...ধর্ম্মেশ্বরের উত্তরে	অম্বরীষেশ	...কেদারেশ বায়ুকোণে
ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বর	...অম্বরীষেশ নিকটে	কালঞ্জরেশ্বর	...ইন্দ্রদ্যুম্নেশ্বরের দক্ষিণে	শচীশ্বর	...ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণে
রম্ভেশ	...শচীশের নিকটে	লোকপালেশ	...ইন্দ্রেশের নিকটে	জ্ঞানেশ্বর	...ধর্ম্মেশের ঈশানকোণে
ধরনীশ	...ধর্ম্মেশের নিকটে	তত্বেশ	...ধর্ম্মেশের দক্ষিণে	বৈরাগ্যেশ	...ধর্ম্মেশের পূর্ব্বে
ত্র্যম্বকদেব	...ত্রিমুখ গণেশের পূর্ব্বে		...		...

কালাক্ষ, কালকম্পন, কৌলেয় ও রণভদ্র ভৈরব চতুষ্টয় গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। বিশালাক্ষ, মহাভীম, মহোদর ও কুম্ভোদর দেহলীস্থানে। নন্দিষেণ, পাঞ্চাল, খরপাদ, করণ্ডক, গোপক, ও বভ্রু ভৈরবষষ্ঠ বরুণাপারে, বীরভদ্র ও অনল ভৈরবদ্বয় অসির অপর পারে অবস্থিত॥

শক্তি সমাবেশ।

অসীতা ভৈরবী	...	জনকেশ্বরের উত্তরে।
ঐন্দ্রী	...	ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষিণে।
কৌর্ম্মী	...	মহালক্ষ্মীর দক্ষিণে।
চামুণ্ডা	...	হয়গ্রীবতীর্থে লোলার্কের উত্তরে।
বারাহী শিবদূতী	...	ক্রতু বরাহের সমীপে।
বিশালক্ষ্মী	...	গঙ্গাগর্ভে বিশাল তীর্থে।
ভীষণাভৈরবী	...	জ্যেষ্ঠেশের সন্নিধানে।
মহামুণ্ডা	...	লোলার্কের উত্তরে।
বিকটলোচনা ভৈরবী	...	কৃত্তিবাসেশ্বরের উত্তরে।
বিরূপাক্ষী	...	দেবজানীর উত্তরে।
স্বপ্নেশ্বরী	...	মহামুণ্ডার পশ্চিমে অসিসঙ্গমের নিকটে।
আশাপুরী দেবী	...	জনকেশ্বরেরনিকটে।
কৌমারী	...	স্কন্দেশ্বরের নিকটে।
চর্ম্মমুণ্ডা	...	দারুকেশেরনিকটে।
দুর্গাদেবী	...	স্বপ্নেশ্বরীর পশ্চিমে।
ব্রাহ্মী	...	ব্রহ্মেশের, পশ্চিমে।
বিশ্বভূজাগৌরী	...	বিশালাক্ষীরসম্মুখে।
ভীমচণ্ডী	...	ভীমেশের সম্মুখে।
মাহেশ্বরী	...	মহেশ্বরের দক্ষিণে।
বিজয়া	...	অন্তগৃহেরউত্তরদ্বারে।
শিখীচণ্ডী	...	কাশীরবায়ুকোণে।
হরকুণ্ঠী	...	মহালক্ষ্মীরউত্তরে।

ত্রিপুরাভৈরবী, ভীমা, কামাখ্যা, জয়া, জয়ন্তী, সর্ব্বমঙ্গলা, পাশপাণি, শবাসনা, যোগসিদ্ধি, বাগেশ্বরী, ক্ষেমঙ্করী, ছিন্নমস্তা, শাকম্ভরী ও জ্বালামুখী ইত্যাদি নবকোটী মহাশক্তি অবিমুক্ত ক্ষেত্রে অবস্থিতা আছেন॥ তাঁহাদিগের স্থান ও উৎপত্তি বিবরণাবলী, গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত হইল॥

বিষ্ণু মূর্ত্তি সমূহ।

পাদোদক তীর্থ	...	আদিনারায়ণ	...	গঙ্গাবরণার সঙ্গম স্থলে।
শ্বেতদ্বীপ তীর্থ	...	আদিকেশব, জ্ঞানকেশব, ও মঙ্গলেশ	...	কাশীরসীমান্ত ক্ষীরসমুদ্রের সম্মুখে, পাদোদক তীর্থেরদক্ষিণে।

তার্ক্ষ্য তীর্থ	তার্ক্ষ্যকেশব	গরুড় কেশবের নিকটে।
নারদ তীর্থ	নারদ কেশব	তার্ক্ষ্য তীর্থের সম্মুখে।
প্রহ্লাদ তীর্থ	প্রহ্লাদ কেশব	নারদ তীর্থের অগ্রে।
অম্বরীষ তীর্থ	আদিত্য কেশব	প্রহ্লাদ তীর্থের নিকটে।
দত্তাত্রেয় তীর্থ	আদি গদাধর ও দত্তাত্রেয়েশ	আদিকেশবের পূর্ব্বে।
ভার্গব তীর্থ	ভৃগুকেশব	দত্তাত্রেয় তীর্থের দক্ষিণে।
বামন তীর্থ	বামনকেশব	ভার্গব তীর্থের দক্ষিণে।
নরনারায়ণ তীর্থ	নরনারায়ণ	বামন তীর্থের নিকটে।
যজ্ঞবারাহ তীর্থ	যজ্ঞবরাহ	নরনারায়ণের নিকটে।
বিদার নরসিংহ তীর্থ	বিদার নরসিংহ কেশব	যজ্ঞবারাহ তীর্থের সমীপে।
গোপীগোবিন্দ তীর্থ	গোপীগোবিন্দ ও নারায়ণী দেবী	বিদার নরসিংহ তীর্থের দক্ষিণে।
লক্ষ্মী নৃসিংহ তীর্থ	লক্ষ্মী নৃসিংহ কেশব	গোপীগোবিন্দ মূর্ত্তির দক্ষিণে।
শেষ তীর্থ	শেষ মাধব	গোপীগোবিন্দ মূর্ত্তির দক্ষিণে।
শঙ্খমাধব তীর্থ	শঙ্খমাধব	শেষ তীর্থের পশ্চিমে।
হয়গ্রীব তীর্থ	হয়গ্রীবকেশব	শঙ্খমাধব তীর্থের সম্মুখে।
বরাহ তীর্থ	বরাহেশ ও ধরণিবরাহ	প্রয়াগেশের সন্নিধানে।

ভীষ্মকেশব. .বৃদ্ধকালেশে পশ্চিমে। ত্রিভুবন কেশব...ত্রিপুরসুন্দরীর দক্ষিণা-শে। শ্বেতমাধব ... বিশালাক্ষীরনিকটে। বৈকুণ্ঠমাধব ...সীমাবিনায়কের দক্ষিণে। কালমাধব...কালভৈরবের সন্নিকটে। মহাবল নরসিংহ...ওঙ্কারেশ্বরেরপূর্ব্বে।

প্রচণ্ডনরসিংহ.. চণ্ডভৈরবেরপূর্ব্বাংশে। ভয়হরনৃসিংহ...পি৽ামহেশপশ্চাতে।জ্বালামালীনরসিংহ...জ্বালামুখীর নিকটে। বিকটঙ্ক নরসিংহ...নীলকণ্ঠেশেরপশ্চাতে। ত্রিবিক্রম...ত্রিলোচনের উত্তরাংশে। তাম্রবরাহ...পিবগয়ার দক্ষিণভাগে। কোকাবরাহ ... বরাহেশের সন্নিধানে। নির্ব্বাণকেশব ... লোলার্কের উত্তরে। জ্ঞানমাধব ... জ্ঞানবাপীর সম্মুখে। প্রয়াগমাধব দশাশ্বমেধেরউত্তরে।নির্ব্বাণনরসিংহওনারসিংহীদেবী-পুলস্তীশেরদক্ষিণে।গিরিনৃসিংহ-দেহলীবিনায়কেরপূর্ব্বে অত্যুগ্র নৃসিংহ...কলসেশ্বরেরপশ্চিমে। কোলহল নৃসিংহ.. কঙ্কালভৈরবেরনিকটে। অনন্তবামন...অনন্তেশের সমীপে। বলিবামন...বলিভদ্রেশের পুর্ব্বাংশে।

যাত্রা প্রকরণ।

মহাফলাকাঙ্ক্ষী. সিদ্ধিপ্রার্থী যাত্রিকগণ ও কাশীবাসী মানবগণ যত্নাতিশয় সহকারে নিম্নলিখিত যাত্রাকার্য্য সম্পাদনে মনোনিবেশ করিবেন। কারণ যে দিন বিনা যাত্রায় অতিবাহিত হয়, সেই দিনেই পিতৃগণ নিরাশ হয়েন এবং কালরূপ সর্প দংশনোদ্যত হয়।

*পঞ্চ তীর্থিকা যাত্রা।

প্রথমে চক্রপুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া যথাবিধি দেবতা পিতৃগণের অর্চ্চনা, ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণের সৎকার এবং আদিত্য দ্রৌপদী, বিষ্ণু, দণ্ডপাণি ও মহেশ্বরকে প্রণাম পূর্ব্বক চুণ্ঢিগণেশ দর্শনার্থ যাত্রা করিবে। অনন্তর জ্ঞানবাপীর জলস্পর্শ করিয়া, নন্দিশ্বরের পূজা ও তৎপশ্চাতে তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর, দণ্ডপাণির অর্চ্চনা করিবে! ইহার নাম পঞ্চ তীর্থিকা।

---

*১ম পঞ্চ তীর্থ (১০৯) পৃষ্ঠায় দেখ।

অষ্টায়তন যাত্রা।

প্রতি অষ্টমীতে ভীষণ পাপরাশি নিবারণার্থ এই অষ্টায়তনে যাত্রা করিতে হয়। প্রথমে দক্ষেশ্বর দর্শনান্তে ক্রমান্বয়ে পার্ব্বতীশ্বর, পশুপতীশ্বর, গঙ্গেশ্বর, নর্ম্মদেশ্বর, ভগস্তীশ্বর, সতীশ্বর, ও অষ্টম তারকেশ্বর লিঙ্গ অবলোকন করিবে॥

প্রথম প্রকার একাদশায়তন যাত্রা।

কৃষ্ণাপ্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রত্যহ এই যাত্রা বিধেয়। বরণাতে অবগাহন পূর্ব্বক শৈলেশ্বর দর্শন, তদনন্তর গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে স্নানান্তে সঙ্গমেশ্বর দর্শন, স্বর্লীন তীর্থে স্নান করত স্বর্লীনেশ্বর অবলোকন, মন্দাকিনী জলে অবগাহনান্তে মধ্যমেশ্বর দর্শন, হিরণ্য গর্ব্ভ তীর্থে স্নান করিয়া হিরণ্যগর্ব্ভেশ্বর দর্শন, মণিকর্ণিকাতে স্নান করণান্তর ঈশানেশ্বর দর্শন পূর্ব্বক গোপ্রেক্ষেশ্বর সন্দর্শন করিবে। অতঃপর কাপিলহ্রদে অবগাহন করত বৃষভধ্বজকে দর্শন, উপশান্তকূপে জলক্রিয়া সমাধা পূর্ব্বক উপশান্তেশ্বর দর্শন, পঞ্চচূড় হ্রদে স্নান করিয়া জ্যেষ্ঠেশ্বর সন্দর্শনান্তর, চতুঃসমুদ্রকূপে স্নানান্তে চতুঃসমুদ্রেশ্বরকে দর্শন, শুক্রেশ্বরকূপে স্নান করত শুক্রেশ্বর দর্শন, দণ্ডখাত তীর্থে স্নান পূর্ব্বক ব্যাঘ্রেশ্বর নিরীক্ষণ করিয়া, শৌনকেশ্বর কূপে স্নান ও মহালিঙ্গ জম্বুকেশ্বরকে পূজা করিবে॥

দ্বিতীয় প্রকার একাদশায়তন যাত্রা।

কৃষ্ণাপ্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রত্যহ এই যাত্রা করিবে। প্রথমতঃ অগ্নিধ্রুকুণ্ডে অবগাহন পূর্ব্বক ক্রমে অগ্নিধ্রেশ্বর, ঊর্ব্বশীশ্বর, নকুলীশ্বর, আষাঢ়ীশ্বর, ভারভূতেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর, ত্রিপুরান্তকেশ্বর, মদালসেশ্বর, ও তিলপর্ণেশ্বর দর্শন করিবে।

চতুর্দ্দশায়তন যাত্রা।

কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত কিম্বা প্রতি অমাবস্যাতে চক্রতীর্থে স্নান ও তত্রস্থলিঙ্গের অর্চ্চনা পূর্ব্বক মৌনী হইয়া যাত্রা করিবে। মৎসোদরীতে স্নানান্তে ওঙ্কারেশ্বর, ত্রিপিষ্টপ, কৃত্তিবাসেশ্বর, রত্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদারেশ্বর, ধর্ম্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, মণিকর্ণিকেশ্বর, ও অবিমুক্তেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া বিশ্বেশ্বরকে অর্চ্চনা করিবে। ইহার নাম চতুর্দ্দশ আয়তন॥

গৌরী যাত্রা।

শুক্ল পক্ষে তৃতীয়াতে এই যাত্রায় পরম সিদ্ধি লাভ হয়। গোপ্রেক্ষ তীর্থে স্নান করিয়া মুখনির্ব্বাণিকা দেবীকে দর্শন করত, জ্যেষ্ঠবাপীতে স্নান পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠাগৌরীর পূজা, জ্ঞান বাপীতে স্নানান্তে সৌভাগ্যগৌরী ও শৃঙ্গার গৌরীর পূজা, বিশাল গঙ্গায় স্নান করত বিশালাক্ষীর পূজা, ললিতা তীর্থে স্নান পূর্ব্বক ললিতা দেবীর অর্চ্চনা, ভবানী তীর্থে অবগাহনান্তে ভবানী পূজা, বিন্দু তীর্থে

স্নান পূর্ব্বক মঙ্গলাগৌরীর পূজা করিয়া স্থির লক্ষ্মী লাভের জন্য মহালক্ষ্মীকে পূজা করিবে ॥

অন্তর্গৃহ যাত্রা।

প্রাতঃ স্নান করিয়া পঞ্চ বিনায়ক ও বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম পূর্ব্বক মুক্তিমণ্ডপে অবস্থিতি করত, "পাপ শান্তির জন্য আমি অন্তর্গৃহের যাত্রা করিব" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মণিকর্ণিকায় মৌনভাবে অবগাহনান্তে মণিকর্ণিকেশ্বরকে অর্চ্চনা, কম্বলেশ্বর ও অশ্বতরেশ্বরকে প্রণিপাত এবং বাসুকীশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া, ক্রমে পর্ব্বতেশ্বর, গঙ্গাকেশব, ললিতাদেবী, জরাসন্ধেশ্বর ও সোমনাথকে অবলোকন পূর্ব্বক, বরাহেশ্বরকে পূজা করিবে। অতঃপর ব্রহ্মেশ্বর, ভগস্তীশ্বর, কাশ্যপেশ্বর, হরিকেশেশ্বর, বৈদ্যনাথ, ধ্রুবেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, হাটকেশ্বর, কীকশেশ্বর, ভারভূতেশ্বর, চিত্রগুপ্তেশ্বর ও চিত্রঘণ্টাদেবীকে নমস্কার পূর্ব্বক পশুপতীশ্বর, পিতামহেশ্বর, কলসেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, বীরেশ্বর, বিঘ্নেশ্বর, অগ্নীশ্বর, নাগেশ্বর, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, এবং চিন্তামণি বিনায়ক ও সেনাবিনায়ককে সন্দর্শন করিবে। বশিষ্ঠ ও বামদেবকে অবলোকন এবং সীমাবিনায়ক ও করুণেশ্বর সন্নিধানে গমন করিবে। অনন্তর ক্রমে ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, বিশালাক্ষীদেবী, ধর্ম্মেশ্বর, আশাবিনায়ক, বৃদ্ধাদিত্য, চতুর্ব্বক্ত্রেশ্বর, ব্রাহ্মীশ্বর, মনঃপ্রকাশেশ্বর, ঈশানেশ্বর চণ্ডী ও চণ্ডেশ্বর এবং ভবানীশঙ্করকে অবলোকনপূর্ব্বক, ঢুণ্ডিগণেশকে প্রণাম

করিয়া, রাজরাজেশ্বরের পূজা করিবে। তৎপরে ক্রমে লাঙ্গলীশ্বর, পরদ্রব্যেশ্বর, প্রতিগ্রহেশ্বর, নিষ্কলঙ্কেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, পরমেশ্বর ও গঙ্গেশ্বরের অর্চ্চনা, জ্ঞানবাপীতে স্নান এবং নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, দণ্ডপাণি, মহেশ্বর, বীরভদ্রেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর ও পঞ্চবিনায়ককে প্রণিপাত পুরঃসর বিশ্বনাথের নিকট গমন করিবে। তৎপরে মৌনভাব পরিহার পূর্ব্বক "হে শম্ভো! যথাযোগ্য মৎকৃত এই অন্তর্গৃহ যাত্রা ন্যূনই হউক, আর অতিরিক্তই হউক, আপনি ইহাতে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া, ক্ষণকাল মুক্তিমণ্ডপে বিশ্রামান্তর নিষ্পাপ হইয়া স্বভবনে গমন করিবে॥

যাত্রা পরিশিষ্ট।

প্রতি মঙ্গলবারে ভৈরব যাত্রা করিলে সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয়।

রবিবার যুক্ত ষষ্ঠী বা সপ্তমীতে সমুদায় বিঘ্নশান্তির জন্য রবিযাত্রা বিধেয়।

অষ্টমী বা নবমী তিথিতে চণ্ডীযাত্রা করিলে পরম শুভ লাভ হয়।

প্রতি হরিবাসরে মহাপুণ্য সমৃদ্ধির নিমিত্ত সমুদয় বিষ্ণুতীর্থে যাত্রা করা কর্ত্তব্য। ভাদ্রমাসে পঞ্চদশী (অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা) তিথিতে কুলস্তম্ভের অর্চ্চনা করিলে রুদ্রপিশাচত্ব জনিত দুঃখ ভোগ হয় না।

প্রতি রবিবারে অসি সঙ্গমে অর্কবিনায়কের যাত্রা করা বিধেয়।

শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে ব্যতিপাতযোগ ও পুষ্যা নক্ষত্রান্বিত বৃহস্পতিবারে জ্ঞানবাপী ও জ্ঞানেশ্বর লিঙ্গের অর্চ্চনায় মহাফল হয়।

প্রতি অষ্টমী, চতুর্দ্দশী অথবা একাদশী যুক্তা সোমবারে জ্ঞানবাপীর যাত্রা করা বিধেয়।

প্রতি চতুর্থী ও মঙ্গলবার যাত্রা বিধেয়। ভরণীনক্ষত্রান্বিত চতুর্দ্দশী প্রাপ্ত মঙ্গলবারে বীরেশ্বরের দক্ষিণস্থ যমাদিত্যের অর্চ্চনা করিবে।

প্রতি কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে কালরাজের উত্তরস্থ রত্নেশ্বরের যাত্রা করা উচিত।

বিকটলোচনার নৈঋতে অগ্নিজিহ্ব বেতালের নিকট প্রতি মঙ্গলবারে গমন করিবে।

প্রতি শুক্লাচতুর্দ্দশীতে বীরেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করা কর্ত্তব্য।

পুষ্যানক্ষত্রান্বিত বৃহস্পতিবারে রুদ্রকুণ্ডের পশ্চিমস্থ বৃহস্পতিশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রান্বিত পূর্ণিমায় ভদ্রহ্রদে অবগাহন করা উচিত।

ফল্গুনীনক্ষত্রান্বিত চতুর্দ্দশীতে রুদ্রকুণ্ডে স্নান করা কর্ত্তব্য।

প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে মৎস্যোদরীবাপীতে অবগাহন করা একান্ত বিধেয়।

প্রতি চতুর্দ্দশী যুক্ত মঙ্গলবারে কাললিঙ্গ অবলোকন করা উচিত।

যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় স্নান ও বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করে, সে সত্য সত্যই সমুদয় তীর্থে স্নান ও সমুদয় যাত্রার ফল লাভ করে। এই জন্য প্রতি দিন মণিকর্ণিকায় স্নান ও বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্বাদশ মাসিকী যাত্রা।

মাস	পক্ষ	তিথি	বার	তীর্থ	তীর্থের স্থান নির্দ্দেশ।
বৈশাখ	শুক্ল	তৃতীয়া	—	ত্রিলোচন	বিরজাপীঠে পিপ্পিলাতীর্থের নিকট সরস্বতী, যমুনা ও নর্ম্মদা সঙ্গমে
,,	ঐ	চতুর্দ্দশী	—	ওঙ্কারেশ্বর	পিলিপিলা তীর্থে,মৎস্যোদরীরনিকট
জ্যৈষ্ঠ	ঐ	প্রতিপদ হইতে দশমী বা পূর্ণিমা পর্য্যন্ত	—	দশাশ্বমেধেশ্বর	দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর
			—	ব্রহ্মেশ্বর	গৌতমেশ্বরের সম্মুখে ব্রহ্মকুণ্ড
					দশাশ্বমেধস্থ গঙ্গাকেই রুদ্রসরোবর কহে
,,	ঐ	চতুর্দ্দশী	—	জ্যেষ্ঠ গণেশ	চিন্তামণিগণেশের অগ্নিকোণে
,,	ঐ	অষ্টমী	—	জ্যেষ্ঠেশ্বর, জ্যেষ্ঠা গৌরী ও নিবাসেশ্বর	জৈগীষব্য গুহার নিকট
,,	ঐ	দশমী বা দশহরা তিথিতে	—	গঙ্গেশ্বর	বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বভাগে
আষাঢ়	ঐ	চতুর্দ্দশী	—	আষাঢ়ীশ্বর	ভূতীশ্বরের পশ্চিমভাগে
শ্রাবণ	ঐ	যে কোন পর্ব্বদিনে	—	মহাব্রহ্ম বা মহাদেব	হিরণ্যগর্ভ তীর্থের পশ্চিমে

ভাদ্র	কৃষ্ণ	তৃতীয়া	—	বিশালাক্ষী	গঙ্গাগর্ভে বিশাল তীর্থে
"	ঐ	অষ্টমী	—	মহালক্ষ্মীদেবী ও হরকুণ্ঠীদেবী	পদ্ম তীর্থের নিকটে
"	ঐ	অমাবস্যা	সোমবার	কপিলধারবা শিবগয়া	বিষ্ণু তীর্থের উত্তরে
আশ্বিন	শুক্ল	প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত	—	চৌষট্টীযোগিনী	দশাশ্বমেধেশ্বরের দক্ষিণে
"	ঐ	মহাষ্টমী	—	মহামুণ্ডাচণ্ডী	তক্ষককুণ্ডেরউত্তরেকপালীভৈরবেরনিকট
"	ঐ	ঐ	—	ছাগবক্ত্রেশ্বরী	বৃষভেশ্বরের উত্তরের গন্ধর্ব্বেশ্বরেরনিকটে
"	ঐ	ঐ	—	মহাদুর্গা	স্বপ্নেশ্বরীর পশ্চিমে
"	ঐ	অষ্টমী চতুর্দ্দশী	মঙ্গলবার	ঐ	ঐ
"	"	নবরাত্রি	—	ঐ	ঐ
"	"	"	—	বিশ্বভূজাগৌরী	বিশালাক্ষীর সম্মুখে
"	"	অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও নবমী	—	স্বপ্নেশ্বরী	মহামুণ্ডারপশ্চিমে ও অসিসঙ্গমের নিকটে
"	কৃষ্ণ	তৃতীয়া	—	ললিতাদেবী	গঙ্গাকেশবের নিকটে ললিতা তীর্থে
কার্ত্তিক	শুক্ল	অষ্টমী	—	ধর্ম্মেশ্বর, ধর্ম্মকূপে	ধর্ম্মপীঠে, জ্ঞানেশ্বরের নিকটে
"	শুক্ল, কৃষ্ণ	সকল তিথি ও বারে	—	পঞ্চনদেশ্বর বিন্দুমাধব	মণিকর্ণিকা তীর্থের উত্তরে
			—	পঞ্চনদতীর্থ ও বিন্দুতীর্থ	
অগ্রহায়ণ	কৃষ্ণ	অষ্টমী	রবি ও মঙ্গল	কালভৈরব	কালমাধবের উত্তরে
"	শুক্ল	চতুর্দ্দশী	—	কপর্দ্দীশ্বর	পিশাচমোচন তীর্থে, পিত্রিশের উত্তরে
"	ঐ	একাদশী	—	কালমাধব	কালভৈরবের নিকটে

"	"	ষষ্ঠী ও সপ্তমী	—	লোলার্কাদিত্য	অসি সঙ্গমে
পৌষ	"	"	রবিবার	উত্তরার্ক	বরণাসঙ্গমে
মাঘ	কৃষ্ণ	অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী	—	অবিমুক্তেশ্বর	বিশ্বেশ্বরের পূর্ব্বে
"	শুক্ল	চতুর্থী	মঙ্গলবার	ঢুণ্ঢিবিনায়ক	বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণে
"	শুক্ল,কৃষ্ণ	"	—	প্রয়াগেশ্বর ও প্রয়াগমাধব	দশাশ্বমেধের উত্তরে
"	কৃষ্ণ	চতুর্দ্দশী	—	কৃত্তিবাসেশ্বর,কৃত্তিবাসকুণ্ড	রত্নেশ্বরের নিকটে
"	শুক্ল	সপ্তমী	প্রত্যেক রবিবার	লোলার্কাদিত্য	অসি সঙ্গমে
"	"	"	—	সাম্বাদিত্য	বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমে
"	"	"	—	কেশবাদিত্য	আদিকেশবের উত্তরে
"	"	অমাবস্যা	সোমবার	কপিলেশ্বর কপিলধার	বিষ্ণুতীর্থের উত্তরে
চৈত্র	কৃষ্ণ	প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত	—	চতুঃষষ্ঠী যোগিনী	দশাশ্বমেধের দক্ষিণে
"	শুক্ল	চতুর্দ্দশী	—	পশুপতীশ্বর	পাশুপত তীর্থ অবধূতেশ্বরের পূর্ব্বভাগে
"	"	অষ্টমী	—	ভবানী দেবী	ভবানী তীর্থ ঢুণ্ঢিবিনায়কের দক্ষিণে
চৈত্র	কৃষ্ণ	প্রতিপদ হইতে একাদশী পর্য্যন্ত	—	ঈশানেশ্বর	ঈশান তীর্থে,প্রহ্লাদেশ্বরের পশ্চিমে
"	ঐ	চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত	—	জ্যেষ্ঠেশ্বর,নিবাসেশ্বর জ্যেষ্ঠাগৌরী	জৈগীষব্য গুহা জ্যেষ্ঠ স্থান

"	কৃষ্ণ	প্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশী	—	ব্যাঘ্রেশ্বর	জ্যেষ্ঠেশ্বরের উত্তরে
"	"	"	—	তালজঙ্ঘাদেবী, সঙ্গমেশ্বর	গঙ্গা বরণাসঙ্গমে
"	"	"	—	শৈলেশ্বর, শৈলেশ্বরী	বরণার দক্ষিণ তটে
"	"	"	—	মধ্যমেশ্বর	মন্দাকিনী তীর্থের উত্তরে
"	শুক্ল	পূর্ণিমা	—	কৃত্তিবাসেশ্বর	রত্নেশ্বরের নিকটে রুদ্রাবাস তীর্থে
"	কৃষ্ণ	চতুর্দ্দশী	—	কেদারেশ্বর	ক্ষেমেশ্বরের দক্ষিণভাগে
"	"	প্রতিপদহইতেচতুর্দ্দশীপর্য্যন্ত	—	সঙ্গমেশ্বর	গঙ্গাবরণাসঙ্গমে
"	"	"	—	স্বর্লীন	প্রহ্লাদেশ্বরের পূর্ব্বদিকে
"	"	"	—	হিরণ্যগর্ভ	শিলাদেশ্বরের নিকটে
"	"	"	—	গোপ্রেক্ষ	মহাদেবের পূর্ব্বদিকে
"	"	"	—	বৃষভধ্বজ	দন্তীশ্বরের উত্তরে, কাপিল তীর্থে
"	"	"	—	উপশান্তশিব	ভদ্রেশ্বরের নৈঋতে
"	"	"	—	শুক্রেশ্বর	বিরূপাক্ষেশ্বরের দক্ষিণে
"	"	"	—	জম্বুকেশ্বর	সোনকেশ্বরের দক্ষিণে
"	শুক্ল	তৃতীয়া	—	ময়ূখাদিত্য	পঞ্চনদ তীর্থের নিকটে
"	"	"	—	পার্ব্বতীশ	মহাদেবের দক্ষিণে
"	শুক্লবাকৃষ্ণ	ত্রয়োদশী	শনিবার	কামেশ্বরবাদুর্ব্বাশেশ্বর	কামকুণ্ড রুদ্রাবাসের দক্ষিণে

গ্রন্থ বাহুল্যাশঙ্কায় অপরাপর যাত্রা বিশেষ রূপে বর্ণিত হইল না।

এই গ্রন্থকার প্রণীত "পঞ্চ ক্রোশী যাত্রা" পুস্তকে অপরাপর যাত্রা বিশেষ রূপে বর্ণিত হইবে।

আত্ম তীর্থ অথবা যোগসার।

মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা আত্মতীর্থে মনঃসংযোগ করিবেন। সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় জয়, সর্ব্বভূতে দয়া, আর্জ্জব, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৈর্য্য এবং তপস্যা প্রত্যেকেই এক একটী তীর্থ। চিত্ত শুদ্ধিই তীর্থের তীর্থ। যাহারা লুব্ধ, পিশুন, ক্রূর, দাম্ভিক ও বিষয়ান্ধ ব্যক্তি, তাহারা সর্ব্বতীর্থে সুস্নাত হইলেও, পাপী ও মলিন। মনের মল দূর করিতে পারিলেই সুনির্ম্মল হয়, নচেৎ মাত্র শারীরিক মলত্যাগে মানব নির্ম্মল হয় না। বিষয়ানুরাগই মানসমল, এবং বিষয় বৈরাগ্যই মনের নৈর্ম্মল্য। চিত্ত অন্তরের জিনিষ তাহা দুষ্ট হইলে, কোন তীর্থ স্থানেও শুদ্ধ হয় না। মনোভাব নির্ম্মল না হইলে, দান, যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা, শৌচ, তীর্থ সেবা এবং বেদ জ্ঞান এ সমস্তই অতীর্থ। জিতেন্দ্রিয় মানব যেখানেই কেন বাস করুক না, সেই খানেই তাহার কুরুক্ষেত্র, সেইখানেই তাহার নৈমিষারণ্য, সেইখানেই তাহার পুষ্করাদি তীর্থ। ধ্যান বিশোধিত, রাগ দ্বেষ মলাপহ, জ্ঞান রূপ জলময় মানস তীর্থে, যে ব্যক্তি স্নান করে, তাহারই পরম গতি লাভ হয়।

"মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ
ইদং তীর্থ মিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসাজনাঃ
আত্মতীর্থং ন জানান্তি কথং মোক্ষো বরাননে॥"

অপরন্তু জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে স্বয়ং বিশ্বনাথ কহিয়াছেন।

দেহস্থাঃ সর্ব্ব বিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
দেহস্থাঃ সর্ব্ব তীর্থানি গুরু বাক্যেন লভ্যতে॥

অর্থাৎ এই দেহ মধ্যে যাবতীয় বিদ্যা, নিখিল দেবতা ও তীর্থ বিরাজমান আছে। ঐ সমস্ত গুরু উপদেশ দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

ইড়া ভগবতী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।
ইড়া পিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী॥
ত্রিবেণী সঙ্গমে যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈঃ বিমুচ্যতে॥

অর্থাৎ দেহ মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক প্রধানা নাড়ীত্রয়ই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নাম্নী পাপনাশিনী স্রোতাস্বিনী। যেস্থানে ঐ নাড়ীত্রয় সম্মিলিতা হইয়াছে, সেই স্থানই যথার্থ ত্রিবেণী তীর্থ। তথায় স্নান করিলে অর্থাৎ চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক ব্রহ্ম চিন্তা করিলে নিখিল পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

কায়োর্দ্ধ্বঞ্চ ব্রহ্মলোকঃ স্বাধঃ পাতালমেব চ।
উর্দ্ধমূল মধঃশাখং বৃক্ষাকার কলেবরং॥
তালুমূলে স্থিতশ্চন্দ্রো নাভিমূলে দিবাকরঃ।
সূর্য্যাগ্রে বসতে বায়ুশ্চন্দ্রাগ্রে বসতে মনঃ।

অর্থাৎ জীব শরীর, বৃক্ষ রূপে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার উর্দ্ধভাগ মূল ও নিম্নভাগ শাখা স্বরূপ। ঐ উর্দ্ধভাগকে ব্রহ্মলোক ও অধোভাগকে পাতাল কহে। চন্দ্র তালুমূলে এবং দিবাকর নাভিমূলে, বসতি

করেন। বায়ু ঐ সূর্য্যের পুরোভাগে এবং মন, চন্দ্রের অগ্রভাগে অবস্থিতি করিতেছেন।

একদা দেবদেবমহাদেব গৌরীর সহিত কৈলাস শিখরোপরি সমাসীন আছেন, ইত্যবসরে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহেশ্বর। হে ভূতনাথ। তিন দেবতা কিরূপ এবং তাহাদিগের তিন প্রকার ভাব, ও ত্রিবিধ গুণই বা কি, তাহা কীর্ত্তন করুন। তাহাতে পরমেশ্বর কহিলেন—

রজোভাবস্থিতো ব্রহ্মা, সত্ত্ব ভাবে স্থিতো হবিঃ।
ক্রোধ ভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ॥
এক মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবাঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
নানা ভাবং মনো যস্য তস্য মুক্তি র্ন জায়তে॥
অপরঞ্চ—বীর্য্য রূপী ভবেদ্‌ ব্রহ্মা বায়ুরূপস্থিতো হরিঃ।
মনোরূপস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ॥
দয়াভাবস্থিতো ব্রহ্মা শুক্র ভাবস্থিতো হবিঃ।
অগ্নিভাবস্থিতো রুদ্রস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবতা; তন্মধ্যে ব্রহ্মা রজো ভাবে, বিষ্ণু সত্ত্ব ভাবে এবং রুদ্র ক্রোধ ভাবে জীব শরীরে অবস্থিত আছেন। কিন্তু কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি রুদ্র এই তিন দেবই এক মূর্ত্তি জানিবে। এ বিষয়ে যে ব্যক্তি বিভিন্ন বোধ করে, তাহার মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। প্রকারান্তরে—

বীর্য্য রূপে ব্রহ্মা, বায়ু রূপে বিষ্ণু, এবং মনোরূপে রুদ্র, সর্ব্ব শরীরে অবস্থিত আছেন। ব্রহ্মা দয়াভাবে,

বিষ্ণু শুদ্ধ ভাবে এবং রুদ্র বহ্নি ভাবে প্রকাশিত হয়েন।

অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা এই নিম্ন লিখিত যতিপঞ্চকে মনঃসংযোগ করিয়া, তদনুযায়ী চিন্তাসক্ত থাকিবেন।

মনো নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ সা তীর্থ বর্য্যা মণিকর্ণিকাবৈ।
জ্ঞান প্রবাহা বিমলাদি গঙ্গা, সা কাশিকাহং নিজ বোধ রূপং ॥১
যস্যামিদং কল্পিত মিন্দ্রজালং চরাচরং ভাতি মনোবিলাসং।
সচ্চিৎ সুখৈকং জগদাত্মরূপং সা কাশিকাহং নিজবোধ রূপং॥ ২
পঞ্চেষু কোষেষু বিরাজমানা, বুদ্ধির্ভবানী প্রতি দেহ গেহং।
সাক্ষীশিবঃ সর্ব্ব গতান্তরাত্মা সা কাশিকাহং নিজ বোধ রূপং॥৩
কার্য্যং হি কাশ্যতে কাশী, কাশী সর্ব্বং প্রকাশতে।
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তাহি কাশিকা॥ ৪
কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবন জননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা।
ভক্তি শ্রদ্ধাগয়েয়ং নিজ গুরু চরণ ধ্যান যুক্ত প্রয়াগঃ॥
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ং সকলজনমনঃ সাক্ষি ভূতান্তরাত্মা।
দেহে সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তীর্থ মন্যৎ কিমস্তি॥ ৫

অর্থাৎ যাহার দ্বারা মনের নিবৃত্তি হয়, অথবা মন বিষয় বাসনা হইতে প্রতি নিবৃত্ত হয়। তাহাকেই পরম শান্তি কহে। সেই শান্তিরূপিণী মণিকর্ণিকাও জ্ঞান প্রবাহরূপ আদিগঙ্গা বিশিষ্ট যে বারাণসীক্ষেত্র, আমিই সেই আত্মজ্ঞান স্বরূপ কাশী॥ ১

যে কাশীক্ষেত্রে শত শত কৈলাসরূপ ইন্দ্রজাল কল্পিত সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত আছে এবং একমাত্র আত্মাস্বরূপ বিশ্বেশ্বর যাহাতে শোভা

পাইতেছেন, আমিই সেই আত্মবোধ স্বরূপ কাশী ॥ ২

যে কাশীক্ষেত্রে (দেহরূপ গৃহে) বিশ্বেশ্বরী দেবী অন্নময়াদি পঞ্চকোষে বুদ্ধি স্বরূপা হইয়া শোভা পাইতেছেন, এবং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বাত্মা স্বরূপ মহাদেব যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন, আমিই সেই আত্মজ্ঞান স্বরূপ কাশী ॥৩

কর্ম্ম দ্বারাই মানবগণের কাশী অর্থাৎ জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং সেই জ্ঞানই সকলকে প্রকাশিত করে, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই পরমাত্ম জ্ঞানের সঞ্চার হয় ॥ ৪

এই পঞ্চ ভূতাত্মক দেহকেই বারাণসীক্ষেত্র বলা যায়, জ্ঞানই ত্রিলোক ব্যাপিনী গঙ্গা বলিয়া অভিহিতা এবং ভক্তি শ্রদ্ধাকেই গয়া তীর্থ কহে। গুরু চরণ ধ্যান যুক্ত যে স্থান অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীর সঙ্গম রূপ মূলদেশ অথবা ব্রহ্মস্থানকেই প্রয়াগ তীর্থ কহে। জীবাত্মা স্বরূপ চৈতন্যই বিশ্বেশ্বর। এই রূপ যখন আপনার দেহাভ্যন্তরে নিখিল তীর্থই বিরাজিত রহিয়াছে; তখন অন্য তীর্থে গমন করিবার প্রয়োজনকি?॥৫

সম্পূর্ণ।

সানুনয় নিবেদন।

স্বধর্ম্মানুরাগী, মহোদয় ও মহাত্মাগণের উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইলে, "আধ্যাত্মিক বারাণসী" রহস্য প্রকাশে এ নরাধম কৃতসঙ্কল্প হইবে। ইতি—গ্রন্থকারস্য।